সম্পাদকীয়

হে রোযাদার!
খোদা মিলনের স্বাদে পরিতৃপ্ত হোন

বিচলিত ও দিশেহারা মানুষকে পথ দেখাতে যুগে যুগে করুণাময়ের কৃপাসিন্ধু উদ্বেলিত হওয়ায় প্রেরিত হয়েছেন তাঁর পক্ষ থেকে নবী-রাসূল অবতারগণ। জাগতিক খাদ্যোপকরণ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে প্রত্যাশী হয়েছেন তারা আত্মার খোরাকের আর তাদের সেই নিরলস সাধনা আকর্ষণ করেছে পরম স্রষ্টার রহমতবারি, অঝোর ধারায় বর্ষণ করেছেন তিনি তাঁর কৃপাবারি, তৃপ্ত করেছেন পিয়াসী মানব-হৃদয়। এ কারণেই উপবাস পালনের এ ধারা পৃথিবীর বুকে সকল ধর্মের অনুসারীদের মাঝে এখনও দৃশ্যমান।

তবে, ইসলাম 'উপবাস পালন'-কে নিছক ব্রতচারের সীমানা থেকে উন্নীত করে সু-নির্দ্দিষ্ট, সু-সংহত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানাহার বর্জন ও গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে মানবের দেহ সৌষ্ঠ্যব ও দেহ সঞ্চালনে যেমন নবগতি ধারার উন্মেষ ঘটায়, তেমনি তার আত্মিক গঠনেও তাকে করে তুলে সুষমামন্ডিত ও সৌন্দর্য্যময়।

সুবেহ সাদেক থেকে সূর্য্যাস্ত নাগাদ পানাহার বর্জনের কারণে তার দেহে বাসা বেঁধে থাকা ত্যাজ্য উপাদানগুলো ভস্মিভূত হওয়ার ন্যায় তার আত্মার মাঝে পুঞ্জীভূত গ্লানি যা তার স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক গড়ার অন্তরায় সেগুলোকে বিতাড়িত করে সে সর্বদা যিকরে ইলাহীতে রত থেকে পরম স্রষ্টার প্রেমাগ্নিতে বিগলিত হয়ে নিজেকে ভস্মিভূত করে। ফলে রমযানে রোযাদার ক্ষুৎপিপাসা কাতর অপরের কষ্টকে কেবল বুঝতেই পারেনা বরং নিজ অন্তরাত্মায় ক্ষুৎপিপাসা কাতরের জন্য এক মমতাময় আকর্ষণ অনুভব করে। এ জন্যই রোযাদার এ রমযান মাসে ফিতরানা, ফিদিয়া ও দান খয়রাতে মনোনিবেশ করে। মহানবী (সা.) এই রমযান মাসে ঝড়ের বেগে দান-খয়রাত করতেন বলে জানা যায়। কাজেই, আমাদেরও এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত যাতে সমাজের বঞ্চিত অসহায় ও আর্ত-পীড়িতরাও মহান আল্লাহতাআলার করুণা লাভের ভাগীদার হয়।

রমযান, রোযাদার-কে আত্ম-নিরীক্ষনে ব্যাপৃত করে। নিজেকে উল্টে পাল্টে সে পরখ করে নেয়, যেসব আত্ম-গ্লানি তাকে পরম-পবিত্র সত্তার সাথে সম্পর্ক গড়ায় বাধা দিচ্ছে, সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেলে নিজেকে সে নিখাঁদ-নিষ্কলুষ রূপে গড়ার নিরন্তর এক প্রয়াস চালায় পবিত্র এ মাস-রমযানে। কাজেই রমযান মাসে রোযাদার স্বেচ্ছায় যেমন পানাহার বর্জন করে তেমনি অনাচার কদাচারের যে গ্লানির জালে সে আটকা পড়েছিল, স্ব-উদ্যোগী কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সেই জাল ছিন্ন করে সে মুক্ত বিহঙ্গে রূপ ন্যায়।

আবার আত্মিক উন্নয়নে সহায়ক পুণ্যকর্মের ঘাটতি শনাক্ত করে রোযাদার এই পবিত্র মাসে এক-এক করে পুণ্য কর্ম পালন ও সাধনে তৎপর হয়। এক একটি পুণ্যকর্ম সাধনের মধ্য দিয়ে সে পুণ্যকর্মের সীমাহীন দিগন্তে প্রবেশ লাভ করে। আর এভাবে মাহন আল্লাহ তাআলার পরম পবিত্র সত্তা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করে সে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন, রোযাদারের পুরস্কার স্বয়ং আমি। অর্থাৎ রোযাদার পরিতৃপ্ত হোন মহামহিমান্বিত প্রভু প্রতিপালকের পবিত্র সান্নিধ্য দ্বারা।

আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাউদ (আ.) রমযানের ফরয রোযার সাথে বিপুল সংখ্যায় নফল রোযাও পালন করেছেন যার কল্যাণে আল্লাহ তাআলা তাঁকে শেষ যুগের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে বিশেষ নৈকট্যপূর্ণ অবস্থান-**'মুহাম্মদী মসীহ'** পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। অতএব, তাঁর (আ.) প্রতিষ্ঠিত জামা'তের সদস্য হিসেবে খোলাফায়ে আহমদীয়াতের ছত্রচ্ছায়ায় জীবন যাপন করে রমযানুল মুবারকের অগনিত আশিসমালার অংশলাভ করে আমরা যেন আত্মিক অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে রমযান পাড়ি দিতে সক্ষম হই, আল্লাহ্ তা আলা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। আমীন!

৩১ আগষ্ট ২০০৯

সূচীপত্র — *পৃষ্ঠা নং*

- **কুরআন শরীফ** — ২
- **হাদীস শরীফ** — ৩
- **অমৃত বাণী** — ৪
- ***জুমুআর খুতবা ঃ*** — ৫-১৩
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- ***জুমুআর খুতবা ঃ*** — ১৪-২০
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- **আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব** — **২১-২৮**
  প্রফেসর সালেহ্ মুহাম্মদ আলাদীন
- **সারা বছরের পাপকে ধুয়ে মুছে পরিশুদ্ধ করার মাস রমযান** — **২৯**
  মাহমুদ আহমদ সুমন
- **পবিত্র মাহে রমযান–তিন সম্মিলিত ইবাদত** — ৩০-৩২
  আহমদ জাকির হোসেন
- **ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ডেস্ক থেকে** — ৩৩-৩৫
  ভাষান্তর : মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
- **সংবাদ** — ৩৬-৩৮
- **কৃষি পাতা (মূলা চাষ প্রণালী)** — ৩৯
- **দৈনিক পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে** — ৪০
  সংকলন ও উপস্থাপনা ঃ এম, আহমদ

আহমদ (সবুজ)

কুরআন শরীফ

সূরা বাকারা-২

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُونَ ﴿١٨٧﴾

১৮৭। এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তখন (বল), 'আমি নিকটে[২১০] আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার ওপর ঈমান[২১১] আনে যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।'

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ
لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٨﴾

১৮৮। রোযার রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রী-গমন বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক,[২১২] এবং তোমরা তাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক। আল্লাহ্ অবগত আছেন, তোমরা তোমাদের নিজেদের অধিকার খর্ব করছিলে, অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয়দৃষ্টিপাত করলেন এবং তোমাদের এই অবস্থার সংশোধন [২১৩] করলেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের কাছে গমন কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান কর, এবং তোমরা আহার কর এবং পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের কাছে ঊষার শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা হতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর রাত্রি[২১৪] (আগমন) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর; এবং তোমরা মসজিদ [২১৫] সমূহে যখন এ'তেকাফে থাক তখন তোমরা স্ত্রী-গমন করো না। এগুলি হচ্ছে আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ, অতএব তোমরা এদের কাছে যেও না; এভাবে আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশাবলী মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেন তারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে।

২১০। যখন মানুষ রমযান মাসের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এই মাসে রোযা রাখার গুণ ও কল্যাণাদী সম্বন্ধে অবগত হয়, তখন তারা স্বভাবত:ই খুব বেশি আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের আশা পোষণ করে থাকে। মু'মিনের এই আশা-আকাঙ্খার প্রত্যুত্তরে, এই আয়াতটি মু'মেনের আত্মাকে নিশ্চয়তা দান করছে।

২১১। "আমার ওপর ঈমান আনে" এই বাক্যটির অর্থ এই স্থলে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা অর্থে নয়। কারণ পূর্ববর্তী বাক্যেই বলা হয়েছে "তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়।" অর্থ এই কথার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রার্থনা শুনেন এবং মঞ্জুর করেন।

২১২। কি চমৎকার ভাবে একটি মাত্র বাক্যে স্ত্রীলোকের অধিকার ও মর্যাদাকে বর্ণনা করেছে এবং বিবাহের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে তুলে ধরেছে। এই আয়াত বলছে–বিবাহের উদ্দেশ্য হল দম্পতির শান্তি লাভ, আত্ম-সংরক্ষণ এবং সৌন্দর্য বর্দ্ধন। কেননা পোশাকের কাজও তা-ই (৭ : ২৭, ১৬: ৮২) । বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল কাম-বৃত্তি চরিতার্থ করা নয়। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে মন্দকাজ ও কুৎসা হতে রক্ষা করা।

২১৩। "আফাল্লাহু আনহু" অর্থ আল্লাহ্ তার ভ্রম সংশোধন করে তার কাজকর্ম ঠিক করে দিলেন; আল্লাহ্ তাকে সম্মান দিলেন। এর অন্য এক অর্থ হল, আল্লাহ্ তাকে উদ্ধার করলেন (মুহীত)।

২১৪। যে সব দেশে দিন রাত্রি অতি মাত্রায় দীর্ঘ (যেমন মেরু অঞ্চলে), সেখানে দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ প্রতি ১২ ঘন্টার হিসাবে গণনা করতে হবে (মুসলিম, বাবু আশরাত আস্‌সায়ত)।

২১৫। এ'তেকাফে থাকা অবস্থায় দিনে এবং রাত্রিতে স্ত্রী-গমন কিংবা তৎসন্নিহিত অন্য কিছু নিষিদ্ধ। কেননা রোযার আত্মিক সুফলকে পূর্ণতার দিকে পৌঁছানোর জন্য দিবা-রাত্রি চেষ্টা করার নামই এ'তেকাফ।

হাদীস শরীফ

এ মাসের একটি রাত্রি যা হাজার মাস হতে উত্তম

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "সম্মান ও মর্যাদার প্রভু আল্লাহ্ বলেন, মানুষের অন্য সব কাজ তার নিজের জন্য। কিন্তু রোযা একান্তই আমার জন্য এবং আমি এর জন্য তাকে পুরস্কৃত করব।' রোযা ঢাল স্বরূপ। তাঁর নামে বলছি যার হাতে মুহাম্মদের জীবন। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র কাছে মৃগনাভীর গন্ধের চেয়েও পবিত্র। একজন রোযাদার দু'টি আনন্দ লাভ করে, সে আনন্দিত হয় যখন সে রোযা ভাঙ্গে এবং রোযার কল্যাণে সে আনন্দিত হয় যখন সে তার প্রভুর সাথে মিলিত হয়" (বুখারী, মুসলিম)।

* হযরত আনাস বিন মালেক কা'বী (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তাআলা মুসাফির হতে (চিরতরে) অর্ধেক নামায এবং মুসাফির, স্তন্যদানকারিণী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোক হতে (আপাতত) রোযা উঠিয়ে দিয়েছেন" (আবুদাউদ, তিরমিযী, নিসাঈ, ইবনে মাজাহ)।

* হযরত যাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) একদা সফরে ছিলেন। (এক স্থানে) লোকের ভীর দেখলেন এবং দেখলেন, এক ব্যক্তির ওপরে ছায়া দেয়া হচ্ছে। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কি?' লোকেরা বলল, 'এক রোযাদার'। হুযূর (সা.) বললেন, 'সফরে রোযা রাখা পুণ্যের কাজ নয়' (ইবনে মাজাহ)।

* হযরত আয়েশা (রা.)-কে হযরত মোয়া-যা-আল আদরিয়া (রা.) জিজ্ঞেস করলেন,'ঋতুবতী স্ত্রীলোক যে কাযা রোযা রাখে এবং ছেড়ে দেয়া নামায পড়ে না তার সম্বন্ধে কি আদেশ?' হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, 'আমরা ভুক্তভোগী ছিলাম এবং আমাদেরকে কাযা রোযা পুরা করতে আদেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ছেড়ে দেয়া নামায পুরা করতে আদেশ দেয়া হয়নি।

* হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন. তোমাদের কাছে রমযান এসেছে, রমযান মোবারক মাস। এর রোযা আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ফরয করেছেন, এ মাসে আকাশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করা হয়েছে, দোযখের দ্বারসমূহ বন্ধ করা হয়েছে এবং দুস্কৃতকারী শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছে। এ মাসের একটি রাত্রি যা হাজার মাস হতে উত্তম। যে এর কল্যাণ হতে বঞ্চিত, সে সকল প্রকার কল্যাণ হতে বঞ্চিত" (বুখারী, আহমদ)।

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন "যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ্ মাফ করা হয়" (বুখারী)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) রমযান মাসের শেষ দশ দিন মসজিদে এ'তেকাফে বসতেন এবং বলতেন, "রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির ভিতরে লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান কর" (বুখারী, মুসলিম)।

সংকলন ও অনুবাদ :

আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)
লাইলাতুল কদর

"অতএব প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্ তাআলার এই রীতি চিরকাল প্রচলিত আছে যে, যখন কোন রসূল বা নবী বা মুহাদ্দাস মানবজাতির সংস্কার সাধনের জন্য আকাশ হতে অবতীর্ণ হন, তখন অবশ্যই তাঁর সঙ্গে তাঁর সহচররূপে এমন সকল ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হন, যারা যোগ্যতাসম্পন্ন হৃদয়সমূহে হেদায়াত দান করেন ও পুণ্যের আগ্রহ সৃষ্টি করেন এবং তাঁরা অনবরত অবতীর্ণ হতে থাকেন যে পর্যন্ত না কুফরী ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ঈমান এবং বিশ্বাস ও সততার প্রভাব দেখা দেয়।

যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'সেই রাত্রে মহাপ্রভুর আদেশে ঐশী দূতগণ এবং পবিত্রাত্মা অবতীর্ণ হতে থাকেন এবং সমস্ত কর্ম সুচারুরূপে সুসাধিত হয়, যে পর্যন্ত না প্রভাতের উদয় হয়।' (৯৭: ৫)

"প্রত্যেক যুগে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ার সময় আকাশ থেকে আলো অবতীর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। ....খোদা তাআলা সূরা কদরে বলেছেন, বরং মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর বাণী ও তাঁর নবীকে 'লাইলাতুল কদরে' আকাশ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। খোদা তাআলার পক্ষ থেকে আগত প্রত্যেক সংস্কারক ও মুজাদ্দিদ লাইলাতুল কদরেই অবতীর্ণ হন। তোমরা কি বুঝ লাইলাতুল কদর কী? লাইলাতুল কদর সেই অন্ধকার যুগের নাম যার অন্ধকার শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। এ জন্য সেই যুগ এ অন্ধকার দূর করার জন্য স্বাভাবিকভাবে এক জ্যোতি: অবতীর্ণ হওয়ার তাকিদ দেয়। সেই যুগের নাম রূপকভাবে লাইলাতুল কদর রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা রাত নয়। তা এক যুগের নাম, যা আঁধারের দরূন রাতের তুল্য। নবীর মৃত্যু বা তাঁর আধ্যাত্মিক প্রতিনিধির মৃত্যুর পর যখন হাজার মাস গত হয়ে যায়, যা মানবীয় আয়ুর যুগকে প্রায় শেষ করে দেয় এবং মানবীয় হুস-অনুভূতির বিদায়ের সংবাদ দেয়, তখন এ রাত নিজ রূপ দেখাতে আরম্ভ করে এবং গেড়ে বসে। তখন স্বর্গীয় কার্যক্রমে এক বা একাধিক সংস্কারকের বীজ গোপনে বপন করা হয়, যাঁরা নতুন শতাব্দীর শিরোভাগে প্রকাশিত হবার জন্য ভিতরে ভিতরেই প্রস্তুত হতে থাকে। এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করে মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেছেন-(সূরা আল কদর) যে ব্যক্তি এ লাইলাতুল কদরের জ্যোতি: দেখেছে এবং যুগ সংস্কারকের সাহচর্যের সম্মান লাভ করেছে, সে সেই আশি বছরে বৃদ্ধের চাইতে উত্তম, যে এ জ্যোতির্ময় যুগ পায় নি। যদি এ সময়ে এক মুহূর্তও কেউ পেয়ে যায়, তবে এই এক মুহূর্ত এর পূর্ববর্তী হাজার মাস থেকেও উত্তম। কেন উত্তম? কারণ লাইলাতুল কদরে খোদা তাআলার ফিরিশ্তা ও রুহুল কুদুস মহামহিমান্বিত প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে সেই সংস্কারকের সাথে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হন। এটা অনর্থক নয়। বরং এর কারণ হলো সকল যোগ্য হৃদয়ে যেন তাঁরা অবতরণ করেন এবং শান্তির পথ খুলে দেন। সুতরাং যে পর্যন্ত ঔদাসীন্যের অন্ধকার দূর হয়ে হেদায়াতের প্রভাত দৃশ্যমান হয়ে না যায়, সে পর্যন্ত তাঁরা সকল পথ খুলতে ও সকল পর্দা সরিয়ে দিতে মগ্ন থাকেন।

এখন হে মুসলমানেরা! মনোযোগের সাথে এসব আয়াত পড়, খোদা তাআলা সে যুগের কত প্রশংসা করেছেন যে যুগে তিনি কোন সংস্কারককে প্রয়োজনের সময় পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকেন। তোমরা কি এমন যুগের কদর করবে না? তোমরা কি খোদা তাআলার আদেশাবলীকে ঠাট্টার চোখে দেখবে?

('ফতেহ ইসলাম' পৃ: ৩০-৩১)

আল্লাহ্ তাআলার অপার কৃপায় যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা স্থানীয় অংশগ্রহণকারী বরং পৃথিবীর সর্বত্র যেখানেই আহমদীরা এম.টি.এ-র মাধ্যমে এ জলসায় অংশগ্রহণ করেছিল সকলকে এর সমস্ত কল্যাণে পরিতৃপ্ত করে সমাপ্ত হয়েছে। আমরা এ বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার যতই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিনা কেন তা যথেষ্ট হবে না কেননা আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত আহমদীদেরকে এক জাতিসত্ত্বায় পরিণত করেছেন।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৩১ জুলাই, ২০০৯-এর (৩১ ওফা, ১৩৮৮ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولـه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ] (آمين)

গত রবিবার আল্লাহ্ তাআলার অপার কৃপায় যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা স্থানীয় অংশগ্রহণকারী বরং পৃথিবীর সর্বত্র যেখানেই আহমদীরা এম.টি.এ-র মাধ্যমে এ জলসায় অংশগ্রহণ করেছিল সকলকে এর সমস্ত কল্যাণে পরিতৃপ্ত করে সমাপ্ত হয়েছে। আমরা এ বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার যতই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিনা কেন তা যথেষ্ট হবে না কেননা আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত আহমদীদেরকে এক জাতিসত্ত্বায় পরিণত করেছেন। এটিই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ও অন্যতম কাজ। যদি আজ মুসলমানরা এ বিষয়টি অনুধাবন করে এবং জামা'তে আহমদীয়ার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহরাজি প্রত্যক্ষ করে মুহাম্মদী মসীহ্র হাতে বয়'আত করে তাহলে তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত দাসে পরিণত হবে। মুসলমানদের প্রতি নিক্ষিপ্ত প্রতিটি শত্রুতামূলক দৃষ্টি এবং দুরভিসন্ধিমূলকভাবে প্রসারিত প্রতিটি হাত নিরাপত্তার এই দুর্গের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে শুধু ব্যর্থই হবে না বরং খোদা তাআলার শাস্তিরও শিকার হবে। আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় আমরা একশত বিশ বছর বরং এরও অধিক সময় ধরে এ দৃশ্য দেখে আসছি। এটি যদি কোন মানবসৃষ্ট জামা'ত হতো তবে তা সেসব শত্রু ও বিরোধিদের আক্রমণে কবেই ধ্বংস হয়ে যেতো যাদের হাতে সমস্ত জাগতিক ক্ষমতা রয়েছে!

যাহোক আমি চলমান বছরে এবং জলসার সময় বর্ষিত ঐশী করুণাবারির বিবরণ জলসার একটি বক্তৃতায় দিয়ে থাকি। ঐশী কৃপার যেসব ঘটনাবলী ঘটে তার কয়েকটি মাত্র বর্ণনা করা হয় বা সেগুলো হতে কয়েকটি বেছে নেয়া হয় কিন্তু বলার সময় হয়তো তার শতকরা দশ ভাগও বলা সম্ভব হয় না। যাহোক, বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তাআলার যেসব কৃপা বর্ষিত হয় তা সময়-সুযোগমত জামা'তের সামনে লিখিত আকারে আসতে থাকবে। ঐতিহ্যগতভাবে এখন আমি জলসার বরাতে কথা বলব, আর তার মধ্যে থাকবে রীতি অনুসারে ঐশী কৃপারাজির উল্লেখ ও খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা। যেভাবে আমি বলেছি, আমরা আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা যতই জ্ঞাপন করি না কেন তা যথেষ্ট হবে না। আমরা কেবল সে বিষয়গুলোরই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এবং যা আমরা বুঝতে পারি। অধিকাংশ মানুষই তা অনুধাবন করতে পারে। জলসার দিনগুলোতে আল্লাহ্ তাআলার অগণিত এমন কৃপাবারি বর্ষিত হয় যেগুলো আমরা জানি না বা অধিকাংশ মানুষ তা অনুধাবন করে না।

আল্লাহ্ তাআলা সূরা আন্ নাহ্ল এর এক আয়াতে বলেন,

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

(সূরা আন্ নাহ্ল:১৯)

অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামতসমূহ গণনার চেষ্টা কর তবে তোমরা তা আয়ত্ত্ব করতে পারবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা অতীব ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী। অতএব এ বিষয়টি আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত যেন আমাদের জিহ্বা সর্বদা আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতায় রত থাকে। আল্লাহ্ তাআলার যেসব আশিস দৃশ্যমান তার জন্যও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং যা দৃশ্যমান নয় তারও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

জলসার প্রথম দিন আল্লাহ্ তাআলা বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন তাও আমাদের উপকারের জন্যই আর আমাদের উপর কৃপাবশতই বৃষ্টি বন্ধ করেছেন। এমন সব অনিষ্ট হতে আমাদের রক্ষা করেছেন যা আমাদের জানাই ছিলনা। এছাড়া বর্তমানে এসব দেশে বরং বলা উচিত সারা বিশ্বে সোয়াইন ফ্লু (Swine flue) নামক এক ধরণের ইনফ্লুয়েঞ্জা ছড়িয়ে পড়েছে; বড় দু:চিন্তা ছিল এবং এই ভেবে চিন্তিত ছিলাম যে, জলসা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হতে জনসমাগম ঘটবে, জানা নেই যে, কে কোন ধরনের জীবাণু বহন করছে। সাধারণ অবস্থায় যখন মহামারী বা ভয়াবহ রোগ থাকে না তখনও এক জন হতে অন্যের দেহে রোগ-ব্যাধির সংক্রমণ ঘটে থাকে। যেহেতু ফ্লু ছড়িয়ে পড়েছে তাই ধারণা ছিল যে, জলসার দিনগুলোতে কিছু সংখ্যক লোক অবশ্যই সংক্রমিত হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন, আমার জানা মতে তিন-চারজন ব্যতীত অন্য কেউ এই রোগে আক্রান্ত হয়নি। আল্লাহ্ তাআলার কৃপারাজির ভেতর এটিও একটি বড় কৃপা।

তাই সর্বপ্রথম আমরা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং আল্লাহ্ তাআলার সমীপে পূর্বের চেয়ে অধিক বিনত হয়ে তাঁর আশিস প্রার্থনা করছি যেন তাঁর কৃপাবারি আমাদের জন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

(সূরা আল্ বাকারা:১৫৯)

অর্থাৎ সুতরাং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা অতীব গুণগ্রাহী ও সর্বজ্ঞানী। আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে যখন شَاكِرٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় আল্লাহ্ তাআলা মূল্য দিয়ে থাকেন বা মূল্যায়ন করেন। আমরা যদি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকি তবে আল্লাহ্ তাআলা একে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

(সূরা আল্ ইবরাহীম:৮)

তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও তবে আমি তোমাদের আরো বাড়িয়ে দিব। অতএব প্রকৃত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন তখনই হবে যখন আমরা অবিচলতার সাথে আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী বান্দা হবো। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, তিনি

شَاكِرٌ عَلِيمٌ

অর্থাৎ তিনি গুণগ্রাহী আর সর্বজ্ঞানীও। তিনি জানেন, কে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে– কেননা তাঁকে ধোঁকা দেয়া যায় না। কাজেই আমাদের সবাইকে প্রকৃত অর্থে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এবং কৃতজ্ঞ হবার চেষ্টা করা উচিত।

সংক্ষিপ্ত এ আলোচনার পর আমি নারী ও পুরুষ কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই এবং সকল অংশগ্রহণকারী বরং পৃথিবীর যে কোন স্থানে বসে যারা জলসার কার্যক্রম শুনছিলেন তাদেরও এসব নারী ও পুরুষ কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কেননা এই সেচ্ছাসেবকদের একটা শ্রেণী এমন রয়েছে যারা গোটা পৃথিবীতে জলসার সকল কার্যক্রম দেখানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যেহেতু মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতার আদেশ রয়েছে আর এই কৃতজ্ঞতাই আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী বানায়। একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, ***‘ওয়া মাল্ লাম ইয়াশকুরিন্নাসা লাম ইয়াশকুরিল্লাহা’*** অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারে না।

এবার অধিকাংশ সাক্ষাতকারী আমায় বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলার অপার কৃপায় বিগত বছরগুলোর তুলনায় এবারের ব্যবস্থা ছিল অনেক উন্নত। নারী-পুরুষ সব কর্মীই গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি সোচ্চার ও উত্তম আচরণ প্রদর্শনকারী ছিলেন। প্রত্যেক বিভাগ নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন ও আতিথেয়তার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করার চেষ্টা করেছে, তাই অতিথিদেরও অনেক বেশি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আমি জলসাগাহে যাওয়া আসার পথে অনেক যুবক এবং ছেলেদের চেহারা দেখতাম, পরিস্কার বুঝা যেত ঘুমের ঘাটতি ও চরম ক্লান্তি রয়েছে তবুও পরম একাগ্রতার সাথে নিজেদের কাজ করে চলেছেন। বরং জলসার দিনগুলোতেই আমি জানতে পারলাম যে, কোন এক বিভাগে একজন নাযেম ও এক নাযেমা যারা ভাই-বোন ছিলেন, বিশ্রাম না নেয়ার কারণে এবং বিরামহীনভাবে দায়িত্ব পালন করার ফলে, অধিকন্তু তারা সকালে নাস্তাও করেন নি, খাবার খান নি অথবা রাতে কম খেয়েছেন; যাহোক এসব কারণে তারা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। মনে হয়, এই ভাই-বোনের

জুটি সংকল্প নিয়ে এসেছিলেন যে, আমরা সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত পরিশ্রম করবো যেন সেবার একটি মুহূর্তও নষ্ট না হয়। কিন্তু এটি ভুল কাজ। এরূপ পরিশ্রমের কারণে তারা সংজ্ঞা হারিয়েছে এবং ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী সেবা থেকে তাদের বঞ্চিত হতে হয়, ফলে শেষ দিন তারা ডিউটি দিতে পারে নি। কাজেই এ দৃষ্টিকোন থেকেও নিজের প্রতি খেয়াল রাখা কর্তব্য আর প্রশাসন অর্থাৎ যারা তাদের নাযেমীন বা কর্মকর্তা তাদেরও দৃষ্টি রাখা উচিত। বিশ্রামের জন্য কিছু সময়-সুযোগ দিবেন আর তাদের খাবার-দাবারের প্রতিও যত্নবান থাকবেন।

জলসার এ দিনগুলিতে এমন নি:স্বার্থ সেবার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যা আমরা দেখতে পাই। আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বিস্ময়কর হৃদয়ের অধিকারী অনেক লোক দান করেছেন। ডিউটি প্রদানকারীদের মধ্যে এশিয়ান এবং এখানকার স্থানীয় ইংরেজরাও ছিল, এখানে বসবাসকারী আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত লোকজনও ছিল। মোটকথা জলসার শ্রোতারা যেভাবে বহু জাতিগোষ্ঠির সাথে সম্পর্ক রাখতেন সেভাবেই যারা দায়িত্ব পালন করেন তারাও বহু জাতিভূক্ত ছিলেন। অতএব এই হল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের উপর আল্লাহ্ তাআলার অপার কৃপা। বাচ্চাদের কথাই ধরা যাক, পানি পান করানো, খাবার খাওয়ানো অথবা অন্য যে কাজের দায়িত্বই তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছিল তারা তা খুব সুন্দরভাবে পালন করেছে। বড়রাও সূচারুরূপে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন। যুবক-যুবতী, মহিলা এক কথায় সকলেই তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব অতি উত্তমরূপে পালন করেছেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বছর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (Health and Safety)-র প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলা হয়েছে। এজন্য একটি নতুন বিভাগও খোলা হয়েছে। এই বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত সরকারী প্রতিনিধিবৃন্দ বিভিন্ন সময় এই বিভাগের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য আসেন। Inspection এর জন্য আসেন। কেননা স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা জলসা সালানার সকল বিভাগের সাথেই সম্পর্ক রাখে আর জলসাগাহের সাথেও সম্পর্কযুক্ত। অতিথিদের সাথেও সম্পর্ক রাখে আর কর্মীদের সাথেও; তাই চিন্তা ছিল, কোথাও কোন ঘাটতি দেখা গেলে তারা অজুহাত পেয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার অপার কৃপায় ব্যবস্থা সর্বত্রই তাদের নির্ধারিত মান অনুযায়ী ছিল।

প্রথম দিন আমি খুতবায় পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। অতিথিদের মধ্য হতে আমি অনেকের চিঠি পেয়েছি। (তারা লিখেছেন) আপনি খুতবায়, দরজার সামনে পাপোশ রাখার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, যাতে বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট ময়লা ও কাঁদা ইত্যাদি যেন ভেতরে যেতে না পারে। জুমুআর পরে যখন আমি গোসলখানায় যাই তখন তা সেখানে বিছানো ছিল। সুতরাং কর্মীরা যেখানে গোসলখানা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি দৃষ্টি রেখেছে, সেখানে অতিথিরাও আমার কথামত কাজ করেছেন এবং অধিকাংশ মানুষ গোসলখানা ব্যবহারের পর তা পরিস্কার করার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

যুগ খলীফার আহ্বানে আহমদীদের আনুগত্য প্রদর্শন এবং তাৎক্ষণিকভাবে আমল করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়াও একটি বিশেষ ঐশী কৃপা।

যেভাবে আমি বলেছিলাম, মহামারীরূপী সোয়াইন ফ্লু ছড়িয়ে পড়েছে; সাবধানতা স্বরূপ হোমিও ঔষধ সেবনের জন্য বলেছিলাম। আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় এর উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করা হয়েছে। হোমিওপ্যাথি বিভাগের স্বেচ্ছাসেবীরা তা সবাইকে সরবরাহ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। প্রতি দিন পনের থেকে বিশ কেজি ঔষধ ব্যবহার করা হয়েছে। এত অধিক পরিমানে ঔষধ মিশানো অত্যন্ত কঠিন কাজ। তারা সঠিকভাবে ঔষধ বানিয়ে বিতরণ করেছেন না-কি শুধু মিষ্টি বড়ি খাওয়ান হয়েছে তা আমি জানি না– কেননা বড়ির সাথে তরল ঔষধ মিশিয়ে এটা তৈরী করতে হয়। যাহোক, আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এই মিষ্টি বড়িতেও আল্লাহ্ তাআলা আরোগ্য নিহিত রেখেছেন। অতএব এটাও আল্লাহ্ তাআলার অপার কৃপা।

লাজনাদের পক্ষ থেকে একবার রিপোর্ট পেয়েছি যে, একজন মহিলা এই ঔষধ খেতে অস্বীকার করেন, সম্ভবত তিনি আমার খুতবা এবং নির্দেশ শুনেন নি বলে অস্বীকার করেছেন। তখন কর্তব্যরত মহিলা বললেন, ঠিক আছে আপনি যদি যুগ খলীফার কথা না মানেন তাহলে এর দায়-দায়িত্ব আপনাকেই বহন করতে হবে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে হাত বাড়িয়ে বললেন, আমাকে ঔষধ দাও। অতএব আনুগত্যের এমন দৃষ্টান্ত আহমদীদের ভেতর দেখা যায়। এসব আল্লাহ্ তাআলার ছোট-ছোট নিয়ামত যা বাহ্যত ছোট মনে হলেও এমন অনুগ্রহরাজি এত বেশী যে, আমরা গণনা করে শেষ করতে পারবো না।

এ বছর মহিলারা খুব ভালভাবে জলসা শুনেছেন বলে মহিলাদের তাবু থেকে রিপোর্ট দেয়া হয়েছে। কর্মীদের খুব কম সময়ই 'নীরবতা পালন করুন' লেখা

বোর্ড দেখাতে হয়েছে। কিন্তু আমেরিকা থেকে আগত একজন মহিলা আমাকে বলেছেন, মহিলারা নিরব ছিলেন না যারফলে ভালভাবে জলসা শোনা যায় নি। কোনক্ষেত্রে হয়ত অল্প সময়ের জন্য তা হয়ে থাকবে কিন্তু মোটের উপর রিপোর্ট হল, নিরবতার সাথেই জলসা শোনা হয়েছে। আমি কতক মানুষকে দেখেছি ভাল গুণাবলী সন্ধান না করে দোষ খুঁজে বের করাই তাদের অভ্যাস। এই মহিলাটিও হয়তো তাদেরই একজন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যেহেতু আমাকে নিশ্চিন্ত করাতে চেয়েছেন তাই ঘটনাক্রমে এর পরপরই জলসায় যোগদানকারিনী আমেরিকার একটি কলেজ পড়ুয়া মেয়ে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসলো যে প্রথমবারের মত জলসায় যোগদান করেছে। তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, প্রথমবার এসেছ! জলসা কেমন লাগল? শুনেছি লাজনাদের তাবুতে অনেক হট্টগোল হয়েছে। সে তাৎক্ষণিক উত্তর দিল, একেবারেই না। আমি বিভিন্ন জায়গায় বসে জলসা শুনেছি, সকল মহিলা ও মেয়েরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে জলসা শুনেছে আর বিশেষভাবে আমার বক্তৃতা চলাকালে নিরবতা বিরাজ করছিল। (হট্টগোলের) প্রশ্নই উঠে না বরং আমিতো এত প্রভাবিত হয়েছি, যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। অতএব যে আপত্তি আমেরিকা থেকে এসেছে তার খন্ডনও আমেরিকা থেকেই আসলো। যাহোক, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বদা একথা স্মরণ রাখবেন, জলসা শোনার মাঝেই জলসার প্রকৃত কল্যাণ নিহিত।

আমি বলছিনা যে, জলসার ব্যবস্থাপনার মাঝে যেসব দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে, তার উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, বরং এর উল্লেখের প্রয়োজন আছে আর করা আবশ্যক, যাতে ভবিষ্যতে এসবের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যায়। কিন্তু যেসব দুর্বলতা দেখা যায় এতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি ত্রুটি অতিথিদেরই হয়ে থাকে। সামনে জার্মানীর জলসা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এতেও অনেকটা লন্ডন জলসার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আমি যখন নির্দেশনা দেই তখন বিশ্বের অন্যান্য জামাতকেও তদনুসারে কাজ করার চেষ্টা করা উচিত।

এরই মাঝে আমি একটি রিপোর্ট পেয়েছি; মানুষ যখন জলসা শোনার জন্য গিয়েছিল তখন ইসলামাবাদের কতক তাবু হতে তাদের বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি হয়েছে। তাবুতে অবস্থানকারী অতিথিদেরই এ বিষয়ে সজাগ থাকা উচিত ছিল অর্থাৎ তাদের কোন মূল্যবান জিনিসপত্র ছেড়ে গিয়ে ব্যবস্থাপকদের বা নিজেদের পরীক্ষায় ফেলা উচিত হয়নি। মূল্যবান জিনিসপত্র আমানত দপ্তরে রাখার পুন:পুন: ঘোষণা সত্ত্বেও যেসব অতিথি নিজেদের মূল্যবান জিনিস তাবুতে রেখে গেছেন এটা তাদেরই ভুল। খোলা স্থানে জিনিস রেখে যাওয়া এমনিতেই উদাসীনতা। পরিবেশ ভাল হলেও সব জায়গায় কিছু মন্দ লোকও এসে যায় এবং এসে থাকে। যেখানে তাবু খোলা স্থানে এবং এর ভেতর ঢোকাও সহজ, সেখানে যদি কোন জিনিস অরক্ষিত পড়ে থাকে তবে এটা (চোরকে) দাওয়াত দেয়ারই নামান্তর। আর আমি মনে করি অসাবধানভাবে নিজেদের বিভিন্ন মূল্যবান জিনিস ফেলে যাওয়া শুধু উদাসীনতাই নয় বরং নিবুর্দ্ধিতাও বটে। হয় সাথে করে নিয়ে যাওয়া উচিত নতুবা যেভাবে আমি বলেছি, অফিসের দায়িত্বরত কর্মীদের কাছে এগুলো জমা দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তবে ব্যবস্থাপকদেরও নিজেদের ব্যবস্থাপনা উন্নত করা উচিত। সংশ্লিষ্ট বিভাগের পক্ষ থেকে বার বার ঘোষণা দেয়া অফিসার জলসা সালানার কাজ। তাঁবু এবং যেখানে তাঁবু খাটিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয় বা টেন্ট লাগানো হয়, সে স্থানটিকে পুরোপুরিভাবে বেষ্ঠনীর আওতায় এনে একটি বা দু'টি গেট রেখে তাতে পাহারার ব্যবস্থা করা উচিত। জার্মানীতেও এভাবে তাঁবু খাটানো হয় তাই সেখানেও এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। তাদের জলসাও সন্নিকটে। আমি পূর্বেই বলেছি, একে অন্যের থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। জলসাগাহের নিরাপত্তা ছাড়াও গেটেও পাহারার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যাহোক, এটি একটি বড় অভিযোগ ছিল যার উল্লেখ করা প্রয়োজন; কেননা অন্যান্য স্থানেও এরূপ হতে পারে।

মোটের উপর নিরাপত্তা ও যান চলাচল ইত্যাদির ব্যবস্থা আল্লাহ্ তাআলার ফযলে খুবই ভাল ছিল। বর্তমানে বিশ্বের যে অবস্থা তাতে প্রত্যেক দেশে এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। গত বছর বরং দুই বছর পূর্বে পুলিশের পক্ষ থেকে যে অভিযোগ উঠেছিল তা গত বছর থেকে দূর হতে শুরু করেছে। কিন্তু এ বছর পুলিশ ইন্সপেক্টর লিখিত দিয়েছেন এবং বলেছেন, আপনারা চাইলে পত্রিকায় ছাপিয়ে দিতে পারেন যে, ট্রাফিকের নিয়ম-শৃংখলা সর্বতোভাবে মেনে চলা হয়েছে এবং সর্বোত্তম নিয়মানুবর্তীতার পরিচয় দেয়া হয়েছে যা আমরা অন্য কোথাও দেখতে পাই না।

একজন অ-আহমদী অতিথি বলেছেন, যদিও মূল রাস্তায়, জলসাস্থলের গেটের বাইরে অর্থাৎ হাদীকাতুল মাহদীর বাইরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ দাঁড়িয়েছিল, তারা ভেতরে আসেনি, কিন্তু এরও (বাহিরে) কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি বলেন, যদিও এমন জনসমাবেশে বিপুল সংখ্যক পুলিশের প্রয়োজন পড়ে

তবুও তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

অল্টনের মেয়রও একথাই বলেছেন, (তিনি বলেন) আমার সব সংশয় দূর হয়ে গেছে। এখন আমি মন খুলে বলছি, আপনাদের পক্ষ থেকে বিপদের কোন আশঙ্কা নেই। আমার প্রাথমিক ধারণা ছিল আপনারাও হয়ত অন্যান্য ইসলামী সংগঠনগুলোর মত একটি। মোটকথা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, কর্মীরা যেখানে আল্লাহ্ তাআলার ফযলে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছে সেখানে অতিথিরাও সহযোগিতা করেছেন। বিশেষভাবে যাতায়াত ব্যবস্থাকে নিন; এ বছর ট্রেনের পর্যাপ্ত ব্যবহার হয়েছে এবং এটা পছন্দ করা হয়েছে এবং সবাই প্রকাশ্যে এ কথা স্বীকারও করেছে। প্রায় সবাই বলেছে, জলসাগাহে পৌঁছতে আমরা খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি। নিজের গাড়িতে করে জলসাগাহে আসার জন্য যে মানসিক চাপ ও অস্থিরতা থাকে তা থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছি। যানজট ইত্যাদির কবল থেকেও রক্ষা পেয়েছি।

একটি বিষয় যা এ বছর অতিথিরা আমার কাছে প্রকাশ করেছেন এবং তা খুবই ভাল বিষয় অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের আমীর সাহেব ও জলসার ব্যবস্থাপকগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তারা বলেন, আমীর সাহেব ও ব্যবস্থাপকগণ আমাদের আবাসস্থলে এসে বার বার আমাদের প্রয়োজনাদির বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়েছেন, এটিই আদর্শ, যা সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের ব্যবস্থাপকদের তা প্রদর্শন করা উচিত।

বহির্বিশ্বের আহমদী বা অসুস্থ ও অপারগ আহমদী যারা জলসায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি তাদের পক্ষ থেকেও এম.টি.এ-র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য অগণিত চিঠি ও ফ্যাক্স আসছে। যারা আমাদের জন্য জলসার যাবতীয় অনুষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক বয়'আত দেখা, শোনা ও এতে অংশ নেয়া সম্ভব করেছেন। আরবদের পক্ষ থেকেও অগণিত বার্তা আসে যে, অহোরাত্র জলসার অনুষ্ঠান সম্প্রচার আমাদের ঈমানকে এক বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক সজীবতা প্রদান করেছে। সমগ্র বিশ্ব এম.টি.এ-র সকল পুরুষ ও মহিলা স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। যাহোক, যারা যে ভাবেই জলসার অতিথিদের সেবা করেছেন আমিও আমার পক্ষ থেকে এমন সকল পুরুষ ও মহিলা স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আর জলসায় আগত অতিথিদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা কতক ঘাটতি ও দুর্বলতা দেখেও সেগুলোকে উপেক্ষা করেছেন।

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন: **'জিব্রাইল আমাকে বলেছে যে, আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামত দিবসে তার সৃষ্টিকে উত্থিত করবেন আর তিনি বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমার এক বান্দা তোমার উপর অনুগ্রহ করেছিল, তুমি কি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছ? সে উত্তরে বলবে হে আমার প্রভু! আমি মনে করেছিলাম এটি তোমার পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহ ছিল তাই আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি। একথা শুনে আল্লাহ্ বলবেন, যার হাত দিয়ে আমি তোমার উপর অনুগ্রহ করেছি যেহেতু তুমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করনি তাই আমার প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করনি।'**

মু'মিনদের পরস্পরের প্রতি এরূপ আচরণই করা প্রয়োজন। এবং এরূপ আচরণই পরস্পরকে একই সূত্রে গ্রথিত থাকার দৃশ্য উপস্থাপন করে।

এখন আমি এমন কিছু অ-আহমদী অতিথির অনুভূতি তুলে ধরবো যারা আমাদের সাথে সুসম্পর্কের সুবাদে এ জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। তারা জলসার ব্যবস্থা দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছেন এবং জলসার পরিবেশও তাদের ওপর আধ্যাত্মিক প্রভাব ফেলেছে। একইভাবে অনেক আহমদী যারা প্রথমবারের মত জলসায় এসেছেন এবং জলসা তাদের জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে তাদেরও কিছু অনুভূতি তুলে ধরব।

প্রথমত রজার ক্যালিফ যিনি সুইডেনের কালমার্ক কাউন্টির প্রেসিডেন্ট এবং তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেছেন এবং লিখিতও দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি আমার দলের পক্ষ হতে স্বদেশে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছি এবং আয়োজনও করেছি আর অনেক জনসভায়ও যোগদান করেছি। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণ, গোত্র, ও বিভিন্ন বস্ত্র পরিহিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের মাঝে যে ভালবাসা ও আন্তরিকতা আমি দেখেছি এরূপ দৃশ্য আমি আর কোথাও দেখিনি। বিশেষভাবে দীর্ঘ অধিবেশনে অংশগ্রহণের পর যখন তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছি তখন কোন ধরনের অবসাদ ও ক্লান্তি অনুভব করিনি কেননা চতুর্দিক থেকে জামাতের সদস্যরা এতো ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে সাক্ষাৎ করত যে ক্লান্তি অনুভূতই হত না। আফ্রিকা থেকে আগত রাজা-বাদশাহ্ এবং ইউরোপ থেকে আগত বিভিন্ন সাংসদ ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মিলিত হওয়ার জন্য জামাতে আহমদীয়া যে সুযোগ সৃষ্টি করেছে তা সত্যিই অতুলনীয়।

সুইডেনেরই ৭৪-৭৫ বছর বয়স্ক

আরেকজন বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ বলেন, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও শৃঙ্খলার যে দৃষ্টান্ত আমি এ তিন দিন জলসাগাহে দেখেছি তা অতুলনীয়। এক ডাকে সবাই দাঁড়িয়ে যেত আর এক ডাকে সবাই বসে পড়ত। আর এই সবকিছু এক ব্যক্তির প্রতি ভালবাসার কারণে হচ্ছিল। এটা আমার জীবনের প্রথম ও একমাত্র এবং বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা যা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। আমার চুয়াত্তর বছরের জীবনে আনন্দ ও তৃপ্তির যে বিরল অভিজ্ঞতা এখানে লাভ করেছি তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এরপর কাজাকিস্তানের অধ্যাপক কিঙ্গিস কাযাকমেতুলী সাহেব, তিনি বিশ্ব ইতিহাসের প্রফেসর। তিনি লিখেছেন, সালানা জলসা উপলক্ষে এই সমাবেশ, আহমদীয়া জামাতের শিক্ষার সৌন্দর্য এবং এর অনুপম ধ্যান-ধারণা যে সফল, তারই সাক্ষ্য বহণ করে। তিনি আরো বলেন, জামাতের ধ্যান-ধারণা অন্য ধর্মকে সম্মান করতে শেখায় এছাড়া একটি শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় জীবনের প্রতি আমন্ত্রণ জানায়। অবশেষে এই দৃষ্টিভঙ্গিই জয়যুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তাআলা আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে সকল মহান লক্ষ্যে সাফল্য দান করুন। আমরা এখানে প্রথম বার এসেছি, কল্পনাও করিনি, এমন সম্মান ও মর্যাদার সাথে আমাদের স্বাগত জানানো হবে। এ ক'দিনে আমরা এখানে যা দেখেছি তা আমাদের কাছে আশাতীত।

কাযাকিস্তানেরই আর একজন অধ্যাপক স্যার গেই মানাকোফ সাহেব লিখেছেন, জামা'তে আহমদীয়ার শিক্ষার সাথে পরিচিত হবার এটাই আমার প্রথম সুযোগ। তবে এটি অনুধাবন করেছি যে, মানবিক সহমর্মিতা, শান্তি ও সম্প্রীতি এবং সব নবী ও ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই হল জামাতে আহমদীয়ার শিক্ষার ভিত্তি। সত্যের সন্ধান প্রাপ্ত এমন লোকদের মাঝে অবস্থান করাও একটি সম্মানের বিষয় আর বিশ্বময় পৌঁছে দেয়ার জন্য তারা এই সত্যকে সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সালানা জলসায় অংশ গ্রহণ করে এ বিষয়টি প্রতিভাত হয়েছে যে, জামাতে আহমদীয়ার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান ও সম্মানজনক বিষয় হল আল্লাহ্র সৃষ্টি ও এর কল্যাণ কামনা করা। এ বিষয়টি বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে আগত প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে আলোচনা করে জানা গেছে। জামাতে আহমদীয়া দরিদ্র ও অভাবীদের সেবার মানসে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন স্থানে স্কুল, হাসপাতাল ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করছে এবং এগুলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমি দেখেছি যে সদাচরণে জামাতে আহমদীয়ার একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করতে আসা আস্তিক ও নাস্তিকগণ কোন সাধারণ পর্যটক নয় বরং তারা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর শিক্ষার প্রকৃত মর্ম অনুধাবনকারী এবং তা পালনকারী। এ বিষয়ে আমাদের পরিস্কার ধারণা আছে, জলসায় যোগদানকারী হাজার হাজার অতিথির আতিথেয়তা ও তাদের দেখাশুনা করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। আমরা এও জানি যে, এর প্রতিদানে আপনারা সবাই এবং আপনাদের পরিবারবর্গ কেবল আর শুধুমাত্র খোদা তাআলার সন্তুষ্টি ও কৃপার সন্ধানী।

অতএব আমাদের কর্মীদের এটিই একটি সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যা সর্বদা মনে রাখা উচিত। আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আমরা অতিথিসেবা করি ।

পুনরায় কাযাকিস্তানের একজন মহিলা তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আমাদের সাথে সবার সদাচরণ দেখে এমন মনে হলো যেন আমরা সেই অতিথি যাদের জন্য তারা দীর্ঘদিন অপেক্ষায় ছিলেন। আমাদের সকল প্রয়োজনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এজন্য আমরা হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে নিখিল বিশ্ব জামাতে আহমদীয়ার জন্য দোয়া করছি যেন আল্লাহ্ তাআলা এ জামাতকে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করেন এবং জামাতের সত্য শিক্ষার আলো প্রত্যেক দেশ, শহর ও মানবাত্মাকে যেন আলোকিত করে তোলে।

বেনিন থেকে এসেছেন ড. জন আলেকজান্ডার। তিনি বেনিনেনের রাজনীতি বিষয়ক মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির বিশেষ উপদেষ্টা। আমি যখন সফরে গিয়েছিলাম তখন তিনি আমাকে স্বাগত জানাতে সীমান্তে এসেছিলেন। তখন থেকেই তার বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত রয়েছে এবং বড় বিশ্বস্ততার সাথে তা রক্ষা করছেন, অথচ তিনি একজন খ্রিষ্টান। তিনি লিখেছেন, আহমদীয়াতই হল সত্যিকার ইসলাম। পৃথিবীতে কেবল আহমদীয়াতই ইসলামের ভবিষ্যত হতে পারে। আহমদীয়াতই ইসলামের এক নতুন চেহারা আমাদের দেখিয়েছে, যা ইতোপূর্বে আমরা অন্য কোন মুসলমানের মধ্যে দেখিনি। আর এটি হল মূলত: ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব, আন্তরিকতা ও মানব সেবার চেহারা। মহান আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের পরিচায়ক চেহারা–যাতে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার আকর্ষণীয় সমন্বয় ঘটেছে। ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো 'পরে এই শ্লোগানের বাস্তব নমুনা প্রদর্শন করেছে জামাতে আহমদীয়া। এটিই একটি ঐশী জামাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং সমগ্র বিশ্বের এথেকে শিক্ষা নেয়া উচিত।

তিনি আরো বলেন, সালানা জলসা

সম্পর্কে বলা হয়েছিল, ত্রিশ হাজার মানুষ এতে যোগদান করেন কিন্তু এটি আমাদের জন্য অবিশ্বাস্য বিষয় ছিল। এখানে এসে আমরা স্বচক্ষে সকল ব্যবস্থাপনা, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পরিবেশ দেখলাম যেখানে একে অপরের সঙ্গে ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে মিলিত হয় এবং পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। তিনি বলেন, দেখে মনে হয় যেন এরা ভিন্ন কোন সৃষ্টি, যাদের জাগতিক স্বার্থপরতা ও বৈষয়িকতার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এরা মানুষ নয় বরং ফিরিশ্‌তা– যারা আকাশ থেকে নেমে এসে ধরায় বসবাস করছে। ছোট ছোট বাচ্চারাও এমন প্রশিক্ষণ পেয়েছে যেন মাতৃজঠর থেকেই শিক্ষা নিয়ে এসেছে। হায়! যদি আমাদের দেশ বেনিনেও আমরা এমন হয়ে যেতে পারতাম। সকলেই অত্যন্ত সম্মান ও ভালবাসার সাথে আমাদের সেবাযত্ন করেছেন, যা সারাজীবন আমাদের মনে থাকবে।

আহমদী মায়েরা তাদের সন্তানদের এমন তরবিয়তই করে থাকেন আর তা সর্বদা চলমান থাকা উচিত, এটিই আহমদীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তিনি আরও বলেন, এখানে এমন ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ পেয়েছি যা বেনিনে কখনো পাইনি। দুনিয়াতে আজও এমন মানুষ আছে যারা শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব চায়। হায়! সকল মুসলমানই যদি আহমদীয়াত বুঝতে পারতো।

তিনি আরো বলেছেন, আন্তর্জাতিক বয়'আত ও সমাপনী ভাষণ আমাদের মাঝে আমূল পরিবর্তন এনেছে, অথচ তিনি অদ্যাবধি খ্রিষ্টান। এই ইসলাম আমাদের অদৃষ্ট হোক এবং আমাদের সকলের হেদায়েতের কারণ হোক। আন্তর্জাতিক বয়'আতের পর সবাইকে অঝোরে কান্নাকাটি করে চোখের পানি দিয়ে নিজেদের অন্তরকে পরিস্কার ও ধৌত করতে দেখেছি। সে সময় আকাশ থেকে কোন ঐশী বিষয় অবতীর্ণ হচ্ছে বলে আমাদের মনে হচ্ছিল যার অংশীদার আমরাও ছিলাম।

তিনি আরো বলেন, আমরা দেশে ফিরে যাবার অপেক্ষায় আছি যেন সেখানে গিয়ে অন্যদের বলতে পারি যে, কেবল আহমদীয়াতের ছায়াতলেই আমরা এমন জীবন যাপন করতে পারি যা এক দিকে ভয়-ভীতিমুক্ত আর অপরদিকে খোদার নৈকট্য প্রদানকারী।

এরপর বলেন, যখন কেউ আল্লাহ্‌র পথে কোন সত্য নিয়ে অগ্রসর হয়, তখন বিরোধীরা তার পথে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কিন্তু আমি আমার দেশে যথাসাধ্য চেষ্টা করব যাতে সেখানে জামাত কোথাও কোন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন না হয়। এ ছাড়াও তিনি আমার সাথে আরো অনেক কথা বলেন। পরিশেষে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি মনে করবেন– বেনিনে আপনার একজন সন্তান রয়েছে।

এরপর সিয়েরালিওনের একজন বিচারপতি Abdulai Sheikh Fofanah লিখেছেন: জলসা খুবই মহতী ছিল এবং চিরদিন পবিত্র স্মৃতি হয়ে আমার অন্তরে বিরাজ করবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত লোকজন ভাই এর ন্যায় সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে একত্রে থাকে, একসাথে নামায পড়ে এবং ইসলামের উন্নতির জন্য দোয়া করে।

এরপর বুর্কিনাফাঁসোর গর্ভনর বাম্বারা আইলাওয়া লিখেছেন, অধম বুর্কিনাফাঁসোর প্রতিনিধি হয়ে এখানে এসেছে আর জামাতে আহমদীয়ার প্রধানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। এ জলসায় আমি দেখেছি, নি:সন্দেহে পৃথিবীর সকল জাতি ও বংশের মানুষ উপস্থিত আছে কিন্তু সবাইকে এক বর্ণের ও মানবতার পতাকাবাহী বলে মনে হয়েছে। আজকের জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সব ধরনের বর্ণ বৈষম্য ও জাতিগত ভেদাভেদের উর্ধ্বে থেকে। জামাতে আহমদীয়ার শ্লোগান, 'সবার তরে ভালবাসা, কারো পরে ঘৃণা নয়' এর স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। এই শ্লোগান থেকে সমগ্র বিশ্বের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আমার দেশে জামাতে আহমদীয়াকে পরম সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয়। মাত্র বিশ বছরে জামাতে আহমদীয়া বুর্কিনাফাঁসোর প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের মন জয় করেছে। এ বিষয়টিও অনুধাবন করতে আমাদের অসুবিধা হয়নি যে, এই জামাতই ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগত ভেদাভেদের উর্ধ্বে থেকে মানব সেবা করছে। আর কেবল আধ্যাত্মিক খাবারই নয় বরং বাহ্যিক সেবামূলক কর্মকান্ডের দিক দিয়েও আপনারা প্রথম সারিতে আছেন।

তিনি বলেন, আহমদীয়া জামাত আমাদের দেশে শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের মত মহান কাজ করছে। তাই রাষ্ট্রপতি জামাতের এমন সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় পদক (Order of distinction) প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। গত ডিসেম্বর মাসে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে জামাতে আহমদীয়াকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

আমরা কোন প্রকার পুরস্কারের অভিলাসী নই। কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় আমরা সেবা করে থাকি। প্রত্যেক আহমদী কর্মীর প্রেরণা ও চেতনা এরূপই।

এরপর ইব্রাহীম জিয়ামা গারবা সাহেবা

বলেন, তিনি একজন মহিলা ও নাইজার এর মেয়রের উপদেষ্টা: আপনাদের শ্লোগান ‘সবার তরে ভালবাসা, কারো পরে ঘৃণা নয়’, এটি আমাকে খুব প্রভাবিত করেছে। আর আমি এখানে বাস্তবে এর প্রতিফলন দেখেছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের বিভিন্ন মানুষ এখানে এসেছেন। আপনাদের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই আমাদেরকে ভালবাসা দিয়েছে। আর যেভাবে আমাদের দেখাশুনা করা হয়েছে এ দিনগুলো আমরা কখনো ভুলতে পারব না।

এরপর আমেরিকার একজন আহমদী নূরউদ্দীন সাহেব লিখেন: আমি প্রথমবার এখানে এসে যা কিছু দেখলাম তাতে আমার চোখ হতে অশ্রু বইতে লাগল এবং খোদা তাআলার অনুগ্রহরাজি স্মরণ করে আমি কাঁদতে আরম্ভ করি। নিশ্চয় সে সময় সমাগত যখন আমি মনে করি আমার এ সুখকর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটি বই লিখতে পারবো। আমার আবেগ আছে কিন্তু তা বর্ণনা করার শক্তি নেই। কেননা খোদা তাআলার দয়া ও অনুগ্রহরাজি গণনা করা সাধ্যাতীত। আমি বলতে পারি, আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ হয়ে আমি আমার বাড়ি অর্থাৎ আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় ফেরত যাচ্ছি। আমি আমার পাপ থেকে তওবা করছি এবং তা পরিহার করছি। মহানবী (সা.) এবং তাঁর মহান সেবক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পয়গাম সে সব মানুষ যাদের কাছে পৌঁছানো আমার সাধ্যে আছে আমি পৌঁছে দিব।

মোহতারমা সাওয়াদ রাযূক সাহেবা যিনি বেলজিয়ামের একজন মুসলমান সাংসদ। তিনি মরক্কোর অধিবাসী হলেও অনেক দিন থেকে এখানে বসবাস করছেন। সংসদেরও সদস্য। তিনি জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রেখেছেন। তিনি লিখেছেন, জলসায় অংশ গ্রহণ করা আমার জন্য প্রথম এবং অনেক বড় একটি অভিজ্ঞতা ছিল, যা আমি পূর্বে কখনো চিন্তাই করতে পারতাম না। এরপর তিনি দাওয়াতে গিয়ে আমার স্ত্রীর সাথে বসেন। তিনি তাকে তবলীগ করেন। মহানবী (সা.)-এর পদমর্যাদা, হযরত ঈসা (আ.)-এর মোকাম এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন ও আবির্ভাব সম্পর্কে আহমদীদের কি বিশ্বাস তা ছিল তবলীগের আলোচ্য বিষয়। এ সব বিষয়ে প্রায় আধা ঘন্টা আলোচনা হয়। এরপর তিনি আমাদের মিশনারীকে তার (আমার স্ত্রীর) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আমি তার কাছে বসেছিলাম আর তিনি আমাকে এভাবে বুঝিয়েছেন যে, আমার চিন্তাধারা আমূল বদলে গেছে। এরপর তিনি বলেন, ইমাম মাহদী (আ.) সম্বন্ধে আমি আরো জানতে চাই, রাত আড়াইটা পর্যন্ত বসে থেকে তিনি এ বিষয়ে জেনেছেন। আমার স্ত্রীর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তিনি আমাকে এমনভাবে বুঝিয়েছেন যে, এখন আমি পুরো বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে না জানা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না।

তিনি আরও বলেন, জামাতে আহমদীয়ার বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানার পর আমি পুনরায় আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করেছি। আর এখন ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের পর জামাতে আহমদীয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আমি জামাতে আহমদীয়া সম্বন্ধে আরো তথ্য সংগ্রহ করতে চাই। আর আল্লাহ্ তাআলা যদি চায় যে, আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করি, তবে আমি একাই আহমদীয়াত গ্রহণ করব না, বরং আমার সাথে আমার আত্মীয়-স্বজন, নিকটজন এবং বন্ধু-বান্ধব ছাড়াও জানাশোনা অনেক মানুষ যোগ দিবে।

আমার সমাপনী ভাষণের কথা উল্লেখ করে বলেন, বক্তৃতার শেষাংশে আরবের আহমদীদের উদ্দেশ্য করে আপনি যে বলেছেন, হে লোক সকল! আপনারা জাগ্রত হোন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া আপনাদের কর্তব্য। আর মক্কায় গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামাতের জন্যও দোয়া করুন। তিনি আরো বলেন, সেসময়ে আমি অনেক কেঁদেছি আর আমার চোখ থেকে অঝোরে অশ্রু প্রবাহিত হয় কেননা আমি আরব জাতির সাথে সম্পর্কযুক্ত এক নারী। কেবল একদিন পূর্বেই বেগম সাহেবা আমাকে ইমাম মাহদী (আ.) ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের আবশ্যকতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা সম্বন্ধে অবহিত করেছেন। সে মুহূর্তে আমি অনুভব করলাম [আমার বরাত দিয়ে] যেন তিনি স্বয়ং আমাকে সম্বোধন করছেন। তিনি বলেন, তখন আমার হৃদয়ে এই অনুভূতিরও সৃষ্টি হল যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আপনাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করা হচ্ছে যা নিঃসন্দেহে অবিচার। তিনি বলেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী বছর যুক্তরাজ্যের জলসায় আমি একাই আসব না বরং অনেক সাংসদও আমার সাথে এতে যোগদান করবেন, ইনশাআল্লাহ্।

এটিও আল্লাহ্ তাআলার অপার অনুগ্রহ, নিরব তবলীগ হচ্ছে বা ব্যক্তিগত তবলীগ হয় যা বাহ্যত দেখা যায় না কিন্তু মানুষ পরিবেশ হতেও প্রভাবিত হয় এবং পরস্পরের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমেও প্রভাবিত হয়। আমাদের খোদ্দাম যারা ডিউটি দেন (তাদের ব্যাপারে) আমি জানতে পেরেছি, একজন খাদেম বাসের একজন ইরানী ড্রাইভারকে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে বলেছেন এবং

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন সম্বন্ধেও অবহিত করেছেন। মোটকথা এ ধরনের সুযোগও পাওয়া যাচ্ছে, এগুলোও আল্লাহ্ তাআলার এমন অনুগ্রহ যা থেকে অবশেষে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

এরপর একজন আহমদী মহিলা হলেন রীম শরীকী আখলাফ সাহেবা। তিনি বলেন, প্রথমবার আমি এতে অংশগ্রহণ করেছি। পৃথিবীর কোন ভাষায়ই আমি আমার এ আবেগ-অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারব না। এই জলসার মাহাত্ম্য, সৌন্দর্য্য, শৃঙ্খলা এবং স্বেচ্ছাসেবামূলকভাবে দায়িত্ব পালনকারীদের উৎসাহ দেখে তাৎক্ষণিকভবে হৃদয়ে এ প্রশ্ন জাগ্রত হত, কে আছে যে পৃথিবীতে এত সুশৃঙ্খলভাবে এই কাজ করাতে পারে? এই বিশাল জনগোষ্ঠির আতিথেয়তা কে করতে পারে? সহস্র সহস্র মানুষকে এক জনের ভালবাসায় কে একত্রিত করতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর শুধু একটিই– আর তা হচ্ছে, তাঁর হাতের উপর খোদা তাআলার হাত রয়েছে, তিনিই হৃদয়সমূহে প্রেম-প্রীতি ও অনুরাগ সৃষ্টি করেন আর তিনিই কাজ সহজতর করেন।

তিনি আরো বলেন, ইতিপূর্বে টেলিভিশনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বয়'আত দেখতাম। স্বয়ং উপস্থিত হয়ে বয়'আত করা ছিল স্বপ্নের মত বিষয়, তবে এ বছর খোদা তাআলা তা পূর্ণ করেছেন। (তিনিও কিছু দিন পূর্বেই বয়'আত করেছেন) জলসাগাহে বসে বয়'আত করার সময় মনে হচ্ছিল, আমি যেন এক নতুন জগতে আছি। আবেগের আতিশয্যে হৃদয়ের অবস্থাটাই অন্য রকম ছিল, শরীর কাঁপছিল, চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল, খোদার করুণা ও মার্জনার প্রতি দৃষ্টি ছিল এবং হৃদয়ে খুশির ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। সিজদায়ে শুকুর-এর সময় আমি খোদাকে কিছুটা দূরেই অবস্থান করছেন বলে অনুভব করেছি। খোদা তাআলার কাছে আমি আমার পাপ ও অপরাধসমূহ্ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি। মনে হচ্ছিল এটি যেন কিয়ামত দিবস আর পৃথিবীটা ছোট হয়ে গেছে।

আরেকজন মহিলা, আবীর রায়া হিলমী সাহেবা, জলসার শেষের দিকে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল এবং আমি বলছিলাম, যখন মিশর ফিরে যাব তখন আমি দেশবাসীকে চিৎকার করে বলব, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মত! তোমরা ঘুম থেকে জাগ্রত হও, তোমাদের মাহদী এসে গেছেন আর নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে। অতএব তাঁকে শনাক্ত করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা কর।

এরপর আরেকজন মহিলা আযীয আমানী ওদে সাহেবা বলেন, এবছরই প্রথম আমি জলসায় যোগদান করেছি। একই সময় এমন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এতো লোকের আপ্যায়ন করা হচ্ছে দেখে খুবই অবাক হতে হয়।

রাবী মুফলেহ্ ওদে সাহেব বলেন, জলসা সম্প্রচারের মান খুবই উন্নত ছিল। অতিথি আপ্যায়ন এবং সদাচরণ দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। জলসার অনুষ্ঠানে আমি সারা বছর এবং জলসার সময় মনে জাগ্রত হওয়া প্রশ্নাবলীর মন:পুত উত্তর পেয়ে গেছি। অর্থাৎ জলসার বিভিন্ন কার্যক্রম এবং প্রোগ্রাম হতে।

মোকাররম আব্দুর রঊফ ইব্রাহীম কাযাক সাহেব বলেন, আমার মনে হয়েছে যে, এই জলসা একান্ত আরবদের জন্যই নির্ধারিত ছিল। ইনশাআল্লাহ্ শত্রুদের সকল প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যাবে। এবং আরবের লোকেরা দলে-দলে জামাতে অন্তর্ভূক্ত হবে, ইনশাআল্লাহ। মোটকথা, যেন একটি বাঁধ ভেঙ্গেছে। বিরুদ্ধবাদীদের অহংকারের পতন ঘটবে এবং অচিরেই ইমাম মাহদী (আ.)-এর পতাকা পুরো আরব বিশ্বে পত পত করে উড়তে থাকবে। অচিরেই এ ইলহাম ***'ইয়াসলুনা আলাইকা সুলাহায়েল্ আরাব ওয়া আবদালেশ্ শাম'*** অত্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণ হবে।

জলসার পর পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে বিশেষ করে আরব দেশগুলো থেকে এমনসব বার্তা পেয়েছি। যা দেখে মনে হয় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বিশেষ কৃপাবারী বর্ষণ করেছেন। বিশ্ববাসী যেখানে পার্থিব বিলাসিতায় মত্ত সেখানে মুহাম্মদী মসীহ্র দাসগণ তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টায় প্রাণপণ রত, এক নব উদ্যমে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে এবং অগ্রসরের চেষ্টা করছে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ থেকে এই বার্তা আসছে এবং অধিকাংশ দেশ থেকে আসছে, তাতে এতো বেশি আবেগ-অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটছে যা বর্ণনা করা অসম্ভব না হলেও অবশ্যই কষ্ট সাধ্য।

আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হৃদয়সমূহে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভালবাসায় এমনভাবে পূর্ণ করেছেন, পৃথিবীর অন্য কোথাও এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং তাঁরই (আ.) কারণে খিলাফতের প্রতি ভালবাসা। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক আহমদীর নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং ভালবাসাকে বৃদ্ধি করতে থাকুন আর আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামতরাজির প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন যেন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ তাআলার সত্তা যেন আমাদের সকল ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ এবং কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের যৌথ উদ্যোগে অনুদিত)

পাক-পবিত্র হওয়া, মুযাক্কা (পবিত্র) হওয়া ত্বাকওয়ার সাথে শর্তযুক্ত। ত্বাকওয়া কী? ত্বাকওয়া হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সব ধরনের পাপ এড়িয়ে চলা এবং প্রত্যেক সেই কাজ করা আল্লাহ্ তাআলা যা করার আদেশ দিয়েছেন আর এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকা যা করতে আল্লাহ্ তাআলা বারণ করেছেন।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২২ মে, ২০০৯-এর (২২ হিজরত, ১৩৮৮ হিজরী শামসি) জুমু'আর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ] (آمين)

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۝

(সূরা আন্ নাজ্ম:৩৩)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, **'কখনো এই দাবী করো না যে, আমি পূত-পবিত্র । যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন বলেছেন,**

অর্থাৎ তোমরা স্বয়ং নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে ঘোষণা দিও না, তোমাদের মাঝে কে মুত্তাকী তিনি তা ভালো জানেন।' *(মলফুযাত ৪র্থ খন্ড-পৃ:৯৬; নবসংস্করণ)*

অতএব পাক-পবিত্র হওয়া, মুযাক্কা (পবিত্র) হওয়া ত্বাকওয়ার সাথে শর্তযুক্ত। ত্বাকওয়া কী? ত্বাকওয়া হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সব ধরনের পাপ এড়িয়ে চলা এবং প্রত্যেক সেই কাজ করা আল্লাহ্ তা'লা যা করার আদেশ দিয়েছেন আর এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকা যা করতে আল্লাহ্ তাআলা বারণ করেছেন। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বারবার বলেছেন, আমি তোমাদের আত্মাকে পবিত্র করে থাকি, এও জানি কার হৃদয় প্রকৃত খোদা ভীতিতে পরিপূর্ণ এবং কে কতটা পবিত্রতা লাভ করেছে। আল্লাহ্ তাআলা যিনি হৃদয়ের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত, যা কিছু আমরা প্রকাশ করি এবং গোপন করি সে সম্পর্কেও তিনি সবিশেষ অবহিত। আল্লাহ্ তাআলাকে কখনো এবং কোন ভাবেই ধোঁকা দেয়া যায় না।

হাদীসে এসেছে, কর্মের ফলাফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। মানুষের মনের অবস্থা সম্পর্কে খোদা তাআলা সবিশেষ অবগত, বান্দার সকল কর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত। বাহ্যিকভাবে যারা পুণ্যকর্ম করে, ইবাদতকারী, রোযাদার, এমনকি কতক মানুষ এমনও রয়েছে যারা কয়েকবার হজ্ব করেছে কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে যদি, তাদের নিয়্যতের ত্রুটি থাকে তবে তা আল্লাহ্ তাআলার নিকট গৃহীত হবার অযোগ্য। এ সমস্ত ইবাদত ও নেকী শুধু প্রত্যাখ্যাতই হয় না বরং আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে বলেছেন, এগুলো ধ্বংসেরও কারণ। কিন্তু এটাও আমাদের উপর আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ, যেখানে তিনি আমাদেরকে সতর্ক করেন আর মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে, সতর্ক হয়ে যাও; সেখানে আপন সর্বব্যাপী করুণার বরাতে ক্ষমার নিশ্চয়তাও দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলার সতর্ক করা প্রকৃত পক্ষে আমাদের মঙ্গলের জন্য এবং আমাদেরকে সহজ সরল পথে পরিচালিত করার জন্য। আমি পূর্বেই বলেছি, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের মনের খবর রাখেন এবং আমাদের যোগ্যতা ও সামর্থের পরিধি সম্পর্কে অবহিত। তাই

তিনি এ সুসংবাদও দিয়েছেন, যদি তোমাদের হৃদয়ে তাক্বওয়া থাকে, নিয়্যত পরিস্কার হয় এবং তোমরা যদি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সৎকর্ম করার চেষ্টা কর তবে যেসব ভুল-ত্রুটি ও পদস্খলন ঘটে থাকে তা তিনি নিজ ক্ষমার চাদরে ঢেকে রাখেন। আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি তাতে তিনি বলেন, সৎকর্মশীল তারা যারা সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ব্যতীত বড় ধরনের পাপ ও অশ্লীলতা এড়িয়ে চলেন, নিশ্চয় তোমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল। যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে তিনি তোমাদেরকে জানেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মাতৃগর্ভে ভ্রুণরূপে ছিলে তখনও তিনি জানতেন, কাজেই তোমরা নিজেদেরকে অনর্থক পূত-পবিত্র মনে করো না। কে মুত্তাকী, তা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বড় বড় পাপ ও অশ্লীলতা হতে বাঁচার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং একইসাথে সামান্য ভুল-ত্রুটিকে উপেক্ষা করে নিজের ব্যাপক ক্ষমাশীলতার আওতায় মার্জনারও শুভসংবাদ দিয়েছেন; কিন্তু এর সাথে পরবর্তী কথা এও বলে দিয়েছেন যে, খোদা তাআলা তোমাদের হৃদয়ের চিত্র সম্পর্কেও সম্যক অবহিত। তিনি কতটা জানেন, তা আমাদেরকে বুঝানোর জন্য সেই চরম সীমার অর্থাৎ এ পৃথিবীতে যখন জীবনের অস্তিত্ব সৃষ্টি করেছেন তার কথা উল্লেখ করেছেন। মানব সৃষ্টির শত কোটি বছর পূর্বে প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষের অস্তিত্বের জন্য আবশ্যক। তখন থেকে তিনি তোমাদেরকে জানেন। এরপর কেমন প্রকৃতির সাথে মানুষকে সৃষ্টি করতে হবে, কি-কি যোগ্যতা ও সামর্থ দান করতে হবে এটি একটি গভীর বিষয়, যে দিকে অপর কয়েকটি আয়াত দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে।

যাহোক আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তিনি তোমাদের সম্পর্কে এতটা গভীর জ্ঞান রাখেন যতটা তোমরা নিজেরাও রাখ না। তোমাদের সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণী সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতির এই প্রক্রিয়ার জ্ঞানই রাখে না, একে আয়ত্ত করা তো দূরের কথা, এর জ্ঞানও তাদের নেই।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে এ বিশ্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য সামনে আসছে, যা কেবল এক বিশেষ স্তরের মানুষ এবং বিশেষ জ্ঞানের অধিকারীরা বুঝতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমি তখন থেকে এ বিষয়ে জ্ঞাত যে, তোমাদের যোগ্যতা কী, তোমরা কি করতে সক্ষম হবে এবং তোমাদের নিয়্যত কেমন হবে। এরপর এর পূর্ববর্তী অবস্থার দিকেও দেখ; খোদা তাআলা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন যে, তোমাদের মাতৃগর্ভে তোমাদের বেড়ে উঠা সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই জানে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, শোন! তোমরা যখন তোমাদের মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় ছিলে, যখন তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি পাচ্ছিল মাত্র, আমি সে অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত।

বর্তমানে উন্নত দেশগুলোতে বরং উন্নয়শীল দেশগুলোতেও চিকিৎসা শাস্ত্রে এতটা উন্নতি সাধিত হয়েছে যে, গর্ভাবস্থায় মাতৃগর্ভে শিশু বিভিন্ন ধরনের যেসব আকার-আকৃতি ধারণ করে তা আলট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে বুঝা যায়। এ সুবাদে মানুষ এটা জানে, বুঝাও যায় যে– ছেলে হবে না-কি মেয়ে। সাধারণত ডাক্তার কিছুটা অনুমানের উপর ভিত্তি করে বলে থাকে, তারাও শত ভাগ নিশ্চিত করে বলতে পারে না।

বর্তমানে উন্নত দেশগুলোতে বরং উন্নয়শীল দেশগুলোতেও চিকিৎসা শাস্ত্রে এতটা উন্নতি সাধিত হয়েছে যে, গর্ভাবস্থায় মাতৃগর্ভে শিশু বিভিন্ন ধরনের যেসব আকার-আকৃতি ধারণ করে তা আলট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে বুঝা যায়। এ সুবাদে মানুষ এটা জানে, বুঝাও যায় যে– ছেলে হবে না-কি মেয়ে। সাধারণত ডাক্তার কিছুটা অনুমানের উপর ভিত্তি করে বলে থাকে, তারাও শত ভাগ নিশ্চিত করে বলতে পারে না।

যাহোক, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আল্লাহ্ তাআলা এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার যুগ থেকেই তোমাদের সম্পর্কে জানেন যে, কি যোগ্যতা ও সামর্থসহ তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। আর জন্মের পর কোন্ পরিক্রমায় আবর্তিত হয়ে তোমরা বিভিন্ন মাইল ফলক অতিক্রম করবে। কিন্তু অদৃশ্য সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর বান্দার সম্মুখে ভাল ও মন্দ কর্মের পরিবেশ সহজলভ্য করে দিয়েছেন। যে উত্তম কাজ করবে সে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করবে এবং যে মন্দ কাজ করবে সে আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক ধৃত হতে পারে। নেক কর্ম কী? নেক কর্ম হচ্ছে সেই কাজ যা শুধু মাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় করা হয়। এ জন্য বলেছেন, যখন তোমরা নেক কাজ কর তখনও অনেক ক্ষেত্রে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পেতে পারে। তাই কাজ করার পরও এ সিদ্ধান্ত নেয়া তোমাদের দায়িত্ব নয় যে, আমরা পুণ্যকর্ম করেছি। কাজ কোন্ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে? কাজ যদি নেক

মনমানসিকতায় হয়ে থাকে তবে তা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য দানকারী হবে। আল্লাহ্ তাআলাই জানেন কি উদ্দেশ্যে ভাল কাজ করা হচ্ছে। তাই তিনি বলেন, কোন পূণ্যকর্ম করে অহংকারী হওয়ার পরিবর্তে নেককর্ম যেন বিনয় ও তাকওয়াকে আরো উন্নত করে। এরপর বলেছেন, কোন মানুষ নিজেকে নিজে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সনদ প্রদান করতে পারে না আর অন্য কাউকে তাকওয়ার সনদ প্রদান করাও কোন বান্দার কাজ নয় বরং এটা আল্লাহ্ তাআলার কাজ। আল্লাহ্ তাআলাই এ কথা সবচেয়ে ভাল জানেন যে, মুত্তাকী কে?

এখানে এ কথাটিও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ তাআলা আয়াতের শুরুতেই বলেছেন,

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ

অর্থাৎ সেইসব লোক যারা সামান্য ভুল-ত্রুটি ব্যতীত বড় পাপ ও অশ্লীলতা হতে আত্মরক্ষা করে চলে। এখানে **'লামাম'** শব্দের অর্থ কি তাও স্পষ্ট করা উচিত। আমি অনেককে দেখেছি তারা এ স্থানে নিজেদের মনগড়া অর্থ করে। এই অর্থ যেন না করে যে, বড় বড় পাপ বা গুনাহে কবীরা বা অশ্লীলতা অল্প সল্প হয়ে গেলে কোন অসুবিধা নাই বরং বলা হয়েছে মানুষ যেহেতু দুর্বল কোন কোন ক্ষেত্রে অজান্তে বা অবচেতন মনে গুনাহ্ হয়ে যায়। যদি এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে প্রকৃত অনুশোচনা হওয়া উচিত এবং এর জন্য অনেক বেশি ইস্তেগফার করা আবশ্যক।

'লামামা' হচ্ছে মন্দের দিকে ঝুঁকার প্রবনতা অথবা সাময়িক বা তুচ্ছ স্খলন বা ভুল-ভ্রান্তি যদি হয়ে যায় তবে তা হবে সাময়িক, স্থায়ী নয়। এর অন্য অর্থ হতে পারে, শয়তানী ধ্যান-ধারণা হঠাৎ করে যদি মাথায় আসে তাৎক্ষণিক ভাবে খোদার অনুগ্রহে মানুষ যেন সেটিকে এড়িয়ে চলে। আর এর ফলে এসব শয়তানী ধ্যান-ধারণা মানুষের মাথায় যেন স্থায়ী প্রভাব না ফেলে। সুতরাং এটি হলো মানুষের প্রকৃতি সম্মত নির্দেশ। কেননা ভাল অথবা মন্দকে গ্রহণ বা বর্জন করার জন্য মানুষকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে? আর সমাজে এই সমস্ত পাপ নিজের দিকে আকর্ষণের চেষ্টাও করছে। চতুর্দিকে অবাধ স্বাধীনতা, লজ্জাহীনতা চোখে পড়ে, দুশ্চরিত্রতার রাজত্ব। এ কারণে যদি কখনো কোন মন্দের দিকে আকর্ষণ অনুভূত হয় তখন তাৎক্ষণিক ভাবে ইস্তেগ্ফারের মাধ্যমে পাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত। সুতরাং খোদা তাআলার ক্ষমা সীমাহীন। আল্লাহ্ তিনি যিনি অতীব ক্ষমাশীল, দানশীল এবং তওবা কবুলকারী, তিনি মানুষের তওবা কবুল করে থাকেন। সুতরাং যা প্রকৃত তাকওয়ার পানে পথ প্রদর্শন করে সে অবস্থা সৃষ্টি করা উচিত। নতুবা মানুষতো সামান্য নেকী নিয়ে অহংকার আরম্ভ করে এবং নিজেকে পবিত্র জ্ঞান করতে থাকে।

এ জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, কখনো এটা দাবী করো না যে, আমি পূত-পবিত্র। কেউ পবিত্র কিনা এবং তাকওয়ার উপর চলছে কিনা, সে জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ্ই রাখেন। সুতরাং তাঁর সামনে বিনত হওয়া উচিত। এই বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

'আল্লাহ্ তাআলা যিনি পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ

এই আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝার জন্য তোমাদের পবিত্র হওয়ার দাবী করা এবং নিয়ামতের বহির্প্রকাশের ভেতর সুস্পষ্ট পার্থক্য জানা থাকা প্রয়োজন; যদিও বাহ্যিক দিক থেকে উভয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ। অতএব তুমি যদি শ্রেষ্ঠত্বকে নিজের প্রতি আরোপ কর আর মনে কর যে, তুমি কোন বিশেষ যোগ্যতা রাখ আর সেই সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে যাও যিনি তোমার উপর অনুগ্রহ করেছেন তখন তোমার এই কর্ম আত্মশুদ্ধি পরিপন্থী হবে। কিন্তু যদি তুমি নিজের পরাকাষ্ঠার সাধুবাদ প্রভুকে দাও আর বিশ্বাস রাখ যে, সকল প্রকার নিয়ামত আল্লাহ্ তাআলারই দান এবং নিজের উৎকর্ষতা দেখে তুমি তোমার আমিত্ব নয় বরং চতুর্দিকে আল্লাহ্ তাআলার শক্তি, তাঁর সামর্থ, তাঁর অনুগ্রহ এবং তাঁর কৃপার প্রতি দৃষ্টি রাখ এবং নিজেকে গোশল দাতার হাতে মৃত লাশ সদৃশ জ্ঞান কর এবং নিজের নফসের প্রতি কোন পরাকাষ্ঠা আরোপ না কর, তাহলে এটিকে বলা হয় আল্লাহর নিয়ামতের বহির্প্রকাশ।' *(হামামাতুল বুশরা-রুহানী খাযায়েন-৭ম খন্ড-পৃ:৩২১-৩২২)*

এই উদ্ধৃতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আরবী বই হামামাতুল বুশরা থেকে নেয়া হয়েছে যার অনুবাদ উপস্থাপন করলাম। এটি একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রকাশ করেছেন। অন্য এক জায়গায় আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ

(সূরা আল্ ফাতের:১৮)

অর্থ: যে পবিত্র হয় সে নিজ স্বার্থেই পবিত্রতা অবলম্বন করে।

তারপর সূরা আল্ আআলা-য় বলেন, যা আমরা প্রত্যেক জুমুআর নামাযে পড়ি,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

অর্থ: যে পবিত্র হবে সে সফলকাম হবে। আর এক জায়গায় বলেন,

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

(সূরা আশ্ শামস:১০)

অর্থ: নিশ্চয় সে সফলকাম হয়েছে যে তাকে পবিত্র করেছে, অর্থাৎ নিজ আত্মাকে পবিত্র করেছে।

অতএব এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তোমাদের সফলতা– তোমাদের আত্মশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। এ আয়াতগুলোতে আর আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যার ব্যখ্যা করেছেন তা হল সূরা নাজমের আয়াত। এই আয়াতগুলোতে কোন বিরোধ নেই বরং যেমনটি কিনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে যা সর্বদা স্মরণ রেখো। আত্মশুদ্ধির নির্দেশ রয়েছে, এর জন্য চেষ্টা কর কিন্তু এই চেষ্টা করে তুমি দাবী করতে পারবে না যে, আমি পবিত্র হয়ে গেছি বা আমার কর্ম এমন, যা করার পরে এখন আমি পবিত্র বলে গণ্য হতে পারি।

সূরা ফাতের এর আয়াত যার একটি অংশের কথা আমি বলেছি,

وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ

অর্থাৎ যে-ই পবিত্র হয় সে তার নিজের নাফসের জন্যই পবিত্র হয়ে থাকে। এর পুরো আয়াতটি এমন যে,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۭ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۭ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۭ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۹﴾

(সূরা আল্ ফাতের: ১৯)

অর্থাৎ কোন বোঝা বহনকারী অন্য কারো বোঝা বহন করবে না এবং কোন ভারাক্রান্ত তার ভার বহনের জন্য কাউকে ডাকলেও তার ভার হতে সামান্য পরিমানও লাঘব করা হবে না, যত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হোক না কেন। (এখানে পরকালের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। আয়াতের পরের অংশে যে বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা হলো) তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারো যারা অদৃশ্যেও নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। এবং যে ব্যক্তি পবিত্র হয় সে নিজ আত্মারই কল্যাণের জন্য পবিত্র হয়, এবং আল্লাহ্র নিকটই সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ

অতএব এখানে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, শুধু তারা আত্মাকে পবিত্র করতে পারে যে,

(সূরা আল্ আম্বিয়া:৫০)

অর্থাৎ যারা প্রভু-প্রতিপালককে অদৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও ভয় করে। অতএব অবস্থা এমন হলে তাদের নামায অন্যান্য ইবাদত এবং অপরাপর পূণ্যকর্মও খোদাভীতির সাথে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে থাকে। অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে মানুষ কখনো স্বীয় পবিত্রতার ঢোল পিটাতে পারে না। যদি হৃদয়ে খোদাভীতি থাকে তাহলে প্রত্যেকটি পুণ্যকর্ম যা সে করে এবং পুণ্য করার যেসব সুযোগ সে লাভ করে তাকে সে খোদা তাআলার অপার কৃপা জ্ঞান করে।

সুতরাং এ অবস্থায় যে আত্মজিজ্ঞাসার চেতনা নিয়ে আত্মাকে পবিত্র করার চেষ্টা করে এবং তাকওয়ার পথে চলে সে-ই আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে পবিত্র এবং সফলকাম। কেউ যদি নিজের কোন যোগ্যতার বলে পুণ্য হয়েছে বলে মনে করে, তাহলে তার আত্মা পরিশুদ্ধ নয়। সুতরাং একজন মু'মিন সব সময় খোদা ভীতির সাথে সেসব পুণ্যের সন্ধান করতে থাকে যেন সে তদ্দারা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। বরং আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যদি সে সকল পাপ হতে বাঁচার চেষ্টা কর তাহলে খোদা তাআলা নিজেই তোমাদের পাপ দূরীভূত করবেন এবং তোমাকে সম্মানজনক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন। এক জায়গায় বলেন:

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا

(সূরা আন্ নিসা: ৩২)

অর্থাৎ যদি তোমরা বড় গুনাহ্কে এড়িয়ে চল যা থেকে তোমাদের বারণ করা হয়েছে তাহলে আমরা তোমাদের পাপ দূরীভূত করে দিব। শুধু পাপই যে দূর করব তা নয় বরং সম্মানজনক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবো।

আমি পূর্বেই একবার বলেছি পবিত্র কুরআনে **'বড় পাপ'** শব্দ এসেছে কিন্তু বড় এবং ছোট পাপের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য করা হয়নি। প্রত্যেক সেই গুনাহ্ যা পরিত্যাগ করা মানুষের জন্য কঠিন তা যদি সামান্যও হয় সেটা তার জন্য বড় গুনাহ্। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা কতককে চিহ্নিত করেছেন এবং স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এটি পাপ; একথা সঠিক কিন্তু প্রত্যেক পাপ যাকে মানুষ সামান্য মনে করে তা যদি পরিত্যাগ করা কঠিন হয় তাহলে তা বড় পাপ বলে গণ্য হবে।

সে কারণে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, অদৃশ্যে খোদার ভয় হৃদয়ে লালন করে নিজ আত্মাকে পবিত্র করার চেষ্টা কর। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার ভয় থাকলেই

পাপের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে আর তাহলেই খোদা তাআলার দৃষ্টিতে মানুষ পবিত্র আখ্যায়িত হয় এবং যখন খোদা তাআলার দৃষ্টিতে মানুষ পবিত্র হয় তখন সেটিই আসল সম্মানের মোকাম যেখানে মানুষকে খোদা তাআলা পবিত্র করে প্রবিষ্ট করেন। সেই সম্মান প্রকৃত সম্মান নয়, যদ্দারা মানুষ আত্মম্ভরিতা ও অহংকার বশে স্বীয় পুণ্যকর্ম প্রকাশের মাধ্যমে পবিত্র হওয়ার দাবী করে।

পবিত্র কুরআনের এক স্থানে খোদা তাআলা বলেন, মু'মিনের লক্ষণ হলো

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

(সূরা আশ্ শূরা:৩৮)

অর্থ: এবং যারা বড় বড় পাপ এবং অশ্লীল কাজ বর্জন করে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন ক্ষমা করে দেয়।

অতএব এখানে পুনরায় সকল পাপ ও নৈতিক দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা থেকে আত্মরক্ষার সদুপদেশ দেয়া হয়েছে; কিন্তু এ সকল পাপ, নির্লজ্জতা ও চারিত্রিক ব্যাধিকে ক্রোধের সাথে একত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব যারা ক্রোধ বা রাগকে সামান্য জিনিস মনে করে তাদের জন্য উপদেশ হলো, (জেনে রাখো) এটি বৃদ্ধি পেতে পেতে বড় পাপের রূপ ধারণ করে। অথবা এভাবে বলা যেতে পারে, রাগ কোন সাধারণ পাপ নয়। যদি একে নিয়ন্ত্রণ না করা হয় পরন্তু এর অন্যায় ব্যবহার করা হয় তাহলে এটি বড় পাপে রূপ নেয়। অনেক সময় রাগ ধরে কিন্তু মানুষ ক্রোধের বশীভূত হয় না বরং মানুষ এর বৈধ ব্যবহার করে যাতে অন্যের সংশোধন হয়।

যদি মানুষ ক্রোধের বশীভূত হয়ে পড়ে তাহলে আত্মা আর পবিত্র থাকে না। তাই এটি মনে করো না যে, আমি যেহেতু অন্যান্য পূণ্যকর্ম করছি তাই রাগের কুফলকে আমার অন্যান্য পূণ্য বিদূরীত করবে। আল্লাহ্ তাআলা পূর্বেই বলে রেখেছেন, এই অলীক ধারণা মন থেকে বের করে দাও। যদি পবিত্র হতে চাও আর সত্যিকার পবিত্রতা কামনা করো তাহলে তোমাদের চারিত্রিক অবস্থার সংশোধন করো।

প্রায় অভিযোগ আসে– রাগের অবস্থায় ঘরে ঝগড়া হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাদ চলছে। কখনও স্ত্রী নিজেকে সম্বরণ করতে পারে না আবার কোথাও স্বামী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে না। সমাজে ঝগড়া-বিবাদ হচ্ছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ চলছে। খেলার মাঠে ঝগড়া-বিবাদ হয়ে থাকে। অথবা মারামারি না হলেও বিভিন্ন ব্যাপারে একে অপরের বিরুদ্ধে হৃদয়ে ক্রোধ লালন করে। এর ফলে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। পরস্পর ক্ষতি করার চেষ্টা করে।

যারা প্রভু-প্রতিপালককে অদৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও ভয় করে। অতএব অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে তাদের নামায অন্যান্য ইবাদত এবং অপরাপর পূণ্যকর্মও খোদাভীতির সাথে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে থাকে। অবস্থা এমন হলে মানুষ কখনো স্বীয় পবিত্রতার ঢোল পিটাতে পারে না। যদি হৃদয়ে খোদাভীতি থাকে তাহলে প্রত্যেকটি পুণ্যকর্ম যা সে করে এবং পুণ্য করার যেসব সুযোগ সে লাভ করে তাকে সে খোদা তা'লার অপার কৃপা জ্ঞান করে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এটিও অনেক বড় পাপ এবং তোমাদের আত্মশুদ্ধির পথে অন্তরায়। আর এটি যখন পথের প্রতিবন্ধকতা হয় বা বাদ সাধে তখন সফলতার সোপান অতিক্রম হয় না। এমন মানুষ আল্লাহ্ তাআলার কাছেও সম্মানজনক মর্যাদা লাভে সক্ষম হয় না। কেননা আল্লাহ্ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বলে রেখেছেন, আমি পাপ এবং অশ্লীলতা থেকে মুক্তদের সম্মান প্রদান করবো। অতএব এটি সেই চুড়ান্ত লক্ষ্য যার জন্য একজন মু'মিনকে চেষ্টা করা উচিত। যাতে আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপক ক্ষমা হতে অংশ লাভ করে আমরা তাঁর সন্তুষ্টির জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **'স্মরণ রেখো! তাঁর (খোদা তা'লা) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا। উক্তি মোতাবেক প্রকৃত পরিচ্ছন্নতা হলো প্রত্যেককে নিজের অবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক করে নেয়া উচিত।'** *(তফসীর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), ৪র্থ খন্ড- সূরা আশ্ শামস এর ১০ নাম্বার আয়াতের তফসীর;পৃ:৫৩৫)*

অবস্থার সংশোধনের জন্যও আল্লাহ্ তাআলার সাহায্যের প্রয়োজন। তাঁর কৃপা লাভের জন্য সর্বদা তাঁর সমীপে বিনত থাকা আবশ্যক। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা আবশ্যক। তাঁর দয়া অন্বেষণ করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং বলেছেন, আমার দয়া সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং তা অত্যন্ত ব্যাপক। আরো বলেন, আমার ক্ষমাও অত্যন্ত ব্যাপক। অতএব সৎকর্ম সম্পাদনের পাশাপাশি যখন আমরা আল্লাহ্ তাআলার কৃপা আকর্ষণের চেষ্টা করবো। তাঁর কাছে তাঁর ব্যাপক ক্ষমা লাভের প্রার্থনা করবো তখনই আমরা সফল হবো।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আত্মশুদ্ধির রীতি এবং যেসব পথে সত্যিকার ত্বাকওয়া লাভ হওয়া সম্ভব তার দিশা দিতে গিয়ে একটি উদ্ধৃতিতে বলেন– এই উদ্ধৃতি দীর্ঘ কিন্তু সবার শোনা উচিত– তিনি (আ.) বলেন,

'আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, মানুষ বড় বড় পাপ সহজেই পরিত্যাগ করে কিন্তু কতক পাপ এত সূক্ষ্ম এবং প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে, প্রথমত মানুষ যে সে পাপে অভ্যস্ত তা বুঝে উঠাই কঠিন হয়ে যায়। এরপর তা পরিত্যাগ করতে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, টাইফয়েড যদিও একটি মারাত্মক জ্বর কিন্তু এর সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা সম্ভব। অপরপক্ষে যক্ষ্মার চিকিৎসা সম্ভব হলেও তা ভেতরে ভেতরে মানুষকে খেয়ে ফেলে– একারণে এর চিকিৎসা করা খুবই কঠিন।

সূক্ষ্ম এবং প্রচ্ছন্ন পাপের অবস্থাও অনুরূপ যা মহান মার্গ অর্জনের পথে অন্তরায়। এগুলো হলো নৈতিক ব্যাধি যা পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় ও সামান্য মতানৈক্যের ফলে হৃদয়ে হিংসা, বিদ্বেষ, কপটতা ও অহংবোধ জন্ম নেয় ফলে মানুষ নিজ ভাইকে ছোট মনে করে। কয়েক দিন যদি সুন্দরভাবে নামায আদায় করে আর মানুষ তার প্রশংসা করে তাহলে কপটতা ও লোক দেখানো ভাব সৃষ্টি হয় কিন্তু আন্তরিকতা যা মূল উদ্দেশ্য ছিল তা লোপ পেতে থাকে।

যদি খোদা তাআলা সম্পদ ও জ্ঞান দিয়ে থাকেন বা বংশীয় কোন সুনাম থাকে তাহলে অন্য ভাই যারা এগুলো থেকে বঞ্চিত তাদেরকে তুচ্ছ এবং লাঞ্ছিত মনে করে। আর নিজ ভাইয়ের ছিদ্রান্বেষণে লেগে থাকে। অহংকার বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে। কারো ভেতর এক ভাবে আবার কারো মাঝে অন্য কোন রূপে। উলামারা জ্ঞানের আকারে তা প্রকাশ করে আর জ্ঞানের গরিমা দেখিয়ে আপন ভাইকে অপদস্থ করতে চায়। মোটকথা কোন না কোন ভাবে দোষ-ত্রুটি বের করে ভাইকে লাঞ্ছিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায়। দিবারাত্র তার দোষ-ত্রুটির সন্ধানে লেগে থাকে।

এমন সূক্ষ্ম পাপ থেকে থাকে যা বিদূরিত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায় এবং শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। এসব পাপাচারে যে কেবল সাধারণ মানুষই লিপ্ত থাকে তা নয় বরং ঐসব লোক যারা জানা পাপ এবং বড় বড় পাপ করে না এবং বিশেষ লোক বলে বিবেচিত তারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এতে জড়িয়ে পড়েন। এসব পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া এবং মারা যাওয়া একই কথা। যতক্ষণ পর্যন্ত এসব পাপ হতে মুক্তি না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণরূপে আত্মশুদ্ধি হবে না এবং মানুষ সেই পরাকাষ্ঠা এবং নিয়ামতরাজির উত্তারধিকারী হয় না যা আত্মশুদ্ধির পর খোদা তাআলার পক্ষ হতে আসে।

অনেকেই আত্মপ্রসাদ নিয়ে থাকে যে, এসব চারিত্রিক ব্যাধি থেকে আমরা পরিত্রাণ লাভ করেছি। কিন্তু যখন পরীক্ষার মুহূর্ত আসে আর কোন নির্বোধের মুখোমুখী হয় তখন তারা চরম উত্তেজিত হয় আর তাদের আচরণে এমন নোংরামী প্রকাশ পায় যা কল্পনাও করা যায় না। তখন বুঝা যায় যে, এখনও কিছুই অর্জন করেনি এবং সেই আত্মশুদ্ধি যা পরিপূর্ণতা দান করে তা অর্জিত হয়নি। এখেকে এটিও বুঝা যায় যে, সেই আত্মশুদ্ধি যাকে চারিত্রিক আত্মশুদ্ধি বলা হয় তা অত্যন্ত কঠিন আর আল্লাহ্ তাআলার কৃপা ব্যতীত অর্জন সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তাআলার কৃপাভাজন হওয়ার জন্যও সেই তিনটি দিকই রয়েছে। প্রথম সংগ্রাম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা, দ্বিতীয়তঃ দোয়া এবং তৃতীয়তঃ সত্যবাদীদের সাহচর্য।' *(মলফুযাত ৪র্থ খন্ড - পৃ. ২১০-২১১; নব সংস্করণ)*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ যুগের ইমাম, যাঁকে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সংশোধন ও সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য প্রেরণ করেছেন। তাঁর গ্রন্থাবলী যা সংশোধনের লক্ষ্যে এক বিশাল সাহিত্যকর্ম, তা পাঠ করা উচিত এবং এটি পবিত্র হবার মাধ্যম। কেননা এগুলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও তফসীর।

কয়েকদিন পূর্বে জার্মানী থেকে কোন এক মহিলা আমাকে লিখেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলার যেসব নির্দেশাবলী রয়েছে উনি তা অন্বেষণ করছিলেন আর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি তা একত্রিত করেছেন। তিনি যে কথা লিখেছেন তা হল, এসব নির্দেশাবলী অনুসন্ধানের পর যখন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করি তখন আমার মনে হয় যেন আমি পবিত্র কুরআনের তফসীর পাঠ করছি আর বই পাঠ করার পর যখন কুরআন করীম পাঠ করি তখন আমি বুঝতে পারি যে, নির্দেশাবলীর প্রকৃত গুরুত্ব কী? এবং এর গভীরতা কত। কেননা এ ছাড়া বুঝা সম্ভব নয়।

সত্যবাদীদের সাহচর্য দেয়ার জন্য এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাবলী আমাদের নাগালের মাঝে আছে তা আমাদের জন্য অনেক বড় একটি

নিয়ামত, তাই জামাতের এগুলো অনেক বেশি পাঠ করা উচিত।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, **'প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তির তাড়নারূপী নোংরামি যা অসদাচরণ, অহংকার, কপটতা ইত্যাদিরূপে প্রকাশ পায়; যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ফযল না হয় ততক্ষণ তা দূরীভূত হয় না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের অগ্নি একে ভস্মিভূত না করবে ততক্ষণ এই আবর্জনা ভস্মিভূত হতে পারে না। যার ভেতর এই তত্ত্বজ্ঞানের আগুন জন্ম নেয় সে এসব নৈতিক দুর্বলতা হতে মুক্ত হতে আরম্ভ করে আর বড় হয়েও নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং নিজ অস্তিত্বকে কোন গুরুত্ব দেয় না। তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি থেকে সে যেই জ্যোতি লাভ করে তাকে স্বীয় কোন যোগ্যতা বা গুণের ফলাফল মনে করে না এবং তাকে নিজের প্রতি আরোপ করেনা। বরং সে একে খোদা তাআলার কৃপা এবং অনুকম্পা বলে বিশ্বাস করে।'** ....এবং এটি সবচেয়ে বেশি (এরপর বিস্তারিত উল্লেখ পূর্বক বলেন, নবীদের ভেতর এই গুণাবলী সবচেয়ে বেশী বিদ্যমান থাকে তারপর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ সাধ্য ও সামর্থ মোতাবেক তা লাভ করে)............... তিনি (আ.) বলেন, **'এমন মানুষ যারা দু'দিন নামায পড়ে অহংকারী হয়ে উঠে। অনুরূপভাবে রোযা এবং হজ্জের মাধ্যমে পবিত্রতার পরিবর্তে অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা জন্মে।'** তিনি (আ.) বলেন, **'স্মরণ রেখো! অহংকার শয়তান থেকে উৎসারিত আর শয়তান বানিয়েই ছাড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এথেকে দূরে না সরবে ততক্ষণ এটি সত্য গ্রহণ এবং ঐশী কল্যাণের ধারার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কোনভাবেই অহংকার করা উচিত নয়। জ্ঞান, সম্পদ, প্রতিপত্তি, জাত, গোষ্ঠি এবং বংশ সবই মূল্যহীন। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব কারণেই অহংকার সৃষ্টি হয়। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজেকে এসব আত্মশ্লাঘা হতে পবিত্র ও মুক্ত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত খোদার দৃষ্টিতে মনোনীত হতে পারে না। এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান যা অনিয়ন্ত্রিত আবেগ-অনুভূতির আবর্জনাকে ভস্মিভূত করে, তা তাকে দেয়া হয় না, এটি শয়তানের অংশ। একে আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেন না। শয়তান অহংকার করেছিল এবং নিজেকে আদমের চেয়ে বড় মনে করেছিল আর বলেছিল,**

> *সত্যবাদীদের সাহচর্য দেয়ার জন্য এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাবলী আমাদের নাগালের মাঝে আছে তা আমাদের জন্য অনেক বড় একটি নিয়ামত, তাই জামাতের এগুলো অনেক বেশি পাঠ করা উচিত।*

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ
وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

(সূরা আল্ আ'রাফ:১৩)

এর ফলাফল যা দাঁড়িয়েছিল তাহলো, সে খোদা তাআলার দরবার হতে বিতাড়িত হয় এবং আদম পদস্খলন হেতু (যেহেতু তত্ত্বজ্ঞান দেয়া হয়েছিল তাই) স্বীয় দুর্বলতা স্বীকার করে, ফলে খোদা তাআলার কৃপাভাজন হয়। তিনি জানতেন যে, খোদা তাআলার কৃপা ছাড়া কিছুই হতে পারে না। তাই দোয়া করেছেন

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(সূরা আল্ আ'রাফ:১৩)'

(মলফুযাত ৪র্থ খন্ড-পৃ:২১১-২১২; নবসংস্করণ)

অতএব সত্যিকার আত্মশুদ্ধি লাভের এটিই রহস্য এবং প্রকৃত মু'মিন ও শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের মাঝে এটিই পার্থক্য। এথেকে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয় যে, শয়তান অহংকারবশে

أَنَا خَيْرٌ

এর ধ্বনি উচ্চকিত করেছিল এবং বড়াই করেছিল কিন্তু আদম খোদা তাআলা প্রদত্ত তত্ত্বজ্ঞানের কল্যাণে এই রহস্যটি বুঝেছিলেন এবং একান্ত বিনয়ের সাথে এই দোয়া করেছিলেন,

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(সূরা আল্ আ'রাফ:১৩)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা আমাদের প্রাণের উপর অত্যাচার করেছি যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো এবং রহম না করো তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো।

অতএব আজও এই দোয়াই আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপক ক্ষমা আকর্ষণ করবে, পাপ হতে রক্ষা করবে এবং ভুল-ভ্রান্তি ও শিথিলতাকে গোপন করবে এবং আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হবে।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সর্বদা আত্মবিশ্লেষণের সুযোগ দিন। আমরা যেন খোদা তা'লাকেই সকল পূণ্যকর্মের উৎস জ্ঞান করি। সকল পাপ হতে স্বয়ং নিজেকে পবিত্র করতে পারি এবং এ লক্ষ্যে নিরবধি চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি আর সর্বদা খোদা তাআলার ক্ষমার সন্ধানী হই। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

(প্রাপ্ত সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক–লন্ডন)

আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব

যুক্তরাজ্যের ২০০৯ সালের বার্ষিক জলসায় প্রদত্ত প্রফেসর সালেহ্ মুহাম্মদ আলাদীন সাহেবের বক্তৃতা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ *اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ]آمين

অধমের বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব। বাহ্যিক চোখ দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার সত্ত্বা দেখা যায় না ঠিকই তবে শক্তিশালী দলিল-প্রমাণ দ্বারা তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণিত। চন্দ্র-সূর্য এবং তারকারাজি নিরবধি আমাদের সেবায় নিয়োজিত। আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয় ফলে বিভিন্ন প্রকার রিয্ক আমরা লাভ করি। আকাশ এবং পৃথিবীর প্রতিটি কণা স্বীয় অপূর্ব বা বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাঁর অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রতিটি জীব-জন্তু স্বীয় সৃষ্টিশৈলী দ্বারা খোদার প্রতি ইঙ্গিত করে। প্রত্যেক মানুষ যে উৎকণ্ঠার সময় তাঁকে ডাকে, তা সে যে ধর্মের সাথেই সম্পর্ক রাখুক না কেন আল্লাহ্ তাআলা তার প্রার্থনা শ্রবণ করেন আর তার কষ্ট দূরীভূত করে আপন অস্তিত্বের প্রমাণ দেন। পূত-পবিত্র বান্দাদের সাথে তিনি কথাও বলেন আর বাক্যালাপ দ্বারা আপন সত্ত্বা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন। তিনি নবীদেরকে অদৃশ্যের বিশেষ জ্ঞান প্রদান করেন। তাদের মাধ্যমে সেসব বিস্ময়কর অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ করেন এবং চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও তাদের সফলতা দান করে জানিয়ে দেন যে, আমি আছি।

বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা অনেক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি আর এই ফলাফলে উপনীত হই যে, অবশ্যই এই বিশ্বের একজন খোদা থাকা প্রয়োজন। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

(সূরা আল্ ইবরাহীম:১১)

যারা ধর্মে বিশ্বাস করেন– জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের কাছে বড় একটি মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার কালাম বা ঐশী গ্রন্থ। যেভাবে জামাতে আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.) তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় বলেন,

'সকল প্রশংসা আদি অন্তের প্রভুর!
যাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা
আমাদের নেই।
যাঁকে আমরা চিনেছি তাঁর কালামের
মাধ্যমে।

আদিকাল থেকেই আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক জাতিতে স্বীয় নবী প্রেরণ করে এসেছেন আর তাদেরকে নিজ বাণী দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আমাদের নেতা ও মনিব খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর উপর পবিত্র কুরআন আকারে স্বীয় মহান গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যা তাঁর অস্তিত্বের একটি অতুলণীয় দলীল বা প্রমাণ। ***আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদীন ওয়া আলা আলে মুহাম্মদীন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।***

আমাদের সাবেক ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আল্লাহ্ তাআলার অপার কৃপায় ১৯৯৮ সনে Revelation, Rationality, Knowledge and Truth নামে একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ রচনা করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। **'ইলহাম-আকল-ইলম আওর সাচ্চায়ী'** নামে এর উর্দূ অনুবাদও (বাংলা নাম: ইলহাম, সহিষ্ণুতা, জ্ঞান এবং সত্য-অনুবাদক) ছাপা হয়েছে। এছাড়া আরবী এবং ভারতের মালায়লম ভাষায়ও এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এই মহান গ্রন্থে বিজ্ঞান সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের

বিভিন্ন আয়াত এবং আগামীর সাথে সম্পর্কযুক্ত পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করেছেন যদ্বারা আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের বিস্ময়কর প্রমাণ পাওয়া যায়। অধম এই বক্তৃতা প্রস্তুত করার সময় সেই গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর পদমর্যাদা জান্নাতে উন্নীত করুন, আমীন।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীদেরকে অদৃশ্যের বিভিন্ন সংবাদ প্রদান করেন যা তাদের জীবদ্দশায় পূর্ণ হয়ে খোদার অস্তিত্বের শক্তিশালী দলীল প্রদান করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) স্বীয় গ্রন্থে লিখেন:

'খোদার জ্ঞান স্থান-কাল এবং সীমানার ঊর্ধ্বে কিন্তু মানুষের ন্যায় নয়। যদিও সেসব জ্ঞান যা মানুষের শক্তি ও নৈপুণ্য বহির্ভূত তা খোদার ইচ্ছায় ওহীর মাধ্যমে লাভ করা যেতে পারে। যেভাবে পবিত্র কুরআন বলে:

فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ

(সূরা আল্ জিন্ন:২৭-২৮)

অর্থ: বস্তুত: তিনি তাঁর মনোনীত নবী ছাড়া অন্য কারো কাছে অদৃশ্যের সংবাদ প্রকাশ করেন না।

এটি জেনে রাখা আবশ্যক যে, উপরোক্ত আয়াত, নবী নন এমন কেউ সত্য স্বপ্ন, কাশ্ফ অথবা ইলহামের মাধ্যমে অদৃশ্যের জ্ঞান অর্জন করার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয় না। তবে এটি অবশ্যই বলেছে যে, নবীদের ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহ্ তাআলার অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে কোন ক্ষেত্রেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারে না।

এখানে যে নীতির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা হলো, নবীদের ছাড়া অন্য যাদেরকে এই জ্ঞান দান করা হয় তা ইলহামের আলোকেই হোক না কেন– তা প্রাঞ্জলতা, নির্ভুলতা এবং পূর্ণতার মাপকাঠিতে কোনভাবেই সেই জ্ঞানের মোকাবিলা করতে পারে না যা নবীদেরকে প্রদান করা হয়। এই **ইলমে লুদুন্নি** (খোদা প্রদত্ত জ্ঞান-অনুবাদক) যা মূলত: নবীদের দেয়া হয় তা সাধারণত আধ্যাত্মিক জগত এবং পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। ঐশী বাণী পার্থিব জ্ঞানের প্রত্যেক বস্তুর অগণিত শ্রেণীকে পরিবেষ্টন করে রাখে কিন্তু এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এর মাধ্যমে সর্বজ্ঞ খোদার অস্তিত্ব এবং নবীদের সত্যতা সম্পর্কে মু'মিনদের ঈমানে দৃঢ়তা লাভ করা।' *(Revelation, Rationality, Knowledge and Truth P.238)*

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)–এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ্

এই উপক্রমণিকার পর আমি মহানবী (সা.)-এর একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করছি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যা পূর্ণ হয়ে আল্লাহ্ তাআলার মহান অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করছে। মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: ***'লা ইউতরাকুন্নাল কিলাসু ফালা ইউসআ আলাইহা'*** *(মুসলিম-বাব নুযূলুল ঈসা)*

অর্থাৎ, উষ্ট্রী পরিত্যক্ত হবে আর এতে চড়ে দ্রুত ভ্রমন করা হবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণী এত স্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। আরবে ভ্রমনের জন্য উট একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল– একে 'মরুর জাহাজ' বলা হতো কিন্তু এখন রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী, উড়ো জাহাজ, বাষ্পীয় জাহাজ আবিস্কৃত হয়েছে ফলে এখন উটের পরিবর্তে আরব দেশে মোটর গাড়ীতে সফর করা হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ও মাহদীয়ে মা'হুদ (আ.) বলেন:

'আরবের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে যে ব্যক্তি কিছুটা অবহিত তিনি খুব ভালো ভাবেই জানেন, উট আরবের পুরনো বন্ধু আর আরবী ভাষায় প্রায় হাজারের কাছাকাছি উটের নাম রয়েছে। উটের সাথে আরব বাসীর এত পুরনো সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায় যে, আমার জানা মতে আরবী ভাষায় প্রায় বিশ হাজারের মত কবিতা আছে যাতে উটের উল্লেখ রয়েছে আর আল্লাহ্ তাআলা ভালভাবেই জানেন যে, আরববাসীর হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য আর ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব তাদেরকে অনুধাবন করানোর লক্ষ্যে উটের এ ধরনের মহান বিপ্লবের উল্লেখ করার চেয়ে উত্তম আর কোন উপায় নেই।' *(তোহফা গোলড়ভীয়া-রূহানী খাযায়েন-৭ম খন্ড– পৃ: ১৯৬-১৯৭)*

পবিত্র কুরআনে এ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা এভাবে উল্লেখ আছে:

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

(সূরা আত্ তাকভীর:৫)

চিন্তা করে দেখ! কত প্রাঞ্জলভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে অথচ যা মহানবী (সা.)-এর যুগে ছিল চরম আশ্চর্যের, আলহামদুলিল্লাহ্। হাদীস শরীফে যেখানে উট পরিত্যক্ত হবার উল্লেখ রয়েছে সেখানে একটি নতুন বাহন আবিষ্কার হবার কথাও সবিস্তারে বর্ণিত

হয়েছে, আর তা রেলগাড়ীর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছে। বিষয়টিকে এভাবে হাদীসের আলোকে বুঝানো হয়েছে যে, দাজ্জালের একটি চিহ্ন হবে এরূপ অর্থাৎ সে একটি আলো ঝলমলে গাধার উপর আরোহন করবে। তার মাথার উপর ধোঁয়ার পাহাড় থাকবে আর সেই গাধা দিনরাত চলাচল করবে। সকাল-সন্ধা যাত্রীদের আহবান জানাবে। কয়েক মাইল পর্যন্ত তার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়বে। মাসের সফর সপ্তাহে আর সপ্তাহের সফর একদিনে এবং দিনের সফর ঘন্টায় আর ঘন্টার পথ মিনিটে পাড়ি দিবে। সে মানুষকে তার পেটের মধ্যে বসাবে। এই গাধায় লাইট এবং জানালা থাকবে। প্রতি ছয় মাইল অন্তর অন্তর তার পদক্ষেপ পড়বে।

দাজ্জালের গাধার উপরোক্ত আলামত রেল গাড়ীর মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। রেলগাড়ী দিবারাত্র চলাচল করে আর প্রতি ছয় মাইল পর পর তার পদক্ষেপ অর্থাৎ ষ্টেশন হয়ে থাকে। রেলগাড়ী যাত্রীদেরকে নিজের পেটের মধ্যে ধারণ করে সে আগুন ও পানির সাহায্যে অর্থাৎ বাষ্পের সাহায্যে চলাচল করে। একবার চিন্তা করে দেখ! চৌদ্দশ’ বছর পূর্বে মানুষকে রেলগাড়ী কেমন তা কীভাবে বুঝানো সম্ভব হতো? যা কিছু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তার চেয়ে উত্তমরূপে বুঝানোর আর কোন ভাষা জানা নেই। রেলগাড়ী আমাদেরকে স্মরণ করায় যে, আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় মনিব মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর গ্রন্থে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন।

বাহন হিসেবে উট পরিত্যক্ত হবার ভবিষ্যদ্বাণী এবং রেল গাড়ী আবিস্কারের ভবিষ্যদ্বাণীটি যে যুগেই পূর্ণ হতো না কেন, তা একান্ত ঈমান উদ্দীপক হতো। ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্বটি আরো বেড়ে যায় যখন আমরা দেখি যে, তা পূর্ণ হবার নির্ধারিত সময়ও পূর্বেই বলে দেয়া হয়েছিল, অর্থাৎ কখন এই বিপ্লব সাধিত হবে। একথা বলা হয়েছিল যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে হবে আর এটি তাঁর সত্যতার একটি অন্যতম নিদর্শন হবে। অতএব দেখুন! যে শতাব্দীতে সর্বপ্রথম রেলগাড়ী আবিস্কৃত হয়েছে ঠিক সেই শতাব্দীতেই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী– মসীহ্ মাওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি ১৮৩৫ সনে জন্ম গ্রহণ করেন আর ১৮৯১ সনে আল্লাহ্ আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে ইলহাম পেয়ে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হবার দাবী করেন। রেলগাড়ী যুক্তরাজ্যে আবিস্কৃত হয়। ১৮২৫ সনে প্রথম জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য রেলগাড়ী চালু হয় এবং যুক্তরাজ্যের ডারলিংটন হতে স্টকটন যায়। রেলগাড়ী আবিস্কার করেন জর্জ স্টিফেনসন। ১৮৩৬ সনে লন্ডনে রেলগাড়ী চলাচল আরম্ভ করে। ভারতে সর্বপ্রথম ১৮৫৩ সনে বোম্বে থেকে থানে পর্যন্ত রেলগাড়ী চলাচল করে এবং ৩৪ কি:মি: দূরত্ব সোয়া এক ঘন্টায় অতিক্রম করে। এরপর এতটাই উন্নতি করে যে, ১৯১০ সন নাগাদ ভারতে ৩২ হাজার মাইল পর্যন্ত লাইন বসানো হয়ে যায়।

মহানবী (সা.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দী পার হয়েছে কিন্তু ঠিক সেই শতাব্দীতে রেলগাড়ী আবিস্কৃত হয়েছে, যে শতাব্দীতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। এক শতাব্দী আগে বা পরে নয়। নাউযুবিল্লাহ্ যদি কোন খোদা না থেকে থাকেন তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, মহানবী (সা.) কীভাবে জানলেন যে, রেলগাড়ী এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.) একই যুগে আসবেন। ***আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদীন ওয়া আলা আলে মুহাম্মদীন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।***

নবীর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে অদৃশ্য জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া। মোটকথা এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হয়। এছাড়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতাও প্রতিপন্ন হয়। কেননা উনবিংশ শতাব্দীতে অন্য কেউ মসীহ্ মাওউদ হবার দাবী করেন নি আর অন্য কেউই উষ্ট্র পরিত্যক্ত হবার এবং রেলগাড়ী আবিস্কার হওয়াকে নিজের সত্যতার স্বপক্ষে নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করেন নি।

পবিত্র কুরআনের সূরা আত্ তকভীরে ১২ বার ইযা বাক্য দ্বারা ১২টি মহান ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করা হয়েছে। যা বর্তমান যুগে পূর্ণ হয়ে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের প্রমাণ পেশ করছে। এরমধ্য হতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে:

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

(সূরা আত্ তাকভীর:৮)

এবং যখন বিভিন্ন জাতির লোকদেরকে একত্রিত করা হবে।

আমাদের MTA (মুসলিম টেলিভিশন আহ্মদীয়া ইন্টারন্যাশনাল) অনবরত এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা স্মরণ করায়। আমাদের প্রতি এটি আল্লাহ্ তাআলার কত বড় অনুগ্রহ, আমাদের প্রিয় ইমাম

যে স্থানেই বক্তব্য প্রদান করুন না কেন গোটা বিশ্বের আহমদীরা তাঁর বক্তব্য হতে কল্যাণমন্ডিত হতে পারে, আলহামদুলিল্লাহ্। এছাড়া এমটিএ ইসলাম প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমও বটে। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই ইলহামের পূর্ণতা স্মরণ করায় যে, **'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো'**।

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবার আরেকটি দিক হচ্ছে, এ যুগে জ্ঞানের সকল শাখার সাথে সম্পর্কিত সমাজ গঠণ করা হয়েছে, বিভিন্ন দেশে সম্মেলন ইত্যাদি হয়ে থাকে এবং দূরদূরান্তের মানুষ একস্থানে সমবেত হয়ে ভাবের আদান-প্রদান করে। ব্যাপক হারে টেলিফোন ব্যবহৃত হয়, এর মাধ্যমে আমরা দূরদূরান্তের দেশে বসবাসকারী মানুষের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে কথা বলি। ফ্যাক্স এবং ইমেইলের মাধ্যমে আমাদের চিঠিপত্র উড়োজাহাজের চেয়েও দ্রুতগতিতে গন্তব্যে পৌঁছে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে চিঠিপত্র প্রেরণের জন্য রেলগাড়ীও ছিল না। ***আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদীন ওয়া আলা আলে মুহাম্মদীন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।***

অধম এখন কুরআনের আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী উপস্থাপন করছি যা বর্তমান যুগের সাথে সম্পর্কযুক্ত আর তাও অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে পূর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআন তা এভাবে বর্ণনা করেছে:

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ

(সূরা আত্ তাকভীর;১২)

অর্থাৎ একটি যুগ আসবে যখন আকাশের আবরণ তুলে ফেলা হবে অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা যথেষ্ট উন্নতি করবে।

সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তফসীরে কবীরে বলেন, **'আকাশের আবরণ তুলে ফেলা হবে অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা বিস্ময়কর উন্নতি করবে। আমাদের ভাষায়ও বলা হয় যে, তোমরা তো চুলচেরা বিশ্লেষণ করো। যার অর্থ হচ্ছে, তোমরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় উদঘাটন করো। মোটকথা এ যুগে জ্যোতির্বিদ্যা কল্পনাতীত উন্নতি করেছে এবং নভোমন্ডলে যাতায়াত, বিশ্বের বিস্তৃতি, সৃষ্টি জগত এবং গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা গত সহস্র সহস্র বছরেও হয়নি।'**

গ্যালিলিও ১৬০৯ সনে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিস্কার করেছিলেন। আর তিনি তারকারাজির আধিক্য দেখে 'থ' মেরে গিয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার চার'শ বছর অতিবাহিত হবার পর এ বছর জাতিসংঘের আহবানে গোটা বিশ্ব International Year of Astronomy উদ্‌যাপন করছে। বর্তমান অবস্থায় কেবল যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানেই দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপিত রয়েছে তা নয় বরং পৃথিবীর চতুর্পার্শ্বেও দূরবীক্ষণ যন্ত্র ঘূর্ণায়মান রয়েছে।

দু'শ বছর পূর্বে একটি তারকার দূরত্ব সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল না। ১৮৩৮ সনে প্রথম একটি তারার দূরত্ব জানা গিয়েছিল আর তা ছিল দশ আলোকবর্ষ। অর্থাৎ সেখান হতে আমাদের কাছে আলো পৌঁছতে সময় লাগে দশ বছর– যদিও আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কি:মি:। সূর্য পনের কোটি কি:মি: দূরত্বে অবস্থান করছে সেখান হতে আলো আসতে সময় লাগে মাত্র আট মিনিট। যদিও এসব তারকা সূর্য হতে প্রায় দশ লক্ষ গুণ দূরত্বে রয়েছে, এই তারকা (সিগনি) Sygni-61 নামে পরিচিত আর এই দূরত্বের জ্ঞান অর্জনকারী বিজ্ঞানির নাম হচ্ছে, F.W Bessel। যদিও সূর্যও একটি নক্ষত্র কিন্তু নিকটে অবস্থানের কারণে এত বড় এবং উজ্জ্বল বলে প্রতিভাত হয়। বর্তমান অবস্থা এমন যে, আমরা দূর-দূরান্তের নক্ষত্ররাজি এবং ছায়াপথসমূহের দূরত্বও জানতে পারি, যেখান হতে আলো আমাদের কাছে পৌঁছতে কোটি-কোটি বছর সময় লাগে, মোটকথা কোটি-কোটি বছর পূর্বে যে বিশ্ব ছিল আমরা তা আজ দেখছি। আজ যদি আমরা সংবাদ পাই যে, আরো অন্যান্য গ্যালাক্সি অর্থাৎ ছায়াপথ আবিস্কৃত হয়েছে আর সেখান হতে আলো আসতে দশ কোটি বছর সময় লাগবে তাহলে আমরা বিস্মিত হই না কেননা এমন কথা শুনতে আজ আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি, যদিও দশ কোটি আলোকবর্ষ অনেক দীর্ঘ দূরত্ব। মোটকথা পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ

এত সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ***সুবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মদিন ওয়া আলে মুহাম্মদ।***

এবার আমি রসূলে করীম (সা.)-এর আর একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করতে চাচ্ছি, যার সম্পর্ক রয়েছে সূর্যের সাথে। হাদীস শরীফে এসেছে: ***'লা ইয়াখরুজুল মাহদী হাত্তা তাতলুআশ্***

***শামসু আয়াতান'* অর্থাৎ হযরত ইমাম মাহদী তখন আবির্ভূত হবেন যখন সূর্যের মাধ্যমে একটি নিদর্শন প্রকাশ পাবে।** *(বেহারুল আনোয়ার)*

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বারাহীনে আহমদীয়ার পঞ্চম খন্ডের ১৮১ পৃষ্ঠায় এই ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করে বলেন: **'এবং লেখা আছে যে, তখন সূর্যের মাধ্যমে একটি নিদর্শন প্রকাশিত হবে সুতরাং এটি এখন জানা কথা এবং দূরবীক্ষণের মাধ্যমে দেখাও সম্ভব।'**

নি:সন্দেহে নভোমন্ডলে সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্তু হচ্ছে সূর্য। অতীতকাল থেকে মানুষ সূর্য দেখে আসছে আর বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞজনরাও প্রত্যক্ষ করেছেন। এতদসত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে আমরা এটি জানতাম না যে, সূর্য কোন কোন উপাদানে গঠিত আর এর তাপমাত্রা কত। ১৮১৪ সনে একজন বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী যার নাম ছিল ফ্রাউনহফার, তিনি সূর্যের আলো বিশ্লেষণ করে দেখতে পান যে, সূর্যের আলোতে বিভিন্ন রঙ ছাড়াও কতক কৃষ্ণরেখা রয়েছে। এটি বিজ্ঞানের অনেক বড় এক গবেষণা। আর সূর্যের এই Spectrum অর্থাৎ বর্ণালীকে Fraunhofer Spectrum বলা হয়। অধমের দৃষ্টিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সূর্যের ভেতর একটি নিদর্শনের যে উল্লেখ করেছেন তা এই Fraunhofer Spectrum-ই, যা দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং স্পেকট্রোসকোপ অর্থাৎ বর্নালীবিক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে। Fraunhofer এটি বুঝতে পারেননি যে, সূর্যের আলোতে কৃষ্ণরেখা কেন রয়েছে? দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পর ১৮৫৯ সনে অন্য আরেকজন জার্মান বিজ্ঞানী কার্শফ এই রহস্য উদঘাটন করেছেন। রহস্যটি হচ্ছে, সূর্যের চতু:পার্শ্বে একটি আবহমন্ডল আছে যেখানে সূর্যের চেয়ে তাপমাত্রা কম আর তা সেই আলো হতে এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে আকর্ষণ করে আর এর ফলে এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের স্থলে কৃষ্ণরেখা দৃশ্যমান হয়।

পরবর্তীতে সূর্যের এই আবহমন্ডলের নাম দেয়া হয়েছে Chromosphere (ক্রোমোসফেয়ার)। সূর্যের যে উপরিভাগ আমরা দেখতে পাই তাকে Photosphere (ফটোসফেয়ার) বলা হয়। আদি যুগ থেকে মানুষ সূর্যের একটি আবহমন্ডল সম্পর্কে অবহিত ছিল যাকে Corona (করোনা) বলা হয় আর তা ছিল সাদা রঙের এবং পূর্ণ সূর্য গ্রহণের সময় যা সূর্যের চতু:পার্শ্বে দেখা যায়। তিন হাজার বছরের অধিক কাল থেকে আমরা Corona (করোনা)-র সাথে পরিচিত।

সূর্যের Photosphere (ফটোসফেয়ার) এবং Corona (করোনা)-র মধ্যস্থলে যে Chromosphere (ক্রোমোসফেয়ার) রয়েছে তা উনবিংশ শতাব্দীর গবেষণার আবিস্কার। মোটকথা Fraunhofer Spectrum-উনবিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর মৌলিক আবিষ্কার যদ্বারা সূর্যের আবহমন্ডল সম্পর্কে জ্ঞান লাভে অসাধারণ সহায়তা পাওয়া যায়। সূর্যের Spectrum বা বর্ণালী সম্পর্কে গবেষণার ফলে এটি জানা যায় যে, সূর্য কোন কোন উপাদানে গঠিত। এখানে চিত্তাকর্ষক বিষয় হচ্ছে, হিলিয়াম (এক প্রকার গ্যাস) পৃথিবীতে নয় বরং সূর্যে প্রথম আবিস্কৃত হয়েছে এর বর্ণালীর মাধ্যমে। গ্রীক ভাষায় সূর্যকে হিলিওস বলা হয় তাই এর নাম হিলিয়াম রাখা হয়েছে। ১৮৬৮ সনে সূর্যের বর্ণালী নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে হিলিয়াম আবিস্কার করা হয়েছে আর এর অনেক বছর পর ১৮৯৫ সনে তা পৃথিবীতে আবিস্কৃত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। বর্তমানে সূর্য নিয়ে বড় বড় গবেষণা হচ্ছে কিন্তু Solar Physics বা 'সৌর পদার্থবিদ্যা' বিষয়ের সূচনা হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে আর এক্ষেত্রে Fraunhofer Spectrum-এর মৌলিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ***সুবহান-াল্লাহে ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মদিন ওয়া আলে মুহাম্মদ।***

পবিত্র কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে বর্তমান বিজ্ঞানের সত্যায়ন

এখন এই অধম পবিত্র কুরআনের এমন একটি মহান সত্যতা সম্পর্কে উল্লেখ করতে চায় যা উনবিংশ শতাব্দীতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বড় গবেষণাগুলোর অন্যতম একটি গবেষণা। অধম উল্লেখ করেছিলাম যে, নক্ষত্ররাজির দূরত্ব জানার সূচনা হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। এরপর দ্রুততার সাথে উন্নতি ঘটেছে বিংশ শতাব্দীতে, আমরা এটিও জানতে সক্ষম হয়েছি যে, নক্ষত্ররাজি যা আকাশে বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণ করতে দেখা যায় তা এক বিশাল ব্যবস্থাপনার অংশ যাকে গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ বলা হয়। আমাদের ছায়াপথে কমবেশি দশ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে। এরমধ্যে একটি হচ্ছে আমাদের সূর্য। সূর্য ছায়াপথের কেন্দ্র হতে দশ হাজার আলোকবর্ষ দূরত্বে রয়েছে। আর ছায়াপথের কেন্দ্রবিন্দুর চতু:পার্শ্বে এক পাক খেতে সূর্যের সময় লাগে বিশ কোটি বছর, যদিও সূর্যের গতি প্রতি সেকেন্ডে ২০০ কিলো মিটারের অধিক। এই

ছায়াপথ এতটাই বড় যে, এর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আলো পৌঁছতে এক লক্ষ বছর সময় লাগে। ১৯২০ সনের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূল সমস্যা ছিল, এই মহাবিশ্বে আমাদের ছায়াপথই কি একমাত্র ছায়াপথ না-কি আরো কোন ছায়াপথ আছে। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বলেন, আরো অনেক ছায়াপথ আছে। এছাড়া মহাবিশ্বে সাধারণত গ্যালাক্সিগুচ্ছ অর্থাৎ Cluster of Galaxies দেখতে পাওয়া যায়। ১৯২৯ সনটি ঐতিহাসিক বছর যখন হাবল এর মাধ্যমে এই অপূর্ব আবিস্কার হয়েছে যে, এই গ্যালাক্সীসমূহের বিপুল সমাগম একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আর আমাদের থেকে যে গ্যালাক্সীর দূরত্ব বেশি তার দুরে সরার গতিও ততটাই বেশি। এই আবিস্কারকে হাবলের সূত্র বলা হয়। বর্তমান যুগে মহাবিশ্ব সম্পর্কে নতুন করে যেসব তথ্য জানা গেছে তার মধ্যে এটি মৌলিক গুরুত্ব রাখে। এথেকে জানা গেছে যে, আমাদের মহাবিশ্ব স্থির নয় বরং প্রসারিত হচ্ছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

(সূরা আয যারিয়াত:৪৮)

অর্থাৎ এবং আমরা আকাশকে একটি বিশেষ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছি আর নিশ্চয়ই আমরা সম্প্রসারণকারী।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর গ্রন্থে বলেন, স্মরণ রাখা আবশ্যক এমন মহাবিশ্বের ধারণা যা প্রতিনিয়ত বিস্তৃত হচ্ছে তা কেবল পবিত্র কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে অন্য আর কোন ঐশী গ্রন্থে এর প্রতি দূরতম ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। মহাবিশ্ব ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করছে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এই আবিস্কার অত্যন্ত গুরুত্ব রাখে কেননা, এর ফলে বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য বুঝা তাদের জন্য সহায়ক হচ্ছে। আবিস্কারের দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্ব সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপসমূহ এমনভাবে সুস্পষ্ট করে যা বিগ ব্যাং (Big Bang) এর দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে পুরো সামঞ্জস্য রাখে।' *(Revelation, Rationality, Knowledge and Truth-p.261)*

নাউযুবিল্লাহ্ পবিত্র কুরআন যদি খোদার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত না হতো তাহলে প্রশ্ন উঠতো যে, মহানবী (সা.) কি করে জানলেন যে, আমাদের বিশ্ব সংবদ্ধ এবং কোন স্থির বস্তু নয় বরং প্রসারিত হচ্ছে, আর এটি বিংশ শতাব্দীর গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত। আর শক্তিশালী দূরবিক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এবং ছায়াপথের আলো বিশ্লেষণ করে তার Spectrum অর্থাৎ বর্ণালী সম্পর্কে গভীর গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে।

আলবার্ট আইনস্টাইনকে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী বলে গণ্য করা হয়। তার Relativity Theory বা আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে তিনি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েছিলেন যে, বর্তমান বিশ্ব বিস্তৃত হচ্ছে কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন যে এমনটি হতে পারে না তাই তিনি স্বীয় সূত্রে পরিবর্তন এনে তাতে Cosmological Constant নামক একটি ধ্রুবক যুক্ত করেছেন যাতে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত না হয়। হাবল যখন এটি প্রমাণ করেন, সত্যিই বিশ্ব বিস্তৃত হচ্ছে তখন তিনি এই কর্মকে The biggest blunder of my life বলেছেন অর্থাৎ এটি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল। এবার দেখুন! পবিত্র কুরআনে এত বেশি বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যা মূলতঃ বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতেও ইতোপূর্বে ছিল বিস্ময়কর। এটি কি প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ্ আছেন আর তিনি তাঁর পবিত্র রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেছেন?

গ্যালাক্সী সমূহের পরস্পর হতে দূরে সরে যাবার ঘটনা দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, অনেক কাল পূর্বে সকল গ্যালাক্সী পরস্পরের খুবই নিকটে ছিল। বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বর্তমানে যে দৃষ্টিভঙ্গী স্বীকৃত তা হচ্ছে সূচনালগ্নে বিশ্বের সকল উপকরণ ক্ষুদ্র একটি স্থানে সংবদ্ধ ছিল আর তা প্রচন্ড গরম এবং এর ঘনত্ব ছিল খুব বেশি। এরপর একটি বিগব্যাং অর্থাৎ মহা বিস্ফোরণ ঘটে ফলে সেসব উপকরণ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে তারপর সেসব অংশ ধীরে ধীরে পরস্পর হতে দূরে সরে যেতে থাকে। এর মধ্য হতে বিভিন্ন সৌর জগত এবং নক্ষত্ররাজি জন্ম নিয়েছে। ১৯৬৫ সনে Radio Astronomy'র (বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান) মাধ্যমে একটি বিশ্ব ৩ ডিগ্রি কেলভিন এর তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে মানুষ জানতে পেরেছে, যদ্দারা এই দৃষ্টিভঙ্গী স্বীকৃতি পেয়েছে। বিংশ শতাব্দীর এই মহান গবেষণা সম্পর্কেও পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। পবিত্র কুরআন বলেঃ

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا
مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

(সূরা আল্ আম্বিয়া:৩১)

অর্থঃ যারা অস্বীকার করেছে তারা কি

এটি দেখে নাই যে, আকাশসমূহ্ এবং পৃথিবী উভয়ই সংবদ্ধ (পিন্ডাকারে) ছিল। অত:পর আমরা উভয়কে ছিড়ে-ফেড়ে পৃথক করে দিলাম এবং পানি হতে আমরা প্রত্যেক জীবিত বস্তুর উদ্ভব করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর অনুদিত কুরআন মজীদের উর্দূ অনুবাদে এই আয়াত সম্পর্কে নোট দিয়েছেন: **‘এটি এমন আয়াত যা বিশ্বের রহস্যকে এমনভাবে উন্মোচন করে যা সে যুগের মানুষের দৃষ্টিতে ছিল কল্পনাতীত।’** তিনি বলেন, **‘গোটা বিশ্ব দৃঢ়সংবদ্ধ এমন বলের মত ছিল যা থেকে কোন বস্তু বাইরে বেরোতে পারতো না তারপর আমরা একে বিষ্ফোরণ ঘটাই ফলে নিমেষে পুরো বিশ্বের এখেকে উদ্ভব ঘটে, তারপর পানির মাধ্যমে প্রত্যের জীবিত বস্তু সৃষ্টি করে।’**

বর্তমান বিজ্ঞানের সূত্র মতে চৌদ্দশ কোটি বর্ষ পূর্বে বিগ ব্যাং এর ঘটনা ঘটেছিল। ১৪০০ বছর পূর্বে পবিত্র কুরআনের এটি বর্ণনা করা কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। পবিত্র কুরআন বলে, তবুও কি মানুষ ঈমান আনবে না? আমেরিকার একজন বিজ্ঞানী মি: হ্যারি এল শিপম্যান তার গ্রন্থ Black Holes, Quasars and the Universe (Haughton Moffin Company, Boston University-USA,1976 P-288) এর শেষদিকে লিখেন: **‘বিগ ব্যাং (Big Bang) এর দৃষ্টিভঙ্গী একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ। কে এই উপকরণ সৃষ্টি করেছিলেন যা প্রচন্ডরূপে বিষ্ফারিত হয়েছে। জ্যোতির্বিদদের কাছে এর কোন উত্তর নেই। আমাদের দৃষ্টি সে পর্যন্ত পৌঁছে যায় যখন বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে কয়েক সেকেন্ড পূর্বে মাত্র কিন্তু সেখানে গিয়ে আমাদের দৃষ্টিশক্তি থেমে যায়। এই সৃষ্টি সমস্যাকে দার্শনিক এবং ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানীদের কাঁধে তুলে দিয়ে এই পুস্তক এখানেই শেষ হচ্ছে।’**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর অসাধারণ গ্রন্থ ইসলামী নীতি দর্শনে এই প্রশ্নের উত্তর এভাবে দিয়েছেন, তিনি বলেন: **‘দ্বিতীয় প্রমাণ, খোদা আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআন খোদা তা'লাকে সব কারণের আদি কারণ নির্দিষ্ট করেছে। যেমন খোদা বলেন,**

وَاَنَّ اِلٰی رَبِّکَ الْمُنْتَھٰی

(সূরা আন্ নাজম: ৪৩)

অর্থাৎ: কার্য ও কারণের সকল শৃঙ্খল তোমার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের নিকট গিয়ে শেষ হয়। এই যুক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা জানতে হলে গভীর চিন্তার প্রয়োজন। যত কিছু আছে সবই কার্য ও কারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এই জন্য পৃথিবীতে নানারূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। কেননা সৃষ্টির কোন অংশই এই শৃঙ্খল বহির্ভূত নয়। কোনটি অন্য কোনটির জন্য সূত্র আবার কোনটি শাখা বা প্রশাখা। এটি সুস্পষ্ট যে, কোন একটি কারণ হয় স্বীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত নয়তো তার অস্তিত্ব অন্য কোন কারণ হতে উদ্ভূত হবে। তারপর দ্বিতীয় কারণ অন্য কারণের উপর নির্ভরশীল এবং এই প্রকারেই সমগ্র শৃঙ্খল নির্মিত। এটি হতে পারে না যে, এই সসীম জগতে কার্য ও কারণের শৃঙ্খল কোথাও গিয়ে শেষ হবে না। আর অসীম হলেও প্রয়োজনের খাতিরে মানতে হয় যে, এই শৃঙ্খল নিশ্চয় কোন না কোন কারণে পৌঁছে শেষ হয়েছে। অতএব এই সব শৃঙ্খল যাঁর কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে তিনিই খোদা। চক্ষু মেলে দেখ! وَاَنَّ اِلٰی رَبِّکَ الْمُنْتَھٰی **এই আয়াত সংক্ষিপ্ত কথায় কি সুন্দরভাবে উপরোল্লিখিত যুক্তি প্রদান করছে। এর অর্থ হচ্ছে, সব শৃঙ্খল তোমার স্রষ্টা পালনকর্তায় পৌঁছে শেষ হয়েছে।**

(ইসলামী নীতি দর্শন–পৃ:৬৪)

পবিত্র কুরআনে এই সত্য বিবরণও বর্ণিত হয়েছে যে, সবকিছুই নশ্বর। সূরা আর্ রাহমানে বলা হয়েছে:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقٰى وَجْهُ
رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

(সূরা আর্ রাহমান:২৭-২৮)

অর্থাৎ: ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর, এবং অবিনশ্বর হয়ে থাকবে কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি প্রতাপ এবং সম্মানের অধিপতি।

এরপর সূরা আর্ রা'দে বলেন:

كُلٌّ يَجْرِيْ لِاَجَلٍ مُسَمًّى

অর্থাৎ: ঘুর্ণায়মান গ্রহ-নক্ষত্র সবই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গতিশীল থাকবে। এগুলো সর্বদা চলমান থাকবে না। বর্তমান যুগের বিজ্ঞান পবিত্র কুরআনের এই সত্যকেও সত্যায়ন করেছে। আমরা যুগ যুগ ধরে এটি দেখে আসছি যে, মানুষ জন্ম নেয়, বড় হয় তারপর একসময় আবার দুর্বলতার যুগ আসে পরিশেষে সে মারা যায়, অনুরূপভাবে জীবজন্তু এবং উদ্ভিদের উপর মৃত্যু নেমে আসে কিন্তু পৃথিবী এবং নভোমন্ডলেরও যে ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসবে, এটি বর্তমান যুগের গবেষণা থেকে প্রমাণিত। মরুভূমির বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর

বয়স নিরূপন করা যেতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীর বয়স সাড়ে চার'শ কোটি বছর বলে ধারণা করা হয়। সূর্য এবং সৌরজগতের বয়স পাঁচ'শ কোটি বছর বলে অনুমান করা হয়। এবং ধারণা করা হচ্ছে যে, সূর্যের ভেতর যে হাইড্রোজেন জ্বলছে এবং নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে হিলিয়ামে পরিবর্তিত হচ্ছে, তা আগামী প্রায় পাঁচ'শ কোটি বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। এরপর সূর্যের আকৃতি অনেক বড় হয়ে যাবে। বুধ গ্রহ পর্যন্ত সূর্য বিস্তৃত হয়ে পড়বে। প্রচন্ড গরমে সে সময় আমাদের পৃথিবীর সমুদ্রের পানি বাষ্পিভূত হয়ে উড়ে যাবে এবং এ ধরা পৃষ্ঠ হতে প্রাণের অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে। এরপর সূর্যের আরেক পর্যায় আসবে যখন তা সংকুচিত হতে থাকবে, এমনকি এর আকৃতি একটি গ্রহের সমান হয়ে যাবে। তখন সূর্যের আলো হ্রাস পাবে। এধরনের নক্ষত্রকে White Dwarf বলা হয়। এই যুগ যেন সূর্যের বার্ধক্যের যুগ হবে। **(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন:** (Exploration of the Universe by Abell)

সূর্য হলুদাভ দেখা যায়। তারকারাজির বিভিন্ন রঙ হয়ে থাকে আর বয়সও ভিন্ন ভিন্ন। মোটকথা অগণিত তারকারাজি যা এখন ঘূর্ণায়মান তাদের সবার বয়সই সীমিত। যেভাবে পবিত্র কুরআন বলেছে.

كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى

অর্থাৎ: সবই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গতিশীল থাকবে। বর্তমান বিজ্ঞানও একে সমর্থন করে।

'অধুনা গবেষণা এ ব্যাপারে একমত যে, Proton (পরমাণু কেন্দ্রের অঙ্গীভূত ধণাত্মক আধানযুক্ত কণিকা-অনুবাদক)-এর একটি নির্ধারিত বয়স আছে, যা অতিক্রম করার ক্ষমতা তার নেই; যদিও পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষকগণ ইতোপূর্বে Proton এর আয়ুষ্কাল অসীম বলে মনে করতো' (Revelation, Rationality, Knowledge and Truth-p.273)

পদার্থ বিজ্ঞানের একটি স্বীকৃত সূত্র হচ্ছে এন্ট্রপি (Entropy) সর্বদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থাৎ, মহাবিশ্বে (Disorder) বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলাফল হচ্ছে, **'মহাবিশ্বে যেসব উপাদান আছে তার খুব সামান্য অংশ শক্তির আকারে নষ্ট হতে থাকে এবং একে কখনই পুনরায় কোনভাবে অর্জন করা যায় না।'**

এছাড়া হুযূর আকদাস (রাহে.) তাঁর গ্রন্থে লিখেন:

'ক্ষয়ীষ্ণু এবং অনাদি-অনন্ত একসাথে চলতে পারে না। বস্তু অনবরত ক্ষয় হওয়া সত্ত্বেও অবশিষ্ট থাকবে তা অসম্ভব। প্রত্যেক ক্ষয়শীল বস্তু অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে।'

মোটকথা যেভাবে বিশ্বের সূচনা খোদা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ইঙ্গিত করে অনুরূপভাবে বিশ্বের ধ্বংসও খোদা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ইঙ্গিত করছে। সৈয়দনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর একটি দূর দৃষ্টিসম্পন্ন উদ্ধৃতি পাঠ করে বক্তৃতা শেষ করছি। তিনি স্বীয় গ্রন্থ ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তকে বলেন:

'অত:পর তিনি তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটি সূক্ষ্ম যুক্তি দিয়েছেন আর তা হলো:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(সূরা আর্ রাহমান:২৭-২৮)

অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিষ লয়শীল এবং যিনি অবিনশ্বর, তিনি হলেন খোদা! মহাপ্রতাপান্বিত ও মহামর্যাদাবান। এখন দেখ, যদি আমরা ধরে নেই যে, পৃথিবী রেণু রেণু হয়ে যাবে এবং নক্ষত্রনিচয় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং তার লয়ের নিমিত্ত এমন এক বায়ুর প্রবাহ সৃষ্টি হবে যে, এসব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তবু বুদ্ধি ও যুক্তি একথা মানবে ও স্বীকার করবে, বরং সুস্থ বিবেক এটিই আবশ্যক জ্ঞান করবে যে, এই সম্যক লয়ের পরেও একটা কিছু অবশিষ্ঠ থাকবে, যা লয় হবে না। এবং পরিবর্তন স্বীকার করবে না বরং স্বীয় প্রথম অবস্থায় অনড় থাকবে। অতএব তিনিই সেই খোদা, যিনি সকল লয়শীল অস্তিত্ব প্রকাশ করেছেন এবং স্বয়ং লয়ের হস্ত হতে নিরাপদ রয়েছেন।' (ইসলামী নীতি দর্শন-পৃ:৬৬)

আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে স্বীয় তত্ত্বজ্ঞান লাভের তৌফিক দিন, আমীন।

ওয়া আখিরুদ্ দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

(অনুবাদ: আহমদ তারেক মুবাশ্বের)

ফিতরানা ও ফিদিয়া

১। এবছর ফিতরানা ধার্য্য হয়েছে ৬০/- (ষাট) টাকা। প্রত্যেকের জন্য এমনকি নবজাতক শিশুর জন্যও ফিতরানা প্রদান করা আবশ্যকীয়। যারা অসচ্ছল তারা অর্ধেক হারে ফিতরানা প্রদান করতে পারেন।

২। যারা একান্ত অপারগতার জন্য রোযা রাখতে পারবেন না তারা অবশ্যই ফিদিয়া প্রদান করবেন। এবছর শহরের জামা'তের জন্য ন্যুনতম ফিদিয়ার হার ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা এবং গ্রামের জামা'তের জন্য ন্যুনতম ফিদিয়ার হার ৭০০/- (সাত শত) টাকা। যারা সামর্থবান তারা রোযা রাখা সত্বেও ফিদিয়া প্রদান করতে পারেন।

সেক্রেটারী তরবীয়ত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

সারা বছরের পাপকে ধুয়ে মুছে পরিশুদ্ধ করার মাস রমযান

মাহমুদ আহমদ সুমন

আমরা পবিত্র মাহে রমযান অতিবাহিত করছি। সময়ের সাথে সাথেই প্রতি বছর মহান সাধনার ব্রত নিয়ে এ মাস আমাদের সামনে এসে হাজির হয় এক নতুন আঙ্গিকে। এ মাস সারা বছরের পাপকে ধুয়ে মুছে পরিশুদ্ধ করার মাস, পবিত্র কুরআনের নূরে আলোকিত হবার মাস, বেহেশতী স্পন্দনে আলোরিত হয়ে খোদার সন্তুষ্টি অন্বেষণে নব উদ্যমে ঝাপিয়ে পড়ার মাস এ পবিত্র রমযান।

রোযা হচ্ছে ইসলামী ইবাদতের তৃতীয় রোকন। আরবী ভাষায় রোযাকে সাওম বলা হয়। যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে চুপ থাকা, বিরত থাকা। কোন কোন বিশ্লেষণ মোতাবেক সাওমকে বলা হয়েছে নিজেকে দৃঢ়তার সাথে নিবৃত্ত রাখা এবং সুদৃঢ় পন্থায় দৈহিক চাহিদাসমূহকে সংযত রাখা। এই অর্থসমূহের দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলামী পরিভাষায় রোযার প্রকৃত অর্থ ও মর্ম কি। বস্তুতঃ রোজা হচ্ছে নফসের খাহেশ ও আশা-আকাঙ্খাসমূহকে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সংযত রাখা এবং লোভ-লালসা উৎসাহ ব্যঞ্জক রঙ্গিন পরিমন্ডলে নিজের দেহ-মন-প্রাণকে সংযত, সুদৃঢ়ভাবে বিমুক্ত রাখা। ব্যবহারিক জীবনে প্রাত্যহিক কর্মকান্ডের মাঝে সাধারণতঃ নফসানী খাহেসসমূহ এবং মানবিক লোভ-লালসা ও উচ্চাকাঙ্খাসমূহের বিকাশস্থল হচ্ছে তিনটি। যথা, খাদ্য, পানীয় এবং নারী। এই তিনটি উপকরণ এবং উপায় থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দৈহিক ও আত্মিক সম্পর্কসমূহকে সংযত ও সুসংহত রাখার নামই শরীয়ত মোতাবেক রোযা।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–রমযান মাস সেই মাস যাতে নাজেল করা হয়েছিল কুরআন যা মানবজাতির জন্য হেদায়াত ও ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এই মাসকে পায় সে যেন এতে রোজা রাখে; (২ ঃ ১৮৬)।

হাদীসে বলা হয়েছে–হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাসের আন্তরিকতার ও উত্তম ফল লাভের আশায় রমজান মাসে রোজা রাখে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে।' (বুখারী, মুসলিম)

হযরত রাসূলে করীম (সা.) আরও বলেছেন ঃ রমযান মাসের প্রত্যেক রাতে আল্লাহ্ তাআলা একজন আহ্বানকারী ফেরেশ্তাকে পাঠান, যিনি এসে ঘোষণা দেন, হে মঙ্গলাকাঙ্খী! সামনে এগিয়ে চল! সামনে এগিয়ে চল! কেউ এমন আছে না কি যে দোয়া করে তার দোয়া যেন কবুল করা হয়? কেউ কি ক্ষমা প্রার্থনা করছে যে, তাকে যেন ক্ষমা করা হয়? কেউ কি তওবা করছে যে, তার তওবা যেন কবুল করা হয়?" (কনযুল উম্মাল)

আমরা সারা বছরে অনেক দোষত্রুটি করে থাকি আর এসব দোষত্রুটি ঢেকে নতুন জীবন লাভ করার একটি সুযোগ মহান খোদা তাআলা আমাদের দান করেছেন। তাই আমাদের উচিত এ মাসের প্রতিটি দিন তাঁর ইবাদতে রত থাকা। আর এই দোয়া করতে থাকা যে, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এই পবিত্র রমযানে তোমার প্রিয়জনদের মত করে দোয়া করার শক্তি দাও। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর উম্মতের জন্য, তাঁর প্রিয় অনুসারীদের জন্য যে সমস্ত দোয়া করে গেছেন আমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী বানাও, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে তোমার প্রিয় বান্দা বানাও। আমরা যেন সর্বদা তোমার সামনে ঝুঁকে থাকি। হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতি দয়া কর, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এ রমজানের সীমাহীন কল্যাণ প্রদান কর। প্রত্যেক অনিষ্ট আর মন্দ থেকে বাঁচাও, তোমার রহমতের ও ফজলের চাদরে আমাদেরকে চিরদিন আবৃত করে রাখ, আমিন, সুম্মা আমিন।

সোয়াইন ফ্লুর প্রতিশেধক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) সম্প্রতি সোয়াইন ফ্লু সম্পর্কে সকলকে অবগত করেছেন, নিম্নে হুযূর (আই.)-এর দিক নির্দেশনা প্রদত্ত সোয়াইন ফ্লু-এর প্রতিশেধক ও চিকিৎসা পত্র প্রদত্ত হলো।

প্রতিশেধক ঃ

Aconite+Arsenic Alb+Gelsemium-200

সপ্তাহে একবার (তিন সপ্তাহ)

Flu *হয়ে গেলে চিকিৎসা ঃ*

(i) Influenzinum+Bacillinum-200

দিনে দুই বার তিন চার দিন

(ii)ArsenicAlb+Arnica+ Bapstisia+Heper Sulph+ Nat. Sulph-30

দিনে ৩ বার

(সাপ্তাহিক আল ফযল লন্ডন)

পবিত্র মাহে রমযান–তিন সম্মিলিত ইবাদত

আহমদ জাকির হোসেন

পবিত্র রমযান মাসের সাথে ইবাদতের গভীর এক সম্পর্ক বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে রমযান মাসকে যদি ইবাদতের মেরাজ বলা হয় তাহলে অত্যুক্তি হবে না। রোযা ইবাদতের দরজা স্বরূপ। এ সম্পর্কে হযরত নবী করীম (সা.) বলেন–"প্রত্যেক জিনিসের একটি দরজা থাকে আর ইবাদতের দরজা হল রোযা।" *[জামেউস সাগীর]*

পবিত্র রমযান মাসের ইবাদতের বদৌলতে আল্লাহ্র অশেষ ফযলে মানুষের গুনাহ্ মাফ হয়ে থাকে। খোদা তাআলার নৈকট্য, তাঁর দীদার লাভের ও আধ্যত্মিকতার উন্নয়ন যা রমযান মাসের মূল লক্ষ্য তা সবই এ মাসের ইবাদতের ফল। আর কতই না উত্তম হতো যদি রমযান মাসের ইবাদতের দ্বারা এরূপ গভীর চিত্র আমাদের মানসপটে এবং এই সাথে ইবাদতের যে অভ্যাস তা আমাদের মাঝে সারা বছর বজায় থাকতো। এই ক্ষেত্রে রাসূল করীম (সা.) এর এই হাদীস আমাদের জন্য দিক নির্দেশের কাজ করেছে যাতে তিনি বলেছেন, এক রমযান আরেক রমযানের আগমন পর্যন্ত সকল গুনাহ্র কাফ্ফারার মাধ্যম হয়ে থাকে।

দারকুতনীর আরেকটি হাদীসে আছে–

"*যখন দেখবে রমযান মাস নিরাপদে চলে গিয়েছে তা হলে মনে করো সারা বছর তোমার জন্য নিরাপদ।*"

সুতরাং সারা বছরের শান্তি, নিরাপত্তা ও নিরাপদের খাতিরে রমযানের পবিত্রতা ও এর অধিকারের প্রতি যত্নবান হোন এবং রমযান মাসের ইবাদতগুলি এর শর্ত মোতাবেক আদায় করুন। এখন আমি এমন তিনটি ইবাদতের কথা উল্লেখ করতে যাচ্ছি যা একজন মানবকে সত্যিকারের মু'মিনে পরিণত করে দিতে পারে। এ সকল ইবাদত আদায় করার মাধ্যমে একদিকে যেমন তার নৈতিক ও শারীরিক উন্নতি সাধিত হয় অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতা এক পবিত্র স্রোতধারা তাঁর হৃদয়ে প্রবাহিত হয়। সেগুলোর মধ্যে প্রথম ইবাদত হলো নামাযে **তাহাজ্জুদ,** দ্বিতীয় হল **লাইলাতুল কদর** এবং তৃতীয়টি হল **এ'তেকাফ**।

নামাযে তাহাজ্জুদ

পাঁচ ওয়াক্ত নামায সকলের জন্য আদায় করা আবশ্যক। এটা আল্লাহ্ তাআলার হুকুম। কিন্তু এমন এক নামাযের কথা তিনি আদায় করতে বলেছেন যাতে তিনি মু'মিনদেরকে এই শুভসংবাদ দিচ্ছেন–**"আসা আইয়াঁব আসাকা রাব্বুকা মাক্বামাম মাহমুদা"** অর্থাৎ অচিরেই তোমার প্রতিপালক, এর প্রতিদানস্বরূপ তোমাকে বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। *[সূরা বনী ইসরাঈল ৮০]*

আর সেই মহান বরকতময় ইবাদত হলো নামাযে তাহাজ্জুদ। রমযান মাসে যদি অধিক ইবাদত করা যায় তাহলে তা হবে একজন মু'মিনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রমযান মাসে নামাযে তাহাজ্জুদের ফযীলত সম্পর্কে রসূলে মকবুল (সা.) বলেছেন–যে ব্যক্তি ঈমানের আগ্রহে এবং সওয়াবের নিয়তে রমযানের রাত্রিতে ওঠে নামায আদায় করে তাঁর সকল গুণাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। *[বুখারী কিতাবুস সাওম]* এ সম্পর্কে আরো একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য তা হলো হযরত রসূল আকরাম (সা.) বলেছেন–"আমাদের প্রভু প্রতিপালক আল্লাহ্ রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হন তখন তিনি তাঁর বান্দাদের সম্বোধন করে বলেন, কে আছে যে আমার কাছে কিছু চায় আর আমি তাকে তা দান করি, কে আছে যে আমাকে ডাকে আর আমি তার ডাকে সাড়া দেই, কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা যাচনা করে আর আমি তাকে ক্ষমা করে দেই। *[তিরমিযী]*

সুতরাং এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, নামাযে তাহাজ্জুদ খোদা ও তাঁর বান্দার মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টি করার সূতিকাগার, আর রমযান মাসে বেশি বেশি এই ইবাদত করার মাধ্যমে রমযানের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

হাজার মাস অপেক্ষা সর্বোত্তম, পবিত্র ও কল্যাণময় রাত লাইলাতুল কদর

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে লাইলাতুল কদরকে সর্বোত্তম রাত্রির স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আল্লাহ্র প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিদের সময়কেও লাইলাতুল কদর বলা হয়েছে। সুফীরা প্রত্যেক ব্যক্তির 'প্রকৃত ও গ্রহণীয় তওবা' কবুল করার সময়কেও লাইলাতুল কদর বলেছেন। উম্মতে মোহাম্মদীয়ার সর্ববাদী সম্মত মত অনুযায়ী লাইলাতুল কদর প্রত্যেক রমযানেই এসে থাকে। হাদীস থেকে জানা যায়, এই রাত রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিগুলোর একটি। এই রাত হল কল্যাণ, আশীষ, রহমত ও বরকতের রাত।

হযরত রসূল আকরাম (সা.) এই সম্পর্কে বলেছেন–"এই মাস তোমাদের মাঝে এসেছে এবং এর মধ্যে এমন একটি রাত্রি আছে যা হাজার মাস থেকে উত্তম। যে ব্যক্তি এই রাত্রির দ্বারা উপকৃত হয়নি সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। আর এর ফযল ও বরকত থেকে শুধুমাত্র হতভাগারাই বঞ্চিত থাকে!" *[ইবনে মাজাহ]*

লাইলাতুল কদর এই দিক থেকেও সম্মানিত যে, এই রাত্রিতে কুরআন মজীদের মতো মহান কিতাব নাযিল

হয়েছে। পবিত্র কুরআনে রয়েছে "আমরা কুরআনকে বরকতময় রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি।" *[সূরা আদ দুখান ৪২]*

পবিত্র কুরআনে আরো রয়েছে "এই রাত্রিতে প্রত্যেক নির্ধারিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়।" "এই রাত তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ। যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।" সর্বোপরি এই রাত্রি হলো খোদা তাআলার অগণিত রহমত, ফযল ও কল্যাণের বারিধারা অবতীর্ণ হওয়ার রাত। যার ফলশ্রুতিতে খোদা ও তার বান্দার মাঝে সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। হাদীসে রয়েছে–"যখন লাইলাতুল কদর আসে তখন জীব্রাঈল (আ.) সহ অন্য ফেরেশতাদের অবতীর্ণ হওয়ার ভিড় লেগে যায় এবং প্রত্যেকে ঐ বান্দার জন্য দোয়া করতে থাকে যে দাঁড়িয়ে অথবা বসে তাঁর খোদাকে স্মরণ করে। *[বুখারী]*

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লাইলাতুল কদরের কথা বলতে গিয়ে বলেন–"পবিত্র কুরআন মজীদে যে লাইলাতুল কদরের কথা রয়েছে যা হাজারো মাস থেকে উত্তম-এর তিন প্রকারের অর্থ রয়েছে। প্রথমত রমযান মাসের একটি রাত লাইলাতুল কদর, দ্বিতীয়ত রসূল করীম (সা.) এর সময়কাল আরো একটি লাইলাতুল কদর, তৃতীয়ত ঐ সময় লাইলাতুল কদর যখন বান্দাকে খোদার দরবারে কবুল করা হয়। [মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ-৫৩৬]

অতঃপর তিনি বলেন–"আমরা লাইলাতুল কদরের উভয় অর্থকেই মানি। একটি হল কিছু রাত এমন আসে যাতে খোদা তাআলা দোয়া কবুল করে থাকেন। আরেকটি হল এর অমানিশার সময় যখন সর্বদিকে অন্ধকাকার ছেয়ে যায়। প্রকৃত সত্য-এর কোন নাম নিশানা পৃথিবীতে থাকে না।" *[মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃ-৪৯৩]*

অত:পর তিনি আরো বলেন– আরেকটি লাইলাতুল কদর হলো রাতের এমন অংশ যখন খোদা স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে ঘোষণা করেন–এমন কি কোন বান্দা আছে যার দোয়া ও ক্ষমা যাচনা আমি কবুল করি। *[আল হাকাম, ৩১ জুলাই, ১৯০৬]*

লাইলাতুল কদরের দোয়া

একবার হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যদি আমি জেনে যাই যে, আজকের রাত্রি লাইলাতুল কদর তখন আমি কি দোয়া করবো? রসূল করীম (সা.) বললেন–তুমি এই দোয়া করো **"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ'ফুউন তুহিব্বুল আফউয়া ফা'আফু আন্নি"–অর্থাৎ হে খোদা! তুমিতো সর্বোত্তম ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করাকে পছন্দ কর সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর।** *[মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল]* রমযান মাসের শেষ দশকের কোন রাত্রি লাইলাতুল কদর এ সম্পর্কে সর্বজন গৃহীত কোন মতামত পাওয়া যায় না। হযরত ইবনে ওমর (রা.) এর একটি রেওয়ায়েতে এসেছে যে, রসুল মকবুল (সা.)কে স্বপ্নে রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিতে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছে। [বুখারী]

তাই লাইলাতুল কদর হল একজন মু'মিনের সর্বোচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার রাত। তাই রমযানের শেষ বিজোড় রাতগুলোর প্রতিটি সময় যেন ইবাদতের দ্বারা পূর্ণ থাকে সেদিকে সর্বদা আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত।

সাধনা ও সংযমের ইবাদত এ'তেকাফ

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সাধনার এক অপূর্ব সওগাত নিয়ে প্রতি বছর মাহে রমযান আসে। এই মাসে একটি ত্যাগ-তিতিক্ষাপূর্ণ ইবাদতের নাম হলো এ'তেকাফ।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন–"আঁ হযরত (সা.) রমযানের শেষ দশকে এ'তেকাফে বসতেন আর এই ধারাবাহিকতা তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পবিত্র সহধর্মিনীরাও এ'তেকাফে বসতেন।" *[বুখারী, কিতাবুস সাওম]*

এ'তেকাফের আভিধানিক অর্থ হল কোন স্থানে কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করা। ইসলামের পূর্বেও এ'তেকাফ ব্যবস্থা জারী ছিল। একবার হযরত উমর (রা.) বলেন– "হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি হেরেম শরীফে এক রাত্রি এ'তেকাফ করার মানত করেছিলাম তা কি আদায় করবো? রসূল (সা.) বললেন–তা আদায় করো।" [বুখারী]

পবিত্র রমযান মাসে এ'তেকাফ করা ছাড়াও অন্য সময়েও এ'তেকাফ করা যায়। কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রমযান মাসের এ'তেকাফ সর্বাগ্রে। এই এ'তেকাফই রসূল (সা.)-এর সুন্নতের দ্বারা প্রমাণিত। রোযা ফরজ হওয়ার পর থেকে রসূল (সা.) নিয়মিত এই এ'তেকাফ করতেন। যখন রোযা ফরজ হয়েছিল তখন একবার আঁ হযরত (সা.) রমযানের দ্বিতীয় দশকে এ'তেকাফ করেছিলেন কিন্তু যখন বিশতম রোযা শুরু হল তখন তিনি সাহাবীদের বলেন "রমযানের শেষ দশকে আমি লাইলাতুল কদরকে দেখতে পেয়েছি তাই তোমরা এই দশকে এ'তেকাফ করো।" এই বছরের পর থেকে রসূল (সা.) প্রত্যেক বছর রমযানের শেষ দশকে এ'তেকাফ করতেন।

এ'তেকাফ সম্পর্কিত মসলা-মাসায়েল

এ'তেকাফের সূচনা হয় বিশতম রমযান থেকে এবং এ'তেকাফকারীর এ'তেকাফ ঈদের চাঁদ দেখার পর সম্পূর্ণ হয় এবং সে মসজিদ থেকে বের হতে পারে। আঁ হযরত (সা.) এর এ'তেকাফ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন–"হুযূর (সা.) ২০ তম রমযানের ফজরের নামাযের পর এ'তেকাফে বসতেন।" [বুখারী, মুসলিম]

অনেক আলেমের মতে বিশতম রমযানের ফজরের নামাযের পরিবর্তে ১৯তম রমযানের সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই এ'তেকাফে বসতে হয়। কারো মতে বিশতম রমযানের ফজরের নামাযের পরপরেই এ'তেকাফে বসা উচিত। আমাদের কাছে উভয় পদ্ধতিই সঠিক তবে বিশতম রমযানের ফজরের নামাযের পরে বসা উত্তম কেননা এর ফলে রসূল করীম (সা.) এর সুন্নত আমল করার সুযোগ হবে। [ফিকাহ আহমদীয়া]

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন–" বিশ রমযানের সকালে এ'তেকাফে বসতে হয়। এটা দশ দিন বা এগারদিনের জন্যও হতে পারে।" [আল ফজল ৩রা নভেম্বর ১৯১৪]

এ'তেকাফকারী জরুরী প্রয়োজন বশত: মসজিদের বাইরে যেতে পারে। যেমন প্রাকৃতিক ডাক বা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে। হাদীসে বর্ণিত আছে রসূল করীম (সা.) এ'তেকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে বাইরে গিয়ে রোগী দেখে আসতেন। কিন্তু রাস্তার এদিক-সেদিক তিনি যেতেন না এবং সেখানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করতেন না। এ'তেকাফ জামে মসজিদে করতে হয়। যদি সম্ভবপর না হয় তাহলে অন্য মসজিদে করা যায়। এ'তেকাফ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা নিষিদ্ধ। পবিত্র কুরআন মজিদে রয়েছে অর্থাৎ তোমরা মসজিদে এ'তেকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলন করো না। [আল বাকারা ঃ ১৮৮]

এ'তেকাফ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন আসে যে, এ'তেকাফের জন্য কি রোযা রাখা আবশ্যক? ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক (রহ.) এ সম্পর্কে বলেছেন–রোযা রাখা আবশ্যক। কেননা হাদীসে আছে, "লা এ'তেকাফু ইল্লা বিসাওমিন।" অর্থাৎ রোযা ব্যতীত এ'তেকাফ শুদ্ধ নয়। কিছু ফিকাহবিদ বলেন এ'তেকাফের জন্য রোযা আবশ্যক নয়। কারণ যদি এ'তেকাফরত অবস্থায় কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে তার এ'তেকাফ বজায় থাকে।

এ'তেকাফকারীর সাথে তার স্ত্রী-সন্তানগণ দেখা করতে পারে। রসুল করীম (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণ তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাৎ এর জন্য মসজিদে নববীতে আসতেন। একবার হযরত সুফিয়া (রা.) তাঁর (সা.) সঙ্গে দেখা করতে আসলেন। হযরত সুফিয়া (রা.)-এর ঘর মসজিদ থেকে কিছুটা দূর ছিল। রসূল করীম (সা.) স্বয়ং তাঁকে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসলেন। [বুখারী] কিন্তু প্রয়োজন ব্যতিরেকে ঘরে যাওয়া ঠিক নয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এ'তেকাফকারী কি দুনিয়াবী কাজে কথা বলতে পারে। তিনি বলেন–"অতীব জরুরী হলে বলা যেতে পারে। রোগীকে দেখতে যেতে কিংবা অত্যন্ত প্রয়োজনে বলা যেতে পারে। [বদর ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯০৮]

মহিলাগণ মসজিদে এ'তেকাফ করতে পারে কিন্তু ঘরের এক কোনাকে নির্দিষ্ট করে এ'তেকাফ করা সর্বোত্তম। [হিদায়াহ]

এ'তেকাফরত অবস্থায় যদি মহিলাদের ঋতুস্রাব শুরু হয় তাহলে এ'তেকাফ ছেড়ে দিতে হবে এবং মসজিদ থেকে চলে যেতে হবে। এ'তেকাফকারী যিকরে ইলাহীতে সর্বদা রত থাকবে এবং অতিরিক্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। তবে একদম নীরব থাকা ঠিক নয়। হিদায়ায়ে উল্লেখ আছে "এ'তেকাফকারীর জন্য নীরব থাকা শোভনীয় নয় কারণ নীরব থাকা কোন নেকী নয়।"

এ'তেকাফের সওয়াব

এ'তেকাফ করার সওয়াব সম্পর্কেও হাদীসে অনেক বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত আছে "রসূল করীম (সা.) এ'তেকাফকারী সম্পর্কে বলেছেন– এ'তেকাফকারী মসজিদে থাকার ফলে অনেক গুনাহ্ থেকে বেঁচে যায় আবার মসজিদে থাকার ফলে অনেক নেকী থেকেও বঞ্চিত হয় কিন্তু সেগুলোর সওয়াবও তার জন্য লিখে দেওয়া হয়।" [ইবনে মাজাহ]

রসূল করীম (সা.) এ'তেকাফরত অবস্থায় এই দোয়া করতেন, "হে আমার খোদা! আমি তোমার কসম খেয়ে বলছি যে পর্যন্ত আমার ওপর তোমার রহমত বর্ষণ না করবে আমি কোন ভাবেই দোয়া থেকে বিরত হবো না।"

রোযার বিধান এজন্য দেয়া হয়েছে যে রোযা রেখে যেন রোযাদারের মাঝে তাকওয়ার বীজ উপ্ত হয়। প্রতি বছর রোযা আমাদের কাছে প্রশিক্ষণরূপে এসে থাকে। মাহে রমযানের নির্দিষ্ট সময়ে রোযা রাখতে হয়, সেহরী ও ইফতার করতে হয়। তারাবীহ্ ও তাহাজ্জুদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। রোযাদার যদি সচেতন হয় তবে তার বিবেক তাকে অবশ্যই নাড়া দিবে যে মানবতার কত বড় মহান ও ঐশী শিক্ষা রোযার মাঝে রয়েছে। সব শ্রেণীর লোকের মাঝে ঐক্য, সাম্য, প্রেম, হৃদ্যতা, শৃংখলাবোধ, পরিশ্রম, কষ্ট, সহিষ্ণুতা, অনুবর্তিতা, উত্তম আচরণ, সৌজন্য, সংযম এবং সর্বোপরি খোদার সন্তুষ্টি লাভের প্রচেষ্টা এ সব কিছুর পরিপূর্ণ এক সম্ভার হলো মাহে রমযান। এই মাহে রমযানে ইবাদতের যে বিশাল সুযোগ রয়েছে তা বড়ই তাৎপর্যবহ ও বরকতপূর্ণ। যে নিতান্তই দুর্ভাগা এবং অপরিণামদর্শী একমাত্র সে-ই এ কল্যাণ হতে নিজেকে বঞ্চিত রাখে।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে মাহে রমযানের সকল ইবাদতের প্রস্রবন থেকে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন (আমীন)।

(মাসিক খালিদ অবলম্বনে লিখিত)

ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ডেস্ক থেকে
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত

পাকিস্তানে আরেকজন আহমদী ভ্রাতার শাহাদত বরণ

লন্ডন, ৮ আগষ্ট, ২০০৯ : অতীব দু:খের সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জানাচ্ছে যে, এ জামা'তের আরেকজন সদস্য রানা আতাউল করীম (৩৬)কে বিগত ৬ আগষ্ট, ২০০৯ পাকিস্তানের মূলতানে শহীদ করা হয়েছে। কেবল মাত্র আহমদী হবার কারণেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। সুশিক্ষিত এই কৃষিবিদ জনাব করীম অপরাহ্নে অল্প ক'মিনিটের জন্য গৃহ ত্যাগ করে ফিরে এসে দেখেন তিনজন যুবক তার বাড়ীতে ঢুকে তার স্ত্রীকে শোবার ঘরে তালা লাগিয়ে আটকে রেখেছে। জনাব করীমকে তিনটি গুলি করা হয় এবং ঘটনাস্থলেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হামলাকারীরা তাৎক্ষণিকভাবে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তার স্ত্রী ও দুই কন্যা বেঁচে আছেন।

পাকিস্তানে অপর এক ঘটনায় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের এক সপ্তাহের মাথায় এ হত্যাকান্ড ঘটানো হলো। বর্তমানে পাকিস্তানের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্বনেতা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, *"পাকিস্তানের অবস্থা খুবই গুরুতর। তথাকথিত মুসলমানরা ইসলামের নামকে কলঙ্কিত করে চলছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের চরমপন্থীরা সে দেশের খৃষ্টান সংখ্যালঘুদের ওপর ভয়ঙ্কর নির্দয়তা আরোপ করে চলছে। দেশটি আইন শৃঙ্খলাহীনতার বিপাকে পতিত। সরকার যদিও এর উল্টো অবস্থা দাবী করার প্রয়াস চালাচ্ছে। রীতি মোতাবেক যেখানে নিরীহ নাগরিক অথবা গোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, সেক্ষেত্রে এরা সকল আইন ও শৃঙ্খলা বিস্মৃত হয়ে রয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।"*

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্প্রতি সংঘটিত খৃষ্টান সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করেছে। সেদেশে যা ঘটেছে এবং উপরন্তু আহমদীগণের ওপর যে অত্যাচার চলছে তা পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.) এর পবিত্র শিক্ষার সাথে সম্পূর্ণ বেমানান। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে–**"ধর্মে কোন *জোর জবর দস্তি নেই।"*** কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এটা এমন এক নিষেধাজ্ঞা যা মুসলিম বিশ্বের কিছু অংশ বিস্মৃত হয়ে গেছে। এ কারণেই পাকিস্তানে রানা আতাউল করীমের মত আহমদীরা শহীদ হয়ে চলছে এবং এ উদ্দেশ্যেই পাকিস্তান সরকার ১৯৭৪ ও ১৯৮৪ সনে তাদের সংসদে পাশ করা আহমদী বিরোধী কালো আইন এখনও জারি রেখেছে।

আত্মনিধনের এই দু:সময় থেকে উত্থিত হতে চাইলে পাকিস্তানকে সততা ও সাধুতার সাথে পরিচালনা করতে হবে। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, *"পাকিস্তানের রাজনীতিবিদগণ চরমপন্থী যাজকদের ভয়ে ভীত। এ কারণে ন্যায় বিচারের কোন উদাহরণ দেশটিতে দেখা যায় না।"*

বিশ্বনেতা কর্তৃক আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জার্মানীর ৩৪ তম বার্ষিক জলসার উদ্বোধন

লন্ডন, ১৪ আগষ্ট, ২০০৯ : আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) অদ্য তার দেয়া জুমুআর খুতবার মাধ্যমে জার্মানী জামা'তের ৩৪তম জলসা সালানার উদ্বোধন করেন যা এমটিএ-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

তিনদিনের এই সম্মেলন শুরু হয়েছে মেনহেম শহরের মেইমার্ক্ট-এ। আশা করা যাচ্ছে এতে উপস্থিতি হবে প্রায় ৩০ হাজার যাদের মধ্যে বান্ডেস্টাগ এর অনেক সদস্য এবং জার্মানীর অনেক শহরের মেয়রগণ উপস্থিত থাকবেন।

সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে ইসলাম ধর্মের প্রতি কুধারণা এবং কার্যত: ঘৃণা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা এ কারণে হয়েছে যে, ইসলামের নামকে একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠি এমনমাত্রায় কলঙ্কিত করেছে যে, দেখা যায় অনেকেই ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সমর্থক এবং শক্তিদ্বারা ধর্ম পরিবর্তনের ধর্ম বলেই মনে করে। তাদের এসব ভ্রান্ত ধারণার প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ২০০৯ সালের এ বার্ষিক জলসার মূল ভিত্তি হচ্ছে, এটা প্রকাশ করা যে, "ইসলাম অর্থ শান্তি"। জলসার বক্তৃতাসমূহের বেশ ক'টিতে ইসলামের এ' মৌলিক শিক্ষা বর্ণনা করা হবে।

মানবতার সেবা এবং প্রতিবেশী মানুষের প্রতি ভালবাসার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব তাঁর এ খুতবা প্রদান করেন। তিনি বলেন, *"আমাদের উচিত সর্বদা অন্যের যত্ন নেয়া, সর্বদা তাদের প্রাপ্য-অধিকার মেনে নেয়া, প্রতিবেশীর সাথে স্নেহশীল আচরণ করা, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ভালবাসা পূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সর্বদা ন্যায়পরায়ণতার সাথে আচরণ করা। স্মরণ রাখতে হবে যে, একটি সৎ কাজ সর্বদা অন্যকে প্রভাবিত করে।"*

হুযূর আকদাস (আই.) তাঁর বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলেন, "প্রত্যেক মানুষ নিষ্পাপ হয়ে জন্ম নেয় এবং মানবপ্রকৃতির প্রবণতা হচ্ছে ভালোর দিকে ঝুঁকা। একটি মানব শিশুর লালন-পালন এবং পরিবেশই তাকে ভাল অথবা মন্দের দিকে ধাবিত করে"।

উপসংহারে হুযূর আকদাস (আই.) মালয়েশিয়ার আহমদী মুসলমানগণ যে সব সমস্যার সম্মুখীন রয়েছে সেই বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করে বলেন, *"মালয়েশিয়ার আহমদীগণ বর্তমানে বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন। সেই দেশের সরকার তাদের বিরুদ্ধে অনেক বাধা নিষেধ আরোপ করে চলছে। তবুও সে সব কঠিন শর্তাবলী মেনে নিয়েই আজকের দিনে তারাও বার্ষিক জলসা করছে। আল্লাহ্ সকল দিক দিয়ে তাদের হেফাযত করুন।"*

আহমদী মহিলাগণের মনের প্রকৃত শান্তি নর-নারীর বাস্তব সমতার কারণেই সৃষ্টি হয়

লন্ডন, ১৫ আগষ্ট, ২০০৯ : মেনহেইমের মেইমার্ক্ট-এ অনুষ্ঠিত জার্মানীর ৩৪তম জলসা সালানার দ্বিতীয় দিনে আজ সকালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি "ইসলামে সমতা" বিষয়ে কথা বলেন এবং 'ইসলাম একটি নারী বিদ্বেষী ধর্ম' এ সংক্রান্ত আপত্তিসমূহ নাকচ করে দেন।"

> ***এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, পিতা-মাতাগণ তাদের সন্তানদের জন্য উত্তম নমুনা পেশ করবে। স্বামী ও স্ত্রীগণের উচিত পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সম্মান দেখানো। কারণ যদি এটার অভাব পরিলক্ষিত হয় তাহলে এর প্রতিক্রিয়া তাদের সন্তানদের ওপর পড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী রয়েছে এবং এতে তারা সমাজের ঐসব কদাচার সমূহের প্রতি আকৃষ্ট হবে যেগুলি সমকালিন সমাজে প্রবেশ করে আছে।***

ইসলাম পূর্বকালে মহিলাদের মর্যাদা কিরূপ ছিল সে বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার মাধ্যমে হুযূর আকদাস (আই.) তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি (আই.) বলেন, *"ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সে সময় নারীদেরকে অধিকৃত বস্তু এবং পণ্য-সামগ্রী ছাড়া আর কোন কিছু হিসেবে দেখা হতো না, তাদেরকে গালাগালি করা হতো, এমনকি কৃতদাসী পর্যন্ত বানানো হতো। পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এসে এসবের পরিবর্তন সাধন করেন। তখন থেকে নারীদেরকে আর কখনো সম্পদ হিসেবে দেখা হয়নি, উপরন্তু নর ও নারীকে একসমান গণ্য করা হয়েছে। ইসলামই নারীকে এ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে।"*

পর্দাপ্রথার ওপর বিতর্কমূলক কিছু বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে হুযূর আকদাস (আই.) বলেন, *"পর্দা ইসলামেরই অংশ কিন্তু এর উদ্দেশ্য ছিল একজন নারীর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা এবং তা সাধারণভাবে তাকে অন্তরীন অথবা আটক করা নয়।"* হুযূর (আই.) বলেন, *"যারা মেয়েদের স্বাধীনতার নামে পর্দাপ্রথার বিরোধিতা করে তারাই বরং নারীদের পীড়নের রসদ জুগিয়ে থাকে।"* তিনি (আই.) বলেন, *"সম্প্রতি এক আহমদী যুবক একটি সংবাদ পত্রে লিখে পাঠান যে, যারা মুসলমান নারীদেরকে তাদের পর্দা অপসারন করতে নির্দেশ দেয় তারা প্রকৃতপক্ষে নারী-স্বাধীনতা দানের ছুতোয় নারীদের ধর্মীয় স্বায়ত্ব-শাসনকে অগ্রাহ্য করে।"*

আহমদী মহিলাগণ ধর্মীয় বিশ্বাসের বদৌলতে তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় শান্তিই প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। অপরপক্ষে অ-আহমদী মহিলাগণ স্বাধীন হওয়ার দাবী করলেও প্রকৃত মানসিক শান্তির অধিকারী বলে দাবী করতে পারে না। এভাবে অীধকাংশ অ-আহমদী মহিলা প্রকৃত সুখের আশায় এলকোহল, ড্রাগ গ্রহণসহ অন্যান্য পাপের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। আর এসব পাপকর্ম দীর্ঘমেয়াদী কোন শান্তিদানের পরিবর্তে তাদেরকে আরো গভীর নরকের দিকে পরিচালিত করছে।

হুযূর আকদাস (আই.) তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতিকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র নৈকট্য দান করা এবং যাতে নারী ও পুরুষের মাঝে কোন অসমতা বিরাজ না করে তার ব্যবস্থা করা, উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা, রমযান মাসের রোযা রাখা, দান-খয়রাত করা, হজ্জ করা। হুযূর উপদেশ দেন যে, প্রকৃতির পূর্ব নির্ধারণ হচ্ছে কিছু কিছু কাজে নারী অপেক্ষা পুরুষ অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন। প্রকৃতির দেয়া এই কর্মশক্তির বিষয়ে ইসলাম সজাগ রয়েছে। এ কারণেই ইসলামের শিক্ষা হলো পরিপূর্ণ ও বিশ্বজনীন।

উপসংহারে হুযূর আকদাস (আই.) তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন, *“এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, পিতা-মাতাগণ তাদের সন্তানদের জন্য উত্তম নমুনা পেশ করবে। স্বামী ও স্ত্রীগণের উচিত পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সম্মান দেখানো। কারণ যদি এটার অভাব পরিলক্ষিত হয় তাহলে এর প্রতিক্রিয়া তাদের সন্তানদের ওপর পড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী রয়েছে এবং এতে তারা সমাজের ঐসব কদাচার সমূহের প্রতি আকৃষ্ট হবে যেগুলি সমকালিন সমাজে প্রবেশ করে আছে।”*

মানুষের হৃদয় জয় করতে হলে শিক্ষা ও প্রজ্ঞা ব্যবহারের বিকল্প নেই দুনিয়াবী তরবারী অপেক্ষা এটা অধিক কার্যকর

লন্ডন, ১৭ আগষ্ট, ২০০৯ : বিশ্বের ১৯২ টি দেশে বিস্তৃত সাধারণ হিসেবে ৮০ মিলিয়ন সদস্য সমৃদ্ধ বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নেতা হুযূর আকদাস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব (আই.) জার্মানীর মেনহেইম শহরের মেইমার্ক্ট-এ তিনদিন ব্যাপী সেদেশের ৩৪তম জলসা সালানার সমাপ্তি ভাষণে বলেন, *“ইসলাম হচ্ছে সেই ঐক্য সাধনকারী শক্তি যার মাধ্যমেই বিশ্বে শান্তি আসবে”।*

> ***বিশ্বের সকল মানুষ সমান....একজন আরব একজন অনারবের ওপর অথবা কোন অনারব কোন আরবের ওপর কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না। একজন সাদা চামড়ার মানুষ কোনভাবেই একজন কালো চামড়ার অথবা কোন কলো চামড়ার লোক একইভাবে কোন সাদা চামড়ার লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়।***

“ইসলাম মানে শান্তি” এই বিষয় বস্তুর ওপর অনুষ্ঠিত এ জলসায় ৩২ হাজারের অধিক লোক পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে জার্মান-পার্লামেন্ট সদস্য ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যারা জার্মান-পার্লামেন্টের পক্ষে হুযূর আকদাস (আই.) কে তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

সম্মেলন চলাকালে হুযূর আকদাস (আই.) অ-আহমদীগণের অস্থায়ী এবং ক্ষণিক আনন্দ লাভের লক্ষ্যে এলকোহল ও ড্রাগ গ্রহণ এবং অন্যান্য পাপকর্মের ওপর বর্ধিত হারে নির্ভরতা ও বিশ্বমানবাধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে কথা বলেন। মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং মানবতার সেবার দিকে বিশ্বের সকল মানুষকে আহ্বান জানিয়ে হুযূর আকদাস (আই.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রদত্ত সমাজ ও অধিকার বিষয়ক নিম্নোক্ত বাণী তুলে ধরেন–*“বিশ্বের সকল মানুষ সমান....একজন আরব একজন অনারবের ওপর অথবা কোন অনারব কোন আরবের ওপর কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না। একজন সাদা চামড়ার মানুষ কোনভাবেই একজন কালো চামড়ার অথবা কোন কলো চামড়ার লোক একইভাবে কোন সাদা চামড়ার লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়।”*

হুযূর আকদাস (আই.) বলেন, *“তথাকথিত মুসলমানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠি ইসলামের নামে নির্দয়ভাবে মানুষ এমনকি নারী ও শিশুদের খুন করে ইসলামের নামকে কলঙ্কিত করছে। হুযূর আকদাস (আই.) কঠোর ভাষায় এবং প্রকাশ্যে সন্ত্রাসবাদের সমাপ্তি ঘোষণা করে বলেন এ ধরনের কার্যকলাপের সাথে ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।”*

হুযূর আকদাস (আই.) তাঁর সমাপ্তি ভাষণের মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে আহমদী মুসলমানগণ কোন রক্তক্ষয়ী বিপ্লবে বিশ্বাস করে না, উপরন্তু তারা যুদ্ধবিগ্রহের অবসান চায় এবং ইসলামের ভালবাসা, মায়া, মমতা, একতা ও উন্নতির বার্তার মাধ্যমে বিশ্বকে রক্ষা করতে চায়।

মুসলিম বিশ্বের প্রতি উচ্চারিত এক সতর্ক বার্তায় হুযূর আকদাস (আই.) বলেন, *“যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বর্তমান ধ্বংসাত্মক কার্যধারা পরিবর্তন না করবে এবং অনুতপ্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্‌র কোপানল থেকে রেহাই পাবে না।”*

এক শক্তিশালী উপসংহার টেনে হুযূর আকদাস (আই.) বলেন, মানুষের হৃদয় জয় করতে হলে শিক্ষা ও প্রজ্ঞার ব্যবহারের বিকল্প নেই। দুনিয়াবী তরবারী অপেক্ষা এটা অধিক কার্যকর। নতুন শতাব্দীর শুরু বিশ্বের পুনরুদ্ধারের ইতিহাসে একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে। (ইনশাআল্লাহ্‌)

ভাষান্তর : **মোহাম্মদ ফজলুর রহমান**

জামা'ত ও অংগসংগঠনসমূহে কর্মতৎপরতার সংবাদ

তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৪ থেকে ২৬ জুলাই ০৯ রঘুনাথপুর বাগ জামা'তের সদস্য/সদস্যাসহ সাতক্ষীরা অঞ্চলের নও মোবাইনদের নিয়ে রঘুনাথপুর বাগ জামা'তে লন্ডন জলসা প্রদর্শন ও প্রতিদিন চার ঘন্টা করে তালিম-তরবিয়তী ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। জলসা ও তালিম তরবিয়্যতী ক্লাসে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল প্রথম দিন ৯০ জন, ২য় দিন ১১৫ জন এবং শেষ দিন ১১৯ জন।

শামসুর রহমান

ময়মনসিংহ

লন্ডন জলসা উপলক্ষে ময়মনসিংহ জামা'তে গত ২৪, ২৫ ও ২৬ জুলাই ০৯ তিনদিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও তবলীগি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাসের শিক্ষকতা করেন মাওলানা নূরুল আমীন, মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মৌ. মোহাম্মদ আব্দুল হক, হাফিজ আব্দুল আলীম। উক্ত ক্লাসে মোট ২৫ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে ১৩ জন নওমোবাইন এবং ১২ জন জেরে তবলীগ।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

কুমিল্লা

গত ১৪/০৭/০৯ দিবাগত রাতে তাহাজ্জুদ নামায এর মাধ্যমে সপ্তাহিক তালিম ও তরবিয়তী ক্লাস উদ্বোধন করা হয়। তাহাজ্জুদ নামায শেষে খোদ্দামদের একটি টিম আশ পাশের প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে খোদ্দাম, আতফাল ও আনসারদেরকে ফজরের নামাযের জন্য ডেকে নিয়ে আসা হয়। তরবিয়তী ক্লাসে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে অর্থসহ নামায শিক্ষা এবং ব্যবহারিকভাবেও দেখানো হয়। এই ক্লাস প্রত্যহ বৃহস্পতিবার রাতে তাহাজ্জুদ নামায ও বাদ ফজর নেয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

মোহাম্মদ হেলাল মিয়া

নাসেরাবাদ
সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৭/০৭/০৯ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিসে আনসারুল্লাহ্ নাসেরাবাদের উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদযাপিত হয়। জুমুআ ও আছরের নামায জমা করে অত্র জামা'তের প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতেই কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশন করা হয়। বক্তৃতা পর্বে নবীনেতা পুস্তকের ওপর ভিত্তি করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চারিত্রিক বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব মজিবর রহমান মাষ্টার, আব্দুস সাদেক, এ, এইচ, এম জহির উদ্দিন মাষ্টার এবং মৌ. দেলোয়ার হোসেন। সভাপতি সাহেবের ভাষণের পর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা, নাসেরাত ও গয়ের আহমদী ৫ জন নাসেরাতসহ মোট ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন

খুলনা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খুলনার উদ্যোগে গত ৩১ জুলাই ০৯ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তের আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের সভাপতিত্বে বায়তুর রহমান মসজিদে সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে এক আলোচনা সভা কুরআন ও নযম পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শান ও মর্যাদা, এ বিষয়ের ওপর পর্যায়ক্রমে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন জনাব মনজুল আলম, মৌ. শাহ আলম খান। সবশেষে সভাপতি সাহেব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাকাম ও মর্যাদার ওপর বক্তব্য রাখেন, তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনাদর্শ ও উপদেশাবলী স্মরণ করে সে মোতাবেক সকলকে নিজ নিজ জীবন পরিচালনা করার প্রতি আহ্বান জানিয়ে দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত আলোচনা সভায় আনসার, খোদ্দাম আতফাল, লাজনা ও নাসেরাতসহ মোট ৪৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

জি, এম, মুশফিকুর রহমান

খিলাফত দিবস পালন

গত ১৭/০৭/০৯ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস আনসারুল্লাহ্ খুলনা কর্তৃক আয়োজিত মহান খিলাফত দিবস অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যের সাথে স্থানীয় মসজিদ বায়তুর রহমানে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা নাযেম ও আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশনের পর খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণের ওপর বক্তৃতা করেন, সর্বজনাব আহসান জামিল, মুহাম্মদ ওমর আলী, মৌ. শাহ আলম খান, মাওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ। শেষে সভাপতি সাহেবের সমাপনী বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসটির সমাপ্তি হয়। সভায় মোট ৫২ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মঞ্জুরুল আলম

ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২২ মে দিনব্যাপী মজলিস আনসারুল্লাহ্, রাজশাহীর ২য় বার্ষিক ইজতেমা রাজশাহী মসজিদ কমপ্লেক্সে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সকাল ৮টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব শাহ মুহাম্মদ আজিজুর রহমান, যয়ীম মজলিস আনসারুল্লাহ্

রাজশাহী। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পর মোহতরম সভাপতি সাহেব কর্তৃক আহাদনামা, দোয়া পরিচালনা এবং নসিহতমূলক বক্তৃতা শেষে ইজতেমার মূল কার্যক্রম শুরু হয়। ইজতেমায় লিখিত পরীক্ষা, নযম, কুরআন তেলাওয়াত, দ্বিনী মালুমাত, বক্তৃতা, খেলাধূলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৫ টায় কৃতকার্যদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ শেষে দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শেষ হয়। ইজতেমায় ১৯ জন আনসার উপস্থিত ছিলেন।

শাহ মুহাম্মদ আজিজুর রহমান

ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৭ ও ১৮ জুলাই মজলিস আনসারুল্লাহ্ রাজশাহী-পাবনা জেলার উদ্যোগে তাহেরাবাদে ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমা সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইজতেমায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান কায়েদ উমুমী এবং জনাব হালিম আহমদ হাজারি, কায়েদ তালিমুল কুরআন উপস্থিত ছিলেন। ১৭ জুলাই বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান। কুরআন পাঠের পর সভাপতি কর্তৃক দোয়া পরিচালনা, আহাদ পাঠ শেষে নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান। এরপর নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আব্দুল খালেক মোল্লা, হালিম আহমদ হাজারী এবং ইউনুস আলী। ইজতেমায় লিখিত পরীক্ষা, নযম, কুরআন তেলাওয়াত, কুইজ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৮/০৭/০৯ ইং বাদ যোহর সমাপ্তি অধিবেশনে কৃতকার্যদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ এবং দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ইজতেমায় ২৬ জন আনসার উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান

সেমিনার

যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ১০ জুলাই বাদ জুমুআ মজলিস আনসারুল্লাহ্ রাজশাহীর উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিখ্যাত পুস্তক 'কিশতিয়ে নূহ' এর ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জনাব আবুল হোসেন, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রাজশাহী। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান। 'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তিকার মূল বিষয়ের ওপর বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব শাহ মুহাম্মদ আজিজুর রহমান। সবশেষে সভাপতি সাহেব বক্তৃতা রাখেন এবং দোয়ার মাধমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সেমিনারে ১৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

শাহ মুহাম্মদ আজিজুর রহমান

দূর্গারামপুর ও নবীনগর মজলিসের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ৭ আগষ্ট শুক্রবার বাদ মাগরিব হতে ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয়। নবীনগর ও দূর্গারামপুর মজলিস সমন্বয়ে ইজতেমার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনাব শেখ মোশারফ হোসেন সহঃ রিজি; নায়েম সাহেবের সভাপতিত্বে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব ও রিজিওন সহকারী জনাব কুদ্দুস উল্লাহ্ শিকদার সাহেবের উপস্থিতিতে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তারপর আহাদ পাঠ ও দোয়া করা হয়। রাত ১১টা পর্যন্ত ইজতেমার প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। ৮ আগষ্ট রোজ শক্রবার বাদ ফযর হতে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে ১২টা পর্যন্ত চলে। বাদ যোহর ইজতেমার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান করা হয়।

ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ৬ ও ৭ আগষ্ট শাহবাজপুর মজলিসে বার্ষিক ইজতেমা জনাব মোশারফ হোসেন সহঃ রিজিঃ নায়েম সাহেবের সভাপতিত্বে রিজিওন সহকর্মী জনাব কুদ্দুস উল্লাহ্ শিকদার সাহেব ও স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের উপস্থিতিতে তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। আহাদ পাঠ ও দোয়ার পর উদ্বোধনী অনুষষ্ঠান শেষ করা হয়। রাত ১১টা পর্যন্ত ইজতেমার প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। ৭ আগষ্ট বাদ ফজর হতে ১২ টা পর্যন্ত ইজতেমার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেয়া হয় এবং বাদ জুমুআ ইজতেমার পুরস্কার বিতরণ ও সমাপ্তি অধিবেশন হয়।

শফিউল আলম বরকত

খিলাফত দিবস পালন

গত ২৭ মে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চানপুর চা বাগানের উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালন করা হয়। তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের মধ্য দিয়ে দুপুর ৩টায় খিলাফত দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা জনাব আব্দুল কাদির চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভা আরম্ভ হয়। নযম ও তেলাওয়াতের পর বক্তৃত রাখেন সর্বজনাব মাহমুদ আহমদ চৌধুরী, আব্দুল খালেক চৌধুরী, নূরুন্নাহার আক্তার চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, সভাপতির বক্তৃতার পর দোয়া মিষ্টি বিতরণ করে সভা শেষ করা হয়। এতে ২১ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

নাটাই

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নাটাই-এ গত ২৭/০৫/০৯ তারিখে অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য ও রূহানী পরিবেশে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। এ মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এস, এম তৌফিক বেলাল। এতে খিলাফতের মহান উদ্দেশ্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন জনাব আহসানউল্লাহ শিকদার, মুসলিম পন্ডিতগণের মতানুসারে খিলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এ প্রসঙ্গে জনাব মোমতাজ উদ্দিন। সবশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। এতে ৪২ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, তৌফিক বেলাল

তবলীগি সেমিনার
শৈলমারী

গত ৩০/০৭/০৯ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শৈলমারীতে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব সালাহ উদ্দিন সাহেবের সভাপতিত্বে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আগত মেহমানদেরকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর সত্যতার প্রমাণসহ বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মৌ. মোজাফ্ফর আহমদ। অনুষ্ঠান শেষে ৪ জন বয়আত গ্রহণ করেন।

তারেক আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ
খিলাফত দিবস পালিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে গত ০৭/০৮/০৯ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মহান খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মোহতরমা দিলরুবা বেগম (মায়া) এর সভানেত্রীত্বে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলা তরজমা করেন জুয়েল বেগম (দিবা), উর্দু ও বাংলা নযম আবৃতি করেন পর্যায়ক্রমে তাহমীনা বেগম মিতু ও খাওলাদিন উপমা। বক্তৃতা পর্বে খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন ফারহানা চৌধুরী, খিলাফতের মহান উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন, উম্মে কুলসুম (চায়না), হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতার নিদর্শন হিসাবে খিলাফত এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন রেজওয়ানা আহমদ (সম্পা), খিলাফতের ছায়াতলেই প্রকৃত শান্তি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন নুসরত জাহান (মুন্নি), ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন রুশদা নুসরাত। সবশেষে সভানেত্রীর ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে বক্তৃতা পর্ব শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৩ জন লাজনা ও ১৫ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম (চায়না)

শোক সংবাদ

(১) ক্রোড়া জামা'তের সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান ভুঁইয়া গত ২৯ জুলাই ২০০৯ রোজ বুধবার ভোর ৩-৪৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন অসুখে ভোগছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। জীবদ্দশায় তিনি ক্রোড়া জামা'তের জয়ীম আলা ও সেক্রেটারী রিস্তানাতা হিসাবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি জামা'তের বিভিন্ন কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি একজন ওসীয়্যতকারীও ছিলেন। তিনি ৪ ছেলে ৩ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট তার রূহের মাগফেরাতের জন্য বিনীত ভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী
সিবগাতুর রহমান

(২) রিকাবী বাজার জামা'তের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডাঃ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম গত ১৫ জুন ০৯ সোমবার বিকাল ৫.৪০ মিনিটের সময় ঢাকা মেডিকেল কালেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। জামা'তের সেবায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। গরীবের সেবা এবং অতিথিপরায়নতা ছিল তার বিশেষ বৈশিষ্ট। বিশেষ করে কোন আহমদী রিকাবী বাজার সফরে এলে তিনি তাদের আন্তরিকভাবে সেবা করতেন এবং বলতেন, এরা হল আল্লাহ্র মেহমান। খিলাফতের প্রতি ছিল তার অঘাধ শ্রদ্ধা। ব"দ্ধ বয়সেও তিনি খলীফাগণের তাহরীককৃত দোয়াসমূহ মুখস্ত করতেন এবং নিয়মিত পাঠ করতেন। তিনি তার কাছে আসা রোগীদের আন্তরিক সেবা দিতেন এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সংবাদ দিতেন। তিনি ৩ ছেলে ৫ মেয়ে ও স্ত্রীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট তার রূহের মাগফেরাত এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের জন্য বিনীত ভাবে দোয়ার আবেদন করছি ।

দোয়াপ্রার্থী
মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

কৃতি ছাত্রী

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের সদস্যা ফাতেহা বেগম (বেলী) ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত S.S.C পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে সাবেরা সোবহান সরকারী বালিকা বিদ্যালয় হতে অংশগ্রহণ করে মানবিক বিভাগে GPA-5(A+) অর্জন করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। তার পিতা কমরুল হোসেন (রবি) এবং মাতা শিরীন খানম। জামা'তের সকলের নিকট সে দোয়া প্রার্থী।

* ঢাকা জামা'তের সদস্যা কানেতা তালাত চৌধুরী (জুথি) ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত HSC পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ হতে অংশগ্রহণ করে বিজ্ঞান বিভাগে GPA-5(A+) [সকল বিষয়ে] অর্জন করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। তার পিতা বাবুল আহমদ চৌধুরী এবং মাতা হামিদা বেগম। জামা'তের সকলের নিকট সে দোয়া প্রার্থী।

* ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের সদস্যা রুবিনা নাজ বৃষ্টি ২০০৯ ইং অনুষ্ঠিত HSC পরীক্ষায় মানবিক বিভাগ থেকে GPA-4.10 (A) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে আগ্রহী। তার পিতা মৌ. এনামুল হক রনি এবং মাতা মোবারেকা বেগম (লাভলী)। জামা'তের সকলের নিকট সে দোয়া প্রার্থী।

মূলা চাষ প্রনালী

মূলা বাংলাদেশের একটি অতি প্রচলিত শীতকালীন সব্জি। সালাদ,তরকারী, ও ভাজি হিসাবে এর বহুল প্রচলন রয়েছে। এটি তুলনা মূলকভাবে দামে সস্তা এবং সব শ্রেণীর লোক ক্রয় করতে পারে।

মাটি ও জলবায়ু :-

নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত গভীর দোআঁশ এবং বেলে দোআঁশ মাটি মূলা চষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। এতে মূলা স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায় । আকার অত্যন্ত সুন্দর , আকর্ষণীয় ও মোলায়েম হয়। ফলন বৃদ্ধি পায়। এছাড়া পলি দোআঁশ ও এটেল দোঁআশ মাটিতে প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করে লাভজনকভাবে মূলা চাষ করা যায়। মূলার জমিতে পর্যাপ্ত রস ধারন ক্ষমতা থাকতে হবে। এ জাতীয় ফসল উর্বর জমিতে চাষ করা উত্তম।

সাধারনত মূলা ১০^{o} থেকে ১৫^{o}সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রস্ব দিবস এবং কিঞ্চিত আর্দ্র আবহাওয়ায় মূলার জন্য খুবই উপযোগী । অধিক তাপমাত্র এবং বাতাস শুষ্ক হলে শাঁস শক্ত হয়ে যায়। বর্তমানে নিম্ন তাপমাত্রায় উৎপাদিত মূলা স্বাদে উৎকৃষ্ট । বর্তমানে নিরক্ষীয় অঞ্চলে চাষ উপযোগী জাত পাওয়া যায়।

২) জাত নির্বাচন:-

আমাদের দেশের আবহাওয়া উপযোগী জাত যেমন :বারি-১(তাসাকী মূলা), বারি-২(পিংকি) এবং বারি-৩ (দ্রুতি) চাষ করা লাভ জনক। এ সকল জাতের বীজ নিজস্ব খামারে উৎপাদন করা যায়।

৩) বীজ বপনের সময়;-

(ক) আগাম ফসলের জন্য ঃ সেপ্টেম্বর মাস।

(খ) মাঝারী ফসলের জন্য ঃ অক্টোবর মাস।

(গ) নাবী ফসলের জন্য ঃ নভেম্বর - ডিসেম্বর মাস।

বীজ উৎপাদনের জন্য অক্টোবর মাসের ১ম সপ্তাহে বীজ বপণ করতে হবে।

৪) বীজের হারঃ-

বীজের হার নির্ভর করে মূলার জাত ও চাষ পদ্ধতি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্বের ওপর। সাধারণত ১০০০ বীজের ওজন ১০-১১ গ্রাম। সে হিসাবে প্রতি শতাংশে ১০গ্রাম বীজ প্রয়োজন হবে।

৫) সারের মাত্রা এবং প্রয়োগ পদ্ধতি:-

মূলা চষের জন্য শতাংশ প্রতি সারের পরিমান:

গোবর/কম্পোষ্ট	ঃ ৪০ কেজি।
ইউরিয়া সার	ঃ ১.৫০ ”
টিএসপি	ঃ ১.০০ ”
এম ও পি	ঃ ১.০০ ”
জিপসাম	ঃ ৪০০ গ্রাম
বোরন সার (বোরাক্স)	ঃ ৫০ ”

শেষ চাষে সবটুকু গোবর সার , টিএসপি, জিপসাম, বোরন সার এবং ইউরিয়া ও এমওপি ছিটিয়ে মাটির সাথে ভাল ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকী অর্ধেক ইউরিয়া এবং এম ও পি সার সমান অংশে ভাগ করে যথাক্রমে বীজ বপণের তিন ও পাঁচ সপ্তাহ পর জমিতে ২ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

৬) জমি তৈরী ঃ-

মূলা চাষের জন্য জমি গভীর ভাবে চাষ করে করতে হবে । খনার বচন আছে।

৭) বীজ বপন :-(ক) বীজ সারিতে বপন করুন।(খ) বীজ বপনের পূর্বে মাটিতে জোঁ না থাকলে সেচ দিয়ে জোঁ এনে বীজ বপন করতে হবে। (গ) জমি উত্তমরূপে চাষের পর ৭৫ সেমি বেডের মাঝে ৩০সে. মি ফাঁকা রাখতে হবে। বেডের কিনারা ১৫সেমি ছেড়ে দিয়ে লম্বা লম্বি ৪৫ সেমি দূরত্বে ২ টি লাইন টানতে হবে । লাইন ২টি ১-২ সেমি গভীর হবে। (ঘ) লাইনে ৩০ সেমি দূরে দূরে ২-৩ টি বীজ ফেলে দুই পাশের ঝুরে মাটি দ্বারা লাইন ঢেকে দিতে হবে। (ঙ) বীজ বপণের পূর্বে সেচ দিয়ে জোঁ এনে বীজ বপন করা হয় তাহলে বপনের পর পরই একই সেচ দিয়ে হবে।

(৮) পরবর্তী পরিচর্যা :-

বীজের শক্তি অনুযায়ী কিছু চারা দূর্বল অবার কিছু চারা শক্তিশালী হয় । ৩০ সে: মি: অন্তর অন্তর স্ববল চারা রেখে পর্যায়ক্রমে দূর্বল চারা তুলে ফেলতে হবে। মাটি ফুপিয়ে আলগা করে দিতে হবে।

(৯) সেচ প্রয়োগ :- মাটিতে রসের অভাব থাকলে কখনই ভাল ফসল হবেনা সুতরাং প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। জমিতে রসের অভাব হলে ১০-১৫ দিন পর পর মোট ৩-৪ টি সেচ দিতে হবে।

(১০) আগাছা দমন:- মূলার জমি সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এজন্য প্রয়োজনমত নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিস্কার করতে হবে। প্রতিটি সেচের পর চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

(১১) ফসল সংগ্রহ:–

বীজ বপণের ৪৫-৬৫ দিনের মধ্যে মূলা বাজারজাত করা প্রয়োজন। এসব মূলা ৬০-৬৫ দিন পর্যন্ত আশহীন থাকে। এরপর খাবার উপযোগাী থাকে না।

(১২) রোগ বালাইয়ের আক্রমন এবং দমন:-

এসকল জাতে রোগবালাই আক্রমন দেখা যায়না।

(১৩) খাদ্যমান ও ব্যবহার:- মূলা তেমন খাদ্যমান সমৃদ্ধ নয়। তবে মূলা শাক খুবই উপদেয় এবং এতে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন ‘এ’ ক্যালসিয়াম , লৌহ ও অন্যান্য পুষ্টিমান বিদ্যমান রয়েছে। রসালো মূলা সালাদ হিসাবে খেতে খুবই মুখরোচক। এছাড়া তরকারী হিসাবে এর ব্যাপকতা রয়েছে।

(১৪) ভেষজ গুণ:-

ইহা শরীরকে ঠাণ্ডা রাখে। অর্শ যকৃতের অসুবিধা ও জণ্ডিস রোদীদের জন্য বিশেষ উপবকারী।

মোহাম্মাদ আব্দুস সোবহান
সেক্রেটারী জিরায়া’ত
আঃমুঃজামা’ত বাংলাদেশ
মোবাইল:-০১৯১৩ ৫২০ ৬৭২

দৈনিক পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে

সংকলন ও উপস্থাপনা ঃ এম, আহমদ

বিষাক্ত ইউরিয়া মোল্ডিং পাউডার দিয়ে তৈরী হচ্ছে মেলামাইন সামগ্রী ॥

বিষাক্ত ইউরিয়া মোল্ডিং পাউডার দিয়ে তৈরী হচ্ছে বহুল ব্যবহৃত মেলামাইন সামগ্রী। খাবারের পাত্র হিসাবে মেলামাইনের প্লেট-গ্লাস-বোল-বাটি ইত্যাদি ব্যবহার করে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে বিষক্রিয়ায়। ঢাকা জেলার নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটের নেতৃত্বে ও ক্যাবের সহায়তায় গতকাল বিএসটিআই'র ভ্রাম্যমাণ আদালত রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর থানার হুযূরপাড়ায় বিষাক্ত সামগ্রী দিয়ে মেলামাইন সামগ্রী তৈরীর সময় তাজ মেলামাইন ইন্ডাষ্ট্রিজ (প্রা.) লি.-এ অভিযান চালায়। এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের ম্যাজিষ্ট্রেট বিএসটিআই'র সিএম লাইসেন্স নবায়ন না করে এবং অনুমোদনহীন বিষাক্ত ইউরিয়া মোল্ডিং পাউডার দ্রব্যের মিশ্রণে অবৈধভাবে মেলামাইন তৈজসপত্র উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণের দায়ে তাজ মেলামাইনকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করে তা নগদ আদায় করে। (ইনকিলাব, ২১ আগষ্ট '০৯)

সোয়াইন ফ্লু তাড়াতে রাব্বিদের উড়ন্ত প্রার্থনা ॥

ইহুদীদের পবিত্র ভূমি ইসরাইলকে সোয়াইন ফ্লুর গজব থেকে রক্ষা করার জন্য অভিনব এক প্রার্থনার আয়োজন করেছেন সেই দেশের ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের কিছু ব্যক্তি যারা রাব্বি বা রাব্বাই নামে পরিচিত। ইসরাইলের আকাশে বিমানে চড়ে অভিশাপ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন, শয়তান তাড়াতে বাজিয়েছেন শিঙ্গা। ইসরাইলের ৫০ জন রাব্বি গত সোমবার বিমানে চড়ে দেশটির ওপর চক্রাকারে ঘুরেছেন, মন্ত্রপাঠ করেছেন এবং শোফারস নামের পবিত্র শিঙ্গা বাজিয়েছেন। রাব্বি ইজহাক বাতজ্রি ইসরাইলের ইয়েদিয়োথ আহরোনোনথ নামের একটি সংবাদ পত্রকে বলেন, আমাদের এই উড়ন্ত প্রার্থনার উদ্দেশ্য হলো, এই মহামারি বন্ধ করা এবং মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো। উল্লেখ্য, ইসরাইলে শূকর খাওয়া নিষিদ্ধ। শূকরকে নোংরা প্রাণী হিসেবেও ভেবে থাকে ইসরাইলীরা।

(সুপ্রভাত, ২১ আগষ্ট ০৯, চট্টগ্রাম, খালিদ আহমদ সিরাজীর সৌজন্যে)

প্রতি ১০ মিনিটে ১ যক্ষ্মারোগীর মৃত্যু হয় ॥

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী প্রতি বছর বাংলাদেশে নতুন ভাবে ৩ লাখ লোক মরণব্যাধি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হচ্ছে এবং ৭০ হাজার লোকের মৃত্যু হচ্ছে। গড় হিসাবে প্রতি ২ মিনিটে একজন রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং প্রতি ১০ মিনিটে ১ জনের মৃত্যু হচ্ছে। বাগেরহাটসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল আরো ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে রয়েছে। এ অঞ্চলে প্রতি বছর যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা বাড়ছে, যা সার্বিকভাবে একটি উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি করছে। (জনকণ্ঠ, ১৭ আগষ্ট, ০৯)

পাখির দেহে সোয়াইন ফ্লু ॥ ব্যাপক বিস্তারের আশঙ্কা জাতিসংঘের

পাখির দেহে সোয়াইন ফ্লু ধরা পড়ার পর ভাইরাসটির ব্যাপক বিস্তারের ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। গত সপ্তাহে লাতিন আমেরিকান দেশ চিলির কয়েকটি খামারে তিতিরের শরীরে এইচ ১ এন ১ ভাইরাস ধরা পড়ার পর জাতিসংঘ এখন বলছে বিশ্বে যে কোন জায়গার পোল্ট্রি খামারে এটি ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিজ্ঞানী-রা এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন যে, ভাইরাসটি তত্ত্বগতভাবে আরো বিপজ্জনক সংস্করণের সংগে মিশ্রিত হতে পারে। (জনকণ্ঠ, ২৯ আগষ্ট, ০৯)

সোয়াইন ফ্লুতে আরো ১৯ জন আক্রান্ত ॥

দেশে গতকাল নতুন করে আরো ১৯ জন সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছে। এই নিয়ে সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ১৬৩ জনে। (ইনকিলাব, ২৯ আগষ্ট, ০৯)

ক্যান্সার নিরাময়ে জোঁকের লালা ॥

প্রাণীগুলো দেখতে ক্ষুদ্র ও কুৎসিত। কিন্তু এর রয়েছে ক্যান্সার প্রতিরোধের আশ্চর্য ক্ষমতা। ব্রাজিলের একদল গবেষক জানিয়েছেন, জোঁকের লালা থেকে ভবিষ্যতে ত্বক, যকৃৎ ও অগ্নাশয়ের ক্যান্সার চিকিৎসার উপায় উদ্ভাবিত হতে পারে। সাওপাওলোস্থ ইনষ্টিটুটো বুটানটানের মলিকিউলার বায়োলজিষ্ট আনা মারিসা চুদজিনস্কি তাভাসি জানিয়েছেন, তারা জোঁকের লালার মধ্যে এক ধরনের বিশেষ প্রোটিন খুঁজে পেয়েছেন, যা ক্যান্সার কোষের শুধু হ্রাসই ঘটায় না, কোষগুলোকে মেরেও ফেলে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সহজলভ্য জোঁকটি বৈজ্ঞানিক নামে এ্যামব্লিওমা কাজেনেসি। এর লালায় ক্যান্সার প্রতিশোধি যে প্রোটিনের খোঁজ পাওয়া তার গুণাগুণ দেখে গবেষকরাই অবাক হয়ে গেছেন।

(জনকণ্ঠ, ২৯ আগষ্ট, ০৯)

প্রতারণা করে ছয় বিয়ে, অত:পর শ্রীঘরে ॥

প্রতারণা করে ছয় বিয়ে করায় এক ব্যক্তিকে ভারতের মুম্বাই নগরীর পুলিশ গ্রেফতার করেছে। বিবাহ বিচ্ছেদের মূল কাগজপত্র দেখিয়ে ২ বছরে তুষার ওয়াযমায়ায় কমপক্ষে ৬ মহিলাকে বিয়ে করেন। এয়ার ইন্ডিয়ার প্রকৌশলী তুষারের ৬ষ্ঠতম স্ত্রী অন্য কারো সঙ্গে তার সংসার আছে জানতে পেরে ঘটনাটি পুলিশকে জানায়। এরপর পুলিশ তুষারকে গ্রেফতার করে।

(জনকণ্ঠ, ২৯ আগষ্ট, ০৯)

নড়াইলে আতঙ্কের নাম আশিষ বাহিনী ॥

দেশের সর্বহারাদের আতঙ্ক থেকে রক্ষা পাচ্ছে না নড়াইলের মানুষ। নড়াইলের আতঙ্ক হচ্ছে আশিষ বাহিনী। রক্তাক্ত দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ৯টি উপজেলার সীমান্ত ঘেরা চরমপন্থী অধ্যুষিত জেলার নাম নড়াইল। বর্তমানে এ জেলার ৫ ইউনিয়নে চরমপন্থী সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। চরমপন্থীদের আশ্রয়দাতা, গডফাদার হিসেবে পরিচিত জনযুদ্ধ নেতা আশিষ বাহিনীর হাতে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই এলাকার লক্ষাধিক মানুষ এখন জিম্মি। বাহিনীপ্রধান আশিষ কুমার বিশ্বাসের ইশারায় এখানে একের পর এক ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

(জনকণ্ঠ, ২৯ আগষ্ট, ০৯)